মনোবৈজ্ঞানিক

শ্রীসত্যেন সিংহ

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, লিঃ
৫৪-৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা —১২

—দেড় টাকা—

প্রথম সংস্করণ

আষাঢ়—১৩৫৯

[লেখক কর্তৃক সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত]

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, লিঃ, ৫৪-৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে শ্রীজগন্নাথ সিংহ
কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্তৃক গুপ্তপ্রেস, ৩৭।৭, বেণিয়াটোলা
লেন, কলিকাতা—৯ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মায়ের ভালবাসা আমায় প্রথম সাহিত্য রচনার প্রেরণা জোগায়।
সেই মা আজ পরলোকে। আমার প্রথমপ্রচেষ্টা
'মনোবৈজ্ঞানিক' হৃদয়ের অর্ঘ্য-স্বরূপ তাঁরই
পবিত্রস্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন
করলাম।

শ্রীসত্যেন সিংহ

রথযাত্রা। ১৩৫৯
স্বপনপুর। সালানপুর, পোঃ।
বর্দ্ধমান।

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত সত্যেন সিংহ তাঁর রচিত "মনোবৈজ্ঞানিক" নামক নাটকটি সাধারণ্যে প্রকাশ করছেন। এটি তাঁর প্রথম রচনা। সেই হিসাবে নূতন লেখকের প্রথম রচনার সঙ্গে পাঠক-সাধারণের পরিচয় করিয়ে দেবার যে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব অপেক্ষাকৃত পুরাতন লেখকদের আছে সেই দায়িত্ব পালন করবার উদ্দেশ্যে এই ভূমিকা রচনা; এবং তারই মারফৎ লেখক ও লেখকের প্রথম রচনাটি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করছি।

শ্রীযুক্ত সত্যেন সিংহ ছোটনাগপুরের এক অতি প্রাচীন অভিজাত রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ এবং নিজেও অভিজাত বংশের সন্তান। সেই হিসাবে, তিনি যখন তাঁর এই প্রথম রচনা এই নাটকখানি আমার কাছে উপস্থিত করেন তখন অভিজাত ব্যক্তির খেয়াল বলেই একে গ্রহণ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনার মাধ্যমে তাঁর মনের প্রকাশ দেখবার কৌতূহলও ছিল।

নাটকটি পড়ে তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর নাটক সম্পর্কে আমাকে আমার ধারণা পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে—এ কথা আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করছি। তাঁর নাটকটিতে যে গম্ভীর, স্নিগ্ধ ও চিন্তাকুল ও গভীরতা-সন্ধানী মনের পরিচয় পেয়েছি তা আমাকে আশ্বস্ত করেছে। একটি বিচিত্র প্রশ্নের কাহিনী নাটকটিতে বিবৃত হয়েছে। কাহিনী কঠিন ও নিপুণ সূত্রে গাঁথা; নাটকে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের অভাব নাই আবার অতি-নাটকীয়তাও নাই। পাঠকবর্গ নাটকটি পড়ে আমি প্রথম পাঠক হিসাবে যে আনন্দ পেয়েছি তেমনিই আনন্দ পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

পি ১৭১সি, সি, ও, এস
টালা পার্ক, কলিকাতা-২
২৮-২-৫২।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—পরিচয়—

প্রফেসার প্রমথ নাথ তরফদার।
ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরি।
অরবিন্দ সরকার।
বিশ্বনাথ সরকার।
লোকনাথ।
রণেন।
অমল।
সুবিতা।
সুপ্রভা।
মুলুক চাঁদজী ঢনঢনিয়া।
হরেন মহলানবিশ।
পুলিশ ইনস্‌পেক্টার। নার্স। কনেষ্ট্‌বলদ্বয়। দরোয়ান
জজ্। জুরিগণ। মিঃ লাহিড়ী। মিঃ বোস্।

মনোবৈজ্ঞানিক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কলিকাতায় বিখ্যাত মনোবৈজ্ঞানিক ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরীর নিজস্ব কক্ষ। সময় সকাল নয়টা। ডাঃ সুবিমল অধুনা জার্ম্মান দেশ হইতে মনোবিজ্ঞানে ও চিকিৎসাবিদ্যায় ডক্টরেট উপাধি লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেশে আসিয়া সুখ্যাতি ও পসার ভালভাবেই জমিয়া উঠিয়াছে। তিনি আরাম কেদারায় বসিয়া একখানি বই পড়িতেছেন। সম্মুখের গোল টেব্‌লের ওপর আরও কয়েকখানি মোটা বই ছড়ানো আছে। টেবিলের ওপাশে আরও দুইটী কেদারা আগন্তুকদের বসিবার জন্য রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁর হাতের কাছেই একটা তেপায়া টিপয়ের ওপর ফোন ও চশমার বাক্সটি রক্ষিত)।

(ডাঃ সুবিমলের বয়স বেশী নয়; গোটা ছাব্বিশ কি সাতাশ হইবে। বেশ শক্ত লম্বা চেহারা, মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো। চোয়ালের হাড় দুটিতে একটা কঠিন দৃঢ়তা ও কালো ফ্রেমের মোটা চশমার মধ্যে চোখ দুটির অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার বেশভূষা অত্যন্ত সরল; মোটা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী। সাদা চাদরখানি আরাম কেদারার হাতলে ঝুলিতেছে—মনে হয় তিনি বসিবার পূর্ব্বে ওখানে রাখিয়াছেন। বাহিরে কলিং বেলের শব্দ শোনা গেলো; তাহাতে ডাক্তারের পাঠের কোন ব্যাঘাত হইল না। অল্প পরেই দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের **Swinging door** একটু ফাঁক হইল)।

অমল। (দরজায় মুখ বাড়াইয়া) ভেতরে আসতে পারি?

ডাঃ সুবিমল। (পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন) কে অমল, এসো।

অমল। (প্রবেশ করিয়া) মিস সরকার নামে একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

ডাঃ সুবিমল। বেশ তাঁকে আসতে বলো। (তিনি আবার পুস্তকে মন দিলেন, অমল চলিয়া গেল। তাহার চলিয়া যাওয়ায় দরজায় একটা শব্দ হইল, সেই শব্দে ডাক্তার সম্মুখে চাইলেন। পুস্তক রাখিয়া দুই হাত হাঁটুর ওপর আবদ্ধ করিয়া কি যেন ভাবিলেন তারপর চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া পরিষ্কার করিলেন ও চোখে দিলেন। বাম হস্তে চুলটা ঠিক করিয়া পুনরায় পুস্তকটী তুলিতে যাইবেন এমন সময় একটী ১৯।২০ বৎসর বয়সের তরুণী প্রবেশ করিল। তরুণী অবিবাহিতা, তাহার বেশভূষায় ও চেহারায় বেশ খানিকটা ঐশ্বর্য্য ও শিক্ষার ছাপ পরিস্ফুট।)

তরুণী। নমস্কার!

ডাঃ সুবিমল। নমস্কার! বসুন, মিস সরকার।

তরুণী। ধন্যবাদ! (উপবেশন করিয়া) আমার পিতার মানসিক চিকিৎসার জন্য আপনার কাছে এসেছি।

ডাঃ সুবিমল। আপনার পিতাকে কি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন?

তরুণী। না, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি। প্রথমে কেবল জানতে এসেছি তাঁর চিকিৎসার ভার আপনার পক্ষে নেওয়া সম্ভব হবে কি না। অবশ্য তার আগে আপনাকে তাঁর রোগের লক্ষণগুলো বলা প্রয়োজন।

ডাঃ সুবিমল। (আগ্রহসহকারে) বলুন।

তরুণী। (হাতের ভ্যানিটি ব্যাগ ডাক্তারের সম্মুখের টেব্‌লে রাখিয়া) আমার বাবার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। বছর চারেক হোল তাঁর মনের বিকৃতি ঘটেছে। অন্য সময় তিনি কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বার্ত্তা বলেন না, শুধু ঐ মাঝে মাঝে কাউকে সামনে পেলেই বলে ওঠেন—"আমার গয়নার বাক্স! আমার গয়নার বাক্স কে নিয়ে গেলো, কৈ আমার গয়নার বাক্স!

তুমি! তুমিই নিয়েছ আমার গয়নার বাক্স!" এমনি বলতে বলতে যখন তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তখন তাঁকে সামলান দায় হয়। এইটাই তাঁর মনোবিকারের প্রধান ও একমাত্র লক্ষণ, এছাড়া অন্য কোন অস্বাভাবিক অবস্থা বড় একটা প্রকাশ পায় না।

(তরুণী এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেল এবং এই বলার জন্য তাহার চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে শ্বাস প্রশ্বাস লইবার জন্য থামিল ও টেব্‌লের ওপর খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িল। ডাঃ সুবিমল তাহার দক্ষিণ বাহুর ওপব একটি কাটা দাগ লক্ষ্য করিলেন।)

ডাঃ সুবিমল। হুঁ! (চিন্তিতভাবে) তিনি গয়নার বাক্স ছাড়া আর কোন কথা বলেন না।

তরুণী। না, অন্য কথা বলার সময় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ।

ডাঃ সুবিমল। আপনি বলছেন আজ চার বৎসর তাঁর মধ্যে এই রোগ দেখা দিয়েছে। আচ্ছা বলতে পারেন চার বৎসর আগে কি অবস্থায় এবং কি ভাবে তাঁর মধ্যে এই রোগের বিকাশ আপনারা প্রথম লক্ষ্য করেন ?

তরুণী। (এই প্রশ্নে যেন একটু বিব্রত বোধ করিল, পরে সপ্রতিভভাবে—) প্রথম অবস্থায় তাঁর রোগের বিকাশ আমি নিজে ঠিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিনি তবে সে সময় যাঁরা তাঁর কাছে ছিলেন তাঁদের মুখ থেকে শুনেছি — প্রথম একদিন তিনি ঘুমন্ত অবস্থায়—'গয়নার বাক্স! গয়নার বাক্স!' বলে চিৎকার করে ওঠেন, পরে ঘুম ভাঙলে তিনি আবার সুস্থ অনুভব করেন। এমনি পর পর কয়েক রাত্রি ধরেই চলে, তারপর দিনে, রাতে, জাগ্রত অবস্থায় হঠাৎ এক এক সময় যাকে সামনে পান তাকেই উত্তেজিতভাবে গয়নার বাক্সের কথা বলতে থাকেন।

(ডাক্তার মাথায় হাত দিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন ; তরুণী ডাক্তারের বক্তব্য শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।)

ডাঃ সুবিমল। আপনারা এর পূর্ব্বে তাঁর কোনরূপ চিকিৎসা করিয়েছিলেন ?

তরুণী। আমরা তাঁর চিকিৎসায় একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছি বল্লেও চলে। এইবার শেষ আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমাদের বিশ্বাস আপনি তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারবেন এবং আপনিই আমাদের শেষ ভরসা—(মেয়েটি টেব্‌লের ওপর তাহার দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিল, ডাক্তার তাহার শুভ্র ঘাড়ে চকিতে একজোড়া ভ্রমরকৃষ্ণ খোঁপা দেখিয়া নিলেন।)

ডাঃ সুবিমল। (সান্ত্বনার সুরে) আপনি অধীর হবেন না। আপনার বাবাকে নিয়ে আসুন। আমাদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে যতটুকু চিকিৎসা করা সাধ্য তার ক্রুটী আমরা করবো না তবে জানেন তো মানবের মনোরাজ্য বড়ই বিস্ময়কর।

তরুণী। আপনি চিকিৎসা করতে সম্মত জেনে বড়ই আনন্দিত হলুম ডাঃ রায় চৌধুরি। আমার বাবাকে যত শীঘ্র পারি নিয়ে আসব। আচ্ছা তা'হলে আসি (তরুণী আসন ত্যাগ করিল) নমস্কার !

ডাঃ সুবিমল। (প্রতি—নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তরুণী চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কি মনে হইল, তিনি ডাকিলেন—"মিস সরকার" ! মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার আগাইয়া গেলেন) আপনাকে ফেরালুম বলে ক্ষমা করবেন। আপনার পিতাকে আপনি নিয়ে আসবেন তবুও আমার আরও দুটো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলে আমি আগে থেকে খানিকটা প্রস্তুত হতে পারবো।

তরুণী। (ঈষৎ হতচকিত ভাবে) বলুন, আপনি কি জানতে চান ?

ডাঃ সুবিমল। আপনি বলতে পারেন আপনার বাবার কোন সময় কোন গয়নাপত্তর বা গয়না পত্তরের মতোই মূল্যবান কোন বস্তু চুরি গিয়েছিল কি না ?

তরুণী। আমার বাবার নিজেরই একটা গয়নার দোকান ছিলো। আমার বয়স তখন খুবই অল্প। পরে আমি বাবার মুখ থেকেই শুনেছি কেও তাঁর দোকান থেকে বেশ কিছু মূল্যের অলঙ্কার ঠকিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য সে সময় এজন্য তাঁকে বিশেষ আক্ষেপ করতে দেখিনি।

ডাঃ সুবিমল। আপনার বাবার সে গয়নার দোকান কি এখনো আছে?

তরুণী। হ্যাঁ বাবার মানসিক অসুস্থতার পর আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা সে দোকানের ভার গ্রহণ করেছেন।

ডাঃ সুবিমল। আর একটা বিষয় আমি জানতে চাই। পূর্ব্বে যখন আপনারা তাঁর চিকিৎসার চেষ্টা করেন তখন তিনি কি কোনরূপ আপত্তি তুলতেন?

তরুণী। ভয়ানক আপত্তি তুলতেন।

ডাঃ সুবিমল। কি বলে আপত্তি তুলতেন?

তরুণী। তাঁর আপত্তি সে তো পাগলের প্রলাপ বৈ আর কিছু নয়। তবে যাঁরা তাঁর চিকিৎসার চেষ্টা করতেন বা পরীক্ষা করতে আসতেন তাঁদের সঙ্গে তিনি অভদ্র ব্যবহার করতেন, বলতেন—'তোমরাই আমার গয়নার বাক্স চুরি করে আমাকে পাগল সাজাতে এসেছো, আমি কি পাগল? কৈ কোথায় আমার গয়নাগুলো এনে দাও!' এমনি নানা কথাই বলতেন তাছাড়া দৈহিক বলও প্রকাশ করতেন।

ডাঃ সুবিমল। বেশ, বর্ত্তমানে আমার জানবার আর তেমন কিছু নেই, আপনার পিতাকে নিয়ে আসবেন—মনে হয় আমি তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারবো, নমস্কার।

(মেয়েটি কিন্তু এবার চলিয়া গেল না, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া পাঁচটি দশ টাকার নোট বাহির করিল)

তরুণী। ক্ষমা করবেন, আমার মোটেই মনে ছিল না, আপনার Consulting feesটা। (টেবিলের ওপর নোটগুলি রাখিয়া দিল)

ডাঃ সুবিমল। (সঙ্কোচের সহিত) ওটা আপাততঃ না দিলেই পারতেন। সাধারণতঃ রোগীকে না দেখে fees আমরা গ্রহণ করি না।

তরুণী। (হাসিয়া) তবুও মনোবিজ্ঞান যখন আপনার পেশা। কিছু মনে করবেন না, নমস্কার।

(ডাক্তারকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। ডাক্তার কিছুক্ষণ তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন তারপর নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন। তিনি টেব্‌লের ওপর হইতে তাঁহার ডায়েরী বহি লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি লেখায় নিবিষ্ট সেই সময় দোর ঠেলিয়া একটি মূর্ত্তি প্রবেশ করিল। লোকটি যুবক, বয়স ২১।২২ হইবে। যুবককে দেখিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের বলিয়া মনে হয়। তাহার দেহবর্ণ উজ্জ্বল গৌর, পরণে পাঞ্জাবী ও পায়জামা, মুখে খোঁচাখোঁচা সোনালী দাড়ী, চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। চোখে একটা রঙিন্ চশমা। যুবকটি প্রবেশ করিয়া সোজাসোজি অগ্রসর হইল না। সে কপাটে হাত দিয়া অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল তারপর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে ডাক্তার ক্ষণিকের জন্য চোখ তুলিয়া আবার লিখিতে মন দিলেন। যুবকটি দুইহাত পেছনে একত্র করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং ডাক্তারের নিকটে একটি কেদারায় উপবেশন করিল। সে রঙিন চশমাটি খুলিয়া ফেলিল—তাহার চোখ দুটি বেশ বড় ও বেড়ালের মত তীক্ষ্ণ কিন্তু তীক্ষ্ণ হইলেও তাহা যেন কোন বস্তুর ওপর আবদ্ধ নয়, যেন সর্ব্বদাই শূন্যে কি খুঁজিয়া ফিরিতেছে। ডাক্তার লেখা শেষ করিয়া যুবকের দিকে চাহিলেন, যুবক পুনরায় সেই অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল। এই যুবকই লোকনাথ, ডাঃ রায়চৌধুরির একজন মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী।)

লোকনাথ। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা ডাক্তার, শেষে এরা আমাকে পাগল ঠাউরালে কেন বলতে পার ?

ডাঃ সুবিমল। তাদের আর দোষ কি লোকনাথ। তুমি পাগল বলেই তারা তোমায় পাগল ঠাউরেছে।

লোকনাথ। (বিস্মিতভাবে) শেষে তুমিও একথা বল্লে ডাক্তার! এত বড় বৈজ্ঞানিক হয়েও তুমি ওদের দলে যোগ দিলে?

ডাঃ সুবিমল। না দিয়ে উপায় কি বল? ওদের বিরুদ্ধে গেলে ওরা যে আমাকেও পাগল বলবে।

লোকনাথ। আশ্চর্য্য! তোমরা কি বিচিত্র, ডাক্তার! আমি ধনীর একমাত্র সন্তান, আদরের দুলাল। জন্মের অধিকারে সোনার বাটিতে দুধ পান করতে গিয়ে মনে হোল তাদের কথা—যারা জন্মের অভিশাপে লাঞ্ছিত, পদানত—ঐ যারা দুর্ভিক্ষের হাহাকারে, খাবারের দোকানের সামনে, ফুট পাথে, ডাষ্টবিনের আশে পাশে অদৃষ্টকে স্বীকার করে বিনা প্রতিবাদে মরে গেল, হ্যাঁ তাদেরই কথা। ভাবলুম, কার অভিশাপে এবং কারই বা আশীর্ব্বাদে তাদের আর আমার মধ্যে এই ভিন্ন অবস্থা। কাউকে খুঁজে পেলুম না। ভগবান? না, সে আমি স্বীকার করতে পারলুম না। তাদের ও আমার মাঝে এই পার্থক্য যতটা সত্যভাবে উপলব্ধি করলুম ঠিক ততখানি সঠিকভাবে ভগবানকে চিনতে পারলুম না। আমার মনে হোল, পারি নাকি আমার এই আপন সত্বার বিধানে—ভগবানের বিধানে নয়, পারি নাকি আমার সমস্ত বৈভব, বিত্ত তাদের কয়েকজনের সঙ্গেও অন্ততঃ ভাগ করে এক সমান্তরাল অদৃষ্টের পথে চলতে। একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জোর করে প্রতিদিন সকালে, বিকেলে, সন্ধ্যায়, রাত্রে আমার উপলব্ধির কথা জানাতে সুরু করলাম বাবাকে, মাকে, বোনেদের—বল্লাম তাদের—এসো বিলিয়ে দি, ওদের জন্মপতাকা, আমাদের জন্মপতাকা একসঙ্গে মিলিয়ে এসো হাত ধরাধরি করে বাস্তব পৃথিবীতে অদৃশ্য নিয়তির সম্মুখীন হই। তাঁরা প্রথমে হাস্‌লেন—পরে আমায় বোঝালেন, শাসন করলেন, অবশেষে তাঁদের ধারণা বদ্ধমূল হোল আমি পাগল হয়ে গেছি। তাঁরা অজস্র অর্থ ব্যয় করে আমায় তোমার চিকিৎসাধীনে রেখে গেলেন।

আমি পাগল! আচ্ছা ডাক্তার পাগল কাকে বলে? পাগলের definition কি?

ডাঃ সুবিমল। (একাগ্র দৃষ্টিতে লোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া) দেখ লোকনাথ, এ জগতে তারাই পাগল যাদের কার্য্যকলাপ সমষ্টিগত মানুষের স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটায়।

লোকনাথ। আমার মনে হয় ডাক্তার জগৎ শুদ্ধ অধিকাংশ লোকই আজ পাগল হয়ে গেছে। চুরি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জাল, শঠতা, মারামারি এইতো তোমার সমষ্টিগত মানুষের কার্য্যকলাপ—একে কি তুমি সুস্থ মনের লক্ষণ বল?

ডাঃ সুবিমল। আমায় বলতে হয় লোকনাথ, নইলে আমার ব্যবসা চলবে না। তুমি যাদের পাগল বলো তারাই আজ দলে ভারি, তাই তারাই সুস্থ মানুষ—তুমি পাগল। যেদিন তোমার মত সাধু, সত্যবাদী ব্যক্তি দলে ভারি হবে সেদিনই তুমি আজকের মানুষকে পাগল বলতে পারবে। আজ এদের ক্ষমতা এত বেশী যে তোমার মত মানুষকে পাগল বানিয়ে, ভয় দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে নিচ্ছে। আমি যদি এদের ব্যতিক্রম হই তবে আমাকেও ওরা পাগল প্রমাণ করে ছাড়বে।

লোকনাথ। কিন্তু এদের ব্যতিক্রম আর একদল তো বেশ নিরাপদে জগতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। আমি তাদের কথা বলছি যারা কবি, শিল্পী, দার্শনিক।

ডাঃ সুবিমল। প্রকাশ্যে এদের পাগল বলে প্রচার না করলেও মনে মনে এরা পাগল বলেই অভিহিত। কিন্তু এদের এই মানসিক ব্যতিক্রম আজকের মানুষের স্বার্থে কোন ব্যাঘাত ঘটায় না বরঞ্চ তাদের বিশ্রামরত মনের আহার যোগায়। কবি, শিল্পী, দার্শনিক মানুষেরা প্রায়ই সামনাসামনি তোমার মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি, তাঁদের বিদ্রোহের সুর লেখায়,

কবিতায়, ছবিতেই বেশীর ভাগ আবদ্ধ থাকে। যাঁদের বিদ্রোহ কাগজের সীমা পেরিয়ে বাইরে উপচে পড়ে তাঁরা হয় দেশ থেকে হ'ন বহিষ্কৃত, নতুবা দেশের কারাগারই হয় তাঁদের গৃহ।

লোকনাথ। তোমার বক্তব্য আজকের মানুষ যতই পাগলামি করুক না কেন তুমি তাদের পাগল বলে প্রমাণ করতে পারো না।

ডাঃ সুবিমল। আমার সে শক্তি নেই লোকনাথ। তারা দলে বেজায় ভারি এবং সেইজন্যই তারা আমার সাহায্য নিয়ে আজ তোমায় তাদের দলে টানবার চেষ্টা কচ্ছে। কিন্তু থাক সে কথা, তুমি এখন তোমার কেবিনে যাও।

লোকনাথ। (টেবিল হইতে একটা বই তুলিয়া লইল) এটা কি বই ডাক্তার, আমায় পড়তে দেবে ?

ডাঃ সুবিমল। হ্যাঁ, বইটা তুমি পড়তে পারো। ও থেকে আজকের মানুষের মানসিকতার উৎপত্তি সম্বন্ধে তুমি অনেক কথা জানতে পারবে।

লোকনাথ। আচ্ছা, ধন্যবাদ, আমি এখন যাই। (সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল তারপর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং 'আমি পাগল ! আমি পাগল !' বলিতে বলিতে চলিতে আরম্ভ করিল)

ডাঃ সুবিমল। (আসন ত্যাগ করিয়া) লোকনাথ ! লোকনাথ ! দাঁড়াও, আমি তোমায় পৌছে দিয়ে আসি। (তিনি তাহার অনুসরণ করিলেন)

[পর্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলিকাতার বিখ্যাত জহুরি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সরকারের দোকান সংলগ্ন অফিস। শ্রীযুক্ত সরকার একখানি সু-প্রশস্ত লাল ভেলভেট মণ্ডিত টেব্‌লের সম্মুখে বসিয়া কাজ করিতেছেন। টেব্‌লের দুপাশে অলঙ্কারাদি ওজন করিবার ছোট ছোট তুলাদণ্ড গ্লাস কেসে আবদ্ধ। কয়েকটি সোনা রূপার বার ও চাকতি টেব্‌লের ওপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত সরকারের বয়স পঞ্চাশেরও উর্দ্ধে। তাঁহার দেহবর্ণ গৌর ও মস্তকের সমস্ত চুল শুভ্র হইয়া গিয়াছে। পরণে তাঁহার শান্তিপুরে কোঁচান কালোপাড় ধুতি ও সাদা ফতুয়া। চোখে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা। সবে মিলিয়া তাঁহার চেহারায় একটি শান্ত, সৌম্য ও ক্লান্তভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের দেওয়ালে ব্রাকেটের ওপর একটি সাদা গলাবন্ধ লম্বা কোট ও লাঠি ঝুলিতেছে। টেব্‌লের নীচে রক্ষিত আলবোলার নল তাঁহার বাম হস্তের মুষ্টিতে আবদ্ধ—মধ্যে মধ্যে তিনি তাহা হইতে ধূমপান করিতেছেন)।

(সহরের ধনী চিত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হরেন মহলানবিশ প্রবেশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মহলানবিশ একজন বিশিষ্ট খরিদ্দার। দৈর্ঘে, প্রস্থে, ধারালো গোঁফে এবং কুঞ্চিত কেশে তিনি একজন দেখিবার মতো পুরুষ। তাঁহার বয়স চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ)।

সরকার। (আগ্রহের সহিত) আসুন! আসুন! শ্রীযুক্ত মহলানবিশ, বসুন। (কাজ রাখিয়া) অনেকদিন যে আপনাকে এদিকে দেখিনি। আসুন! (তিনি সোনার সিগারেট কেস্‌ মহলানবিশের দিকে আগাইয়া ধরিলেন।)

মহলানবিশ। (ধীরে সুস্থে সিগারেট ধরাইয়া) দেখবেন কি করে বলুন,

দেখা দেবার সময় কোথায়? সারাক্ষণ কাজ! কাজ! আর কাজ! এই ছবির ব্যবসা ফেঁদে যে কি ফ্যাসাদেই পড়েছি মশায়, সে আর কি বোঝব। এক মুহূর্ত্ত যদি একটা মানুষ এতে ফুরসৎ পায়।

সরকার। কেন সেজন্য তো আপনার পরিচালকবৃন্দ রয়েছেন।

মহলানবিশ। পরিচালকবৃন্দ! ও পরিচালকদের কথা আর বলবেন না। যত সব মসীজীবিকে নিয়ে কি আর অর্থজীবি হওয়া চলে মশায়। তাঁরা সব এক একজন সাহিত্যিক, লেখক, কেউ বা ভাবুক। তাঁদের চোখের একটু আড়াল হয়েছি কি অমনি তাঁদের নব নব উদ্ভট সব ভাবের তুফানে আমার হাজার হাজার টাকার কালোবাজারে কেনা Raw film একেবারে মাটি। আরে বাবা, উপন্যাসে, নাটকে ভাব ফোটাস বলে কি ছবিতেও তাই করবি নাকি। পয়সা দিয়ে তোদের ওসব বড় বড় বুলি শুনবে কে? তার জন্যে তো স্কুল রয়েছে, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। আপনিই বলুন না, আমাদের দেশের লোক, তারা সমস্তদিন অফিস করে বাড়ীতে মর্ম্মান্তিক করুণ রসে জর্জ্জরিত হয়ে, খবরের কাগজে বড় বড় নেতাদের বিরাট বিরাট ভবিষ্যৎ পরি-কল্পনার বুলি শুনে সন্ধ্যাবেলা আবার চিত্রালয়গুলিতেও সে সবের প্রতিধ্বনি শুনতে চাইবে কেন? তখন বেশ একটু হাস্যকৌতুক, নাচগান আর সব কিছুর মাঝখানে খানিকটা জমাট পিরীতের ব্যাপার। ব্যাস, তাহলেই ছবি মাৎ। কিন্তু এঁরা সে সব শুনবেন না। এঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে পরাজয়ের সমস্ত গ্লানিটুকুর শোধ এই ছবির মধ্যে দিয়েই তুলতে চান।

সরকার। (গড়গড়ায় বার কয়েক টান দিয়া) হুঁ, পরিচালকদের নিয়ে আপনি তা'হলে বিপদে পড়েছেন দেখছি।

মহলানবিশ। আরে মশাই, শুধু কি এক পরিচালকদের নিয়ে, সে হলেও তো রক্ষে ছিলো। যাদের নিয়ে ছবি তুলবেন সেই অভিনেতা, অভিনেত্রীদের

পর্য্যন্ত পাওয়া দায় হয়েছে। যারা এতকাল আমসত্ত্বের মতো মুখ করে ষ্টুডিওর আশেপাশে দিনরাত্ত ঘুরে বেড়াতো এখন দুবেলা পায়ে তেল মালিশ করেও তাঁদের মন পাচ্ছি না।

সরকার। হঠাৎ অতটা পরিবর্ত্তনের কারণ কি ? ওসব দিকে আজকাল কেও এগুচ্ছে না নাকি ?

মহলানবিশ। এগুবে না কেন ? হাজারে হাজারে এগুচ্ছে, লাখে লাখে এগুচ্ছে কিন্তু এগুলে কি হবে, তাদের চেয়ে ফিল্ম কোম্পানীর সংখ্যা যে এগিয়ে গেছে অনেক বেশী। যে যেখানে ছিলো, রামা, শ্যামা, যেদো, মেধো সব যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে ফুলে একে একে চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর ফেটে পড়ছে। কিন্তু যুদ্ধে আপনার মুদ্রার স্ফীতি ঘটলেও প্রতিভার তো আর স্ফীতি ঘটেনি বরং সঙ্কুচিত হয়েছে। চিত্র প্রতিষ্ঠান তো গজিয়েছে অনেক এই বাজারে কিন্তু কটা লোকের মধ্যে সত্যিকারের অভিনয় প্রতিভা গজিয়েছে বলতে পারেন। ওরই মধ্যে যাঁরা আবার একটু ভালো অভিনয় করেন তাঁরা অহঙ্কারের শিকেয় উঠে বসে আছেন! যে সর্ব্বোচ্চ দাম হাঁকতে পারবে সেই তাঁকে সেখান থেকে নাবাতে সক্ষম হবে। আমরা আগেকার মানুষ এই প্রতিযোগিতায় একেবারে মারা গেছি বল্লেও চলে। তা যাক্‌গে, সে সব দুঃখের কথা, এখন কি জন্য এসেছি তাই শুনুন।

(তিনি সিগারেটটি ছুঁড়িয়া দিলেন)

সরকার। বলুন।

মহলানবিশ। একখানা চমৎকার ডিজাইনের হীরার নেকলেস চাই। আমার ইচ্ছা কতকগুলো বেশ ভালো নেকলেস দিয়ে আপনার একজন বিশ্বাসী লোককে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন—যাঁর জন্য নেকলেস তিনি একখানা পছন্দ করলেই বাকিগুলো ফেরৎ দিয়ে দেবো।

সরকার। বেশ, বেশ, আমি এক্ষুনি সে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। (কলিং বেলে চাপ দিলেন) আমার লোক আপনার বাড়ীতে যাবে তো ?

মহলানবিশ। আরে রামঃ! রামঃ! এতক্ষণ তবে শুনলেন কি মশাই, আর আমিই বা এত বক্তৃতা দিলুম কিজন্য? সহরের এক খ্যাতনামা অভিনেত্রীকে আমার নূতন বইএ নাবাতে বহু কষ্টে রাজী করিয়েছি, কিন্তু ষ্টুডিওতে তাঁকে বরণ করে আনবার জন্য প্রথমেই চাই একখানি হীরার নেকলেস।

(চাপরাশী আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল)

সরকার। ছোটবাবুকে ডেকে দাও। (চাপরাশীর প্রস্থান ও ছোট ভাই বিশ্বনাথ বাবুর প্রবেশ) বিশ্বনাথ, নূতন ডিজাইনের কয়েকখানি ডায়মণ্ড নেকলেস নিয়ে এসো তো। (বিশ্বনাথের প্রস্থান)

মহলানবিশ। (পুনরায় সিগারেট ধরাইয়া) হ্যাঁ, আপনাদের যা সবচেয়ে ভালো তাই দেবেন, কারণ এঁদের চিত্তবিনোদন করা যে কি কঠিন ব্যাপার তা আপনি বুঝতে পারবেন না অথচ না করলেও উপায় নেই—বেঁকে বসলে ছবিটাই কানা হয়ে যাবে।

সরকার। সেজন্য ভাববেন না, আপনার সঙ্গে খুব সেরা জিনিষই আমি পাঠাচ্ছি। এই যে—(বিশ্বনাথ বাবু চার পাঁচটি লাল, নীল, সবুজ নেকলেসের কেস্ লইয়া প্রবেশ করিলেন। অরবিন্দ সরকার সেগুলি তাহার হাত হইতে লইয়া শ্রীযুক্ত মহলানবিশের সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন) এগুলো সবই আমাদের লেটেষ্ট ডিজাইনের।

(শ্রীযুক্ত মহলানবিশ নেকলেসগুলি দেখিতে যাইবেন এমন সময় অন্যতম চিত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মুলুক চাঁদজী ঢনঢনিয়া একজন সুন্দরী অভিনেত্রী সুপ্রভা দেবীকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া শ্রীযুক্ত মহলানবিশের মুখখানি একেবারে চুপসাইয়া গেল। তিনি স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।)

ঢনঢনিয়া। নমস্তে! নমস্তে! জহুরি সাহাব। (সহসা মহলানবিশকে দেখিয়া) আরে মহলানভীস্ দাদা ভি এখানে, তারপোরে দাদা বেশ ভালো তো—

সুপ্রভা। (মহলানবিশকে দেখিয়া) নমস্কার! শ্রীযুক্ত মহলানবিশ।

সরকার। বসুন, বসুন শেঠজী। কি চাই বলুন?

ঢনঢনিয়া। আরে যা চাই, সে তো আপুনি আগেই এখানে সাজাইয়ে রাখিয়েসেন। দেখো তো সুপ্রভা দেবী এ হীরাকে হার তুমার পসন্দ হোয়। (সুপ্রভা দেবী নেকলেসগুলি দেখিতে দেখিতে একখানি হাতে তুলিয়া ধরিলেন।)

ঢনঢনিয়া। ঔটি পসন্দ হইয়েসে, আরে পরিয়ে ফেল। (সুপ্রভাদেবী নেকলেস পরিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ঢনঢনিয়া নিজেই পরাইয়া দিলেন।)

সুপ্রভা। (নেকলেস পরিয়া) আপনি আমায় ক্ষমা করবেন শ্রীযুক্ত মহলানবিশ। (মহলানবিশ নীরব রহিলেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল কেও যেন সপাসপ্ তাঁহাকে চাবুক মারিয়াই চলিয়াছে এবং তিনি নীরবে সহ্য করিতেছেন।)

ঢনঢনিয়া। বাঃ, খুব খপ্সুরৎ হইয়েসে। মহোলানভীশ দাদা কি বোলে?

মহলানবিশ। হুঁ, টাকায় কি না খপ্সুরৎ হয় শেঠজী, আপনি নিজেও তো কম খপ্সুরৎ হন্ নি।

ঢনঢনিয়া। (কথার ইঙ্গিত বুঝিতে না পারিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, তা বেশ, তা বেশ (সরকারের প্রতি) এ হারের দাম কতো আছে?

সরকার। (নেকলেস দেখিয়া) মাত্র তিন হাজার দুশো তেত্রিশ টাকা।

ঢনঢনিয়া। (পকেট হইতে চেক বহি বাহির করিয়া লিখিলেন ও সরকারকে দিলেন) আচ্ছা চলি, নমস্তে, চলি মহলানভীশ দাদা, নমস্তে।

সুপ্রভা। নমস্কার। শ্রীযুক্ত মহলানবিশ।

(উভয়ের প্রস্থান)

সরকার। এই নেকলেসগুলো তবে আপনি নিয়ে যান শ্রীযুক্ত মহলানবিশ।

মহলানবিশ। (উত্তেজিতভাবে) সব দেখে শুনে কেন যন্ত্রণা দিচ্ছেন সরকার মশায়। দেখলেন তো আমার নাকে ঝামা ঘসে দিয়ে ঐ শালা মারোয়ারীর পুত্ নেকলেস পরিয়ে নিয়ে চলে গেলো। গেলো ফস্কে, কি আর হবে। আমাদের মত ভদ্রলোকের এসব ব্যবসা ছেড়ে দিতে হবে। এই ঢনঢনিয়া মারোয়ারীকে যুদ্ধের একবৎসর আগে পর্য্যন্ত আমি টালিগঞ্জের মোড়ের একটা দোকানে ফুলুরি ভাজতে দেখেছি। আজ সে কোটি টাকার মালিক। না, চল্লুম, মন মেজাজ বড় খারাপ হয়ে গেলো—আবার গিয়ে কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে। নমস্কার।

(বেগে প্রস্থান)

(শ্রীযুক্ত সরকার নেকলেসের বাক্সগুলি গুছাইতেছেন, কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। স্যার, একজন মহিলা অনেকগুলি গয়না বাছাই করে ওঁর সঙ্গে বাড়ীতে যেতে বলছেন, সেখানে গয়নাগুলি সকলের পছন্দ হলে দাম দেবেন। এবিষয়ে তাঁকে আপনার সঙ্গে কথা কইতে বলেছি, নিয়ে আসবো তাঁকে ?

সরকার। (ব্যস্তভাবে) নিয়ে এসো। নিয়ে এসো। এতে জিজ্ঞাসা করবার কি আছে।

(কর্ম্মচারী বাহিরে গেল ও অল্প পরেই ১ম দৃশ্য বর্ণিত তরুণীকে প্রবেশ করিতে দেখা গেলো। তাহাকে দেখিবামাত্র অরবিন্দ সরকার সহসা চমকাইলেন এবং পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া অপলক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। স্বপ্নের আভাব তাঁহার মুখে পরিস্ফুট হইল। এইরূপ বিহ্বলতায় তিনি তরুণীকে সম্ভাষণ করিতে ভুলিয়া গেলেন।)

তরুণী। (সরকারের ব্যবহারে বিস্মিত ও বিচলিতভাবে) আপনিই কি এই গয়নার দোকানের মালিক!

সরকার। (স্বল্প বিহ্বলতা কাটাইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই। আপনি বসুন, বসুন।

তরুণী। দেখুন, আপনাদের এখানে আমি কতকগুলো গয়না choice করেছি কিন্তু আমার পছন্দটাই সব নয় বলে যদি আপনারা কেও একজন গয়নাগুলো নিয়ে আমাদের বাড়ীতে আসেন তবে সকলের পছন্দমত গয়না রেখে বাকীগুলো ফেরৎ দেবো।

(অরবিন্দ সরকার তরুণীব বাহুতে কাটা দাগ লক্ষ্য করিলেন এবং কি যেন ভাবিয়া তাঁহাব মুখ ক্রমশঃ যন্ত্রণাকাতব হইয়া উঠিল—বহু কষ্টে তিনি নিজেকে দমন কবিলেন কিন্তু তরুণীব দিকে চাহিতেই একটা অহেতুক অন্ধ স্নেহেব ভাব তাঁহাব মুখে পবিস্ফুট দেখা গেল।)

তরুণী। (সরকারের নীরবতায় অধীরভাবে) অবশ্য আপনাদের এরূপ ব্যবস্থা আছে কি না জানি না, যদি না থাকে—

সরকার। (লজ্জিতভাবে) না, না, ব্যবস্থা আছে বৈকি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। (তিনি কলিং বেলে চাপ দিলেন ও সেই সঙ্গে কর্ম্মচারী প্রবেশ করিল) যে অলঙ্কারগুলি ইনি পছন্দ করেছেন সেগুলো এখানে নিয়ে এসো, হ্যাঁ, আর বিশ্বনাথ বাবুকে একবার পাঠিয়ে দাও।

কর্ম্মচারী। স্যার, বিশ্বনাথ বাবু এইমাত্র বাইরে গেলেন।

সরকার। আচ্ছা, গয়নাগুলো নিয়ে এসো। (কর্ম্মচারীর প্রস্থান)

তরুণী। আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

সরকার। মনে করবার কি থাকতে পারে, বলুন।

তরুণী। আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন আমায় চেনেন কিন্তু তা প্রকাশ করতে চাইছেন না। আমি কিন্তু জীবনে কখনো আপনাকে দেখিনি।

সরকার। (পূর্ব্বেকার সমস্ত ভাব সম্বরণ করিয়া একান্ত বিভ্রান্তভাবে) হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও আমার একটু ভুল হয়ে গেছে, আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। আপনারই মতো দেখতে আমার এক নিকট আত্মীয়া বহুকাল আগে মারা গেছেন, আজ হঠাৎ তাঁর কথাই আমার মনে পড়ে গেলো, অবশ্য—যাক্ সে কথা। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এরূপ ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কি বলুন? (কর্ম্মচারীর গয়নাগুলি লইয়া প্রবেশ) এই যে আপনার গয়নাগুলো এসে গেছে। অনেক টাকার গয়না পছন্দ করেছেন দেখছি।

কর্ম্মচারী। হ্যাঁ স্যার, সমস্ত গয়নার মোট দাম আশী হাজার টাকা।

সরকার। (কর্ম্মচারীর প্রতি) বিশ্বনাথবাবু ফিরেছেন?

কর্ম্মচারী। আজ্ঞে না, তিনি ফেরেন নি।

সরকার। আচ্ছা, তুমি যাও। (চিন্তিতভাবে তরুণীর প্রতি) আপনার সঙ্গে আর কেও এসেছেন?

তরুণী। না, কেবল আমার ড্রাইভার বাইরে গাড়ীতে অপেক্ষা কচ্ছে। এত টাকার গয়না নিয়ে যেতে কি আপনাদের কোন আপত্তি আছে?

সরকার। আপত্তি থাকবে কেন? আপনি এত টাকার গয়না কিনবেন আর দোকানদার হয়ে আমার তাতে আপত্তি থাকবে? তা না, আমি ভাবছি যার তার হাত দিয়ে গয়নাগুলো পাঠাই কি করে। আমার নিজের ভাই তিনিই সচরাচর এসব কাজে যান অথচ বর্ত্তমানে তিনি অনুপস্থিত। তিনি কখন ফিরবেন ততক্ষণ তো আপনাকে বসিয়ে রাখতে পারি না।

তরুণী। বেশ, আজ যদি না হয় পরে আসবো। (উঠিয়া দাঁড়াইল)

সরকার। না উঠবেন না, অনন্যোপায় হয়ে আমাকেই যেতে হবে। আপনাদের মতো খদ্দেরকে দোকান থেকে ফেরাতে পারি না। আপনি গাড়ীতে গিয়ে পাঁচ মিনিট বসুন, আমি প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছি।

তরুণী। আচ্ছা, আসুন। (প্রস্থান)

(সরকার তাঁহার ভাবাবেগ কর্ত্তৃক পুনরায় আক্রান্ত হইলেন। তিনি চাবি দিয়া ড্রয়ার খুলিয়া একটি ফটো বাহির করিলেন।)

সরকার। (ফটো দেখিতে দেখিতে আপনমনে) একেবারে হুবহু তারই মতো, এ যেন ঠিক সেই, এতটুকু পার্থক্য কেও ধরতে পারবে না। কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব। মানুষের চেহারায় কি এতখানি মিল থাকে? তবে কি সেই শিশু? কে মানুষ করে তুললো? সে যে আবর্জ্জনা, সমাজের দুর্গন্ধ! হাতে কাটা দাগ! না, না আমার মনের ভুল, মনের ভুল।

(তিনি ফটোটি রাখিয়া দিলেন ও ব্রাকেট হইতে কোট লইয়া পরিলেন, গয়না হাতবাক্সে ভরিয়া লাঠি হাতে বাহির হইয়া গেলেন।)

তৃতীয় দৃশ্য

(ডাঃ সুবিমলের উপবেশন কক্ষ। ঘরের মধ্যস্থলে একটি সোফায় বসিয়া সুবিমল তাঁহার সহকারীদ্বয় রনেন ও অমলের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। তাঁহার সম্মুখের টিপয়ে চায়ের পেয়ালা ও সংবাদপত্র রহিয়াছে।)

ডাঃ সুবিমল। (চিন্তিতভাবে) সত্যই দিন দিন ওকে আমি যতই দেখছি ততই আশ্চর্য্য বোধ কচ্ছি।

রনেন। উন্মাদের যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা তার সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যই প্রতিদিন ওর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। এই কারণে আমাদের কোন সূত্রই রোগের আসল কারণ খুঁজে বার করতে সক্ষম নয়।

অমল। তাই যদি হয়, সর্ব্বপ্রকার পাগলের বিশেষত্বগুলি যদি একই লোকের মধ্যে দেখা যায় তবে তো সে ব্যক্তি আমাদের একটি মূল্যবান গবেষণার বিষয়।

ডাঃ সুবিমল। সে কথা আমি মনে করি না। মনোবিশ্লেষণের যেমন একটা সীমা আছে মানসিক জটিলতারও একটা সীমা আমাদের তেমনি তৈরি করে নিতে হয় এবং তা না করলে চিকিৎসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লোকনাথ সেই জটিলতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। অমল যে গবেষণার কথা বললে লোকনাথকে নিয়ে সেরূপ গবেষণা আমরা আরম্ভ করতে পারি না।

অমল। কেন পারি না বলুন।

ডাঃ সুবিমল। (হাসিলেন) পারি না এইজন্য ; আমাদের এবং আমাদের পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণা পর্য্যন্ত লোকনাথকে পাওয়া যাবে না। অতি সহজ একটা কথা—একই মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হলেও আমরা তাকে সুস্থ করে তুলতে পারতুম যদি এই বৈচিত্র্যগুলি পরস্পরবিরোধী না হোত। একটা পরস্পরবিরোধী বৈচিত্র্যের গবেষণা করতেই আমাদের জীবন কেটে যাবে—লোকনাথও মারা পড়বে। আমাদের পরবর্ত্তীরা এই গবেষণা বাঁচিয়ে রাখবেন যাকে কেন্দ্র করে তেমন লোক জুটবে না। আমাদের পরিশ্রম বৃথা হবে।

রনেন। লোকনাথের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বৈচিত্র্যের অভাব নেই। এক এক সপ্তাহে তার এক এক অবস্থা। কখনও সে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ, কখনো কবি—সে সময় অনর্গল কবিতা মুখে মুখে সৃষ্টি করতে পারে, কখনো দার্শনিকের মতো বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাতেই মশগুল। মাঝে মাঝে আবার রাজনৈতিক নেতাদের মতো দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেয়। কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই একটা অসংলগ্নতা, একটা বিশেষ নূতন কিছু লক্ষ্য করা যায়। এমনও তো হতে পারে ডাঃ রায়চৌধুরি ও একটা বিরাট প্রতিভা বিকাশের পথে সহসা তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

ডাঃ সুবিমল। সেরূপ হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য হতো না যদি তার সমস্ত লক্ষণের মধ্যে একটা কৃত্রিমতা না প্রকাশ পেতো।

অমল। কৃত্রিমতা! আপনি কি বলতে চান লোকনাথের সমস্ত পাগলামিই—

ডাঃ সুবিমল। না, তার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্তে আমি এখনো উপনীত হতে পারি নি, একটা সন্দেহ শুধু আমার মনে জেগেছে এবং সেইদিকেই আমি আমার গবেষণা সুরু করেছি। এ বিষয়ে আমি অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি। আশা করি একদিন তাকে সুস্থ মানুষরূপে প্রমাণ করতে পারবো।

অমল। এ যদি প্রমাণ হয় তবে সেই সঙ্গে এটুকুও প্রমাণিত হবে যে তার বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সমস্তই অভিনয় এবং এরূপ অভিনয়ের উদ্দেশ্য কি হতে পারে ?

ডাঃ সুবিমল। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি আজও চিন্তা করিনি। আমার গবেষণা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে প্রশ্ন করলেও কোন উত্তর পাবে না। অবশ্য আমার এই সন্দেহ একটা mere assumption, অনুমান মাত্র, এ সত্য নাও হতে পারে।

প্রঃ তরফদার। (দ্বারের বাহির হইতে) May I come in Dr. Roychowdhuri ?

ডাঃ সুবিমল। (প্রফেসার তরফদারকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) By all means. আসুন, আসুন স্যার ; আমার কি সৌভাগ্য !

(প্রফেসার তরফদাব আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রফেসাব তবফদাবের বয়স ষাটের কাছাকাছি। তাঁহার পরণে স্যুট, মাথায় সাদা চুল মাঝখানে চেরা। মুখে দার্শনিকের মত দাড়ী ও গোঁফ। গলার ওপর কালো সুতায় একখানি মনোকল ঝুলিতেছে। তাঁহার চোখ মুখ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে। প্রঃ তরফদার একজন অদ্ভুত মনোভাবাসম্পন্ন

দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক বলিয়া বিখ্যাত। ইনি সারাজীবন বহুদেশে যথা জার্ম্মানী, আমেরিকা ও চীনে দর্শনেব অধ্যাপনা করিয়া বর্ত্তমানে শেষ বয়সে দেশে আসিয়া কতকগুলি রহস্যময় মানসিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া গবেষণা করেন বলিয়া প্রচারিত। প্রঃ তরফদারের এক হাতে সংবাদ পত্র, অন্য হাতে লাঠি ও পশ্চাদনুসরণ রত এক মিশমিশে ভয়ঙ্কর আকৃতির কুকুরের গলার চেন।)

প্রঃ তরফদার। আমি তোমায় অভিনন্দন, সেই সঙ্গে আমার আশীর্ব্বাদ জানাতে এসেছি সুবিমল। তুমি ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রধান মানসিক চিকিৎসকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছো। জার্ম্মানীতে এক বৎসরের জন্য তুমি আমার ছাত্র ছিলে—আজ তুমি জয়ী হয়েছ, দেশের লোক তোমার মত পণ্ডিত পেয়ে ধন্য হয়েছে। (বলিতে বলিতে তিনি উপবেশন করিলেন, কুকুরটি তাহার পায়ের কাছে বসিল।) আজ আমার মুখ উজ্জ্বল হওয়া উচিত ছিল কিন্তু—যাক সে কথা বলতে আসিনি, সে কথা বোলব না। (তিনি ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে দেখিতে ঘরের চারদিক ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন।)

ডাঃ সুবিমল। কেন স্যার? আমি কি কোনদিন আপনাকে অস্বীকার করেছি?

প্রঃ তরফদার। (হাসিলেন) কোনদিন স্বীকার করতেও তো পারনি সুবিমল। আমার বড় দুঃখ হয়—আমি বৃথাই এ দেশে ফিরে এলাম। বিদেশে আমার অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে তুমিই ছিলে একমাত্র ভারতীয়, তোমার ওপর আমার অনেক আশা ছিল; ভেবেছিলুম আমার অসমাপ্ত গবেষণার ভার তোমার উপরেই ন্যস্ত করে যাব কিন্তু আমার মতবাদকে তুমি ব্যঙ্গ করেছো, এমন কি তোমার বহু প্রবন্ধে আমায় fanatic ও পাগল বলে অভিহিত করতেও সঙ্কোচ বোধ করনি। অবশ্য সেজন্য তোমার চেয়ে তোমার মতবাদই দায়ী বেশী।

ডাঃ সুবিমল। আপনাকে পাগল বলে অভিহিত করবার মতো দুঃসাহস আমার কোনদিন হয়নি স্যার, আমি কেবল আপনার গবেষণাকে এদেশে, শুধু এদেশে কেন, বর্ত্তমান মানুষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, পৃথিবীতে এ শুধু নিরথক হবে, একে সাহায্য করতে কেও এগিয়ে আসবে না।

প্রঃ তরফদার। আসবে। আসবে যদি আমি একটিও তেমন মানুষ সৃষ্টি করতে পারি। যদি একটিও দু'মাসের শিশুকে আমার গবেষণাগারে নিয়ে গিয়ে যে কোন মানুষে, শিল্পী বা গায়কে বা দার্শনিকে পরিণত করতে পারি। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন অজস্র অর্থ, বিরাট গবেষণাগার, বহু প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তবুও আমি নিরাশ হবো না, আমার সমস্ত শক্তি, ন্যায় অন্যায় সমভাবে প্রয়োগ করে আমি আমার লক্ষ্যে পৌছুবার চেষ্টা করবো।

ডাঃ সুবিমল। আপনার সাধনাকে আমি মনে মনে চিরকাল শ্রদ্ধা করবো কিন্তু তাকে কোনদিন গ্রহণ করতে পারবো না—সেজন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আপনি মানুষকে, শিশুরূপী মানুষকে ইচ্ছামত গড়ে তুলতে চান আর আমি চাই পুরাতন মানুষকে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণ সুস্থ মনোভাবাসম্পন্ন মানুষে পরিণত করতে। আমার কাজের প্রয়োজন আপনার চেয়ে আগে। সংস্কার না হলে আপনি সৃষ্টি করবেন কোন্ উপাদানে। আপনার ইচ্ছামত সৃষ্ট মানুষ আপনারই গবেষণাগারে সুস্থ থাকবে কিন্তু যেদিন তাকে আপনি স্বাধীনভাবে জগতের সামনে ছেড়ে দেবেন সেদিনই সে বিভ্রান্ত মানব-সমাজে আপনার সৃষ্ট মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। আপনার সমস্ত সাধনা বিফল হবে।

প্রঃ তরফদার। আজ আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি সুবিমল, তর্ক করে আমি তোমার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারবো না।

আজ আমি তোমায় শিষ্যরূপে না পেলেও তোমায় সহানুভূতি আশা করি। তোমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। তুমি আসবে একদিন আমার ওখানে, আমি তোমায় দেখাব আমার কার্য্যপদ্ধতি। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ সমালোচক, তোমার সঙ্গে আলোচনা করে আমি অত্যন্ত সুখী হবো।

ডাঃ সুবিমল। আপনার এ নিমন্ত্রণ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলুম।

প্রঃ তরফদার। বেশ, বেশ, আমি এখন চলি তা'হলে, (তিনি ঘড়ি দেখিয়া উঠিয়া পড়িলেন) আমার ওখানে একদিন আসতে অবহেলা করো না কিন্তু—Good by, Cheer you boys. (তিনি কুকুর ও লাঠি লইয়া সদর্পে বাহির হইয়া গেলেন)।

ডাঃ সুবিমল। রনেন, তুমি যে বিরাট প্রতিভার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার কথা বলছিলে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত একটি আমাদের এই প্রঃ তরফদার। এই প্রফেসার তরফদার বিদেশে এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে তাঁর নামে হাজার হাজার শ্রোতা এসে জুটতো বক্তৃতা শোনবার জন্য। দর্শন ও মনস্তত্ত্বের কঠিন সমস্যাগুলি তিনি এমন নিপুণ অথচ সহজভাবে বোঝাতেন যে একবার শুনলে সাধারণ লোক সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো। Dr. Freud একদিন তাঁর বক্তৃতা শুনে এসে বলেছিলেন—'চৌধুরি, প্রঃ তরফদার সত্যই একজন দার্শনিক।'

রনেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনোভাব এমন বিকৃত হলো কেমন করে ?

ডাঃ সুবিমল। আমরা দেখছি বিকৃত হয়েছে। তাঁর ধারণা তিনি মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য এক বিরাট সাধনায় আত্মবলি দিয়েছেন। Watson সাহেবের Behaviourism বা ব্যবহারবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনে মানুষকে নিজের ইচ্ছামত সৃষ্টি করবার আশা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়। সমস্ত মানসিক

শক্তিকে তিনি এখন এই একটি বিষয়ের সাধনায় নিয়োগ করেছেন। এতেও ক্ষতি ছিলো না কিন্তু তিনি ঐ নিয়ে এমন পাগল হয়েছেন যে কোনরূপ সমালোচনা, যুক্তি, তর্ক তাঁর কাছে হার মেনেছে এবং তিনি যে বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিই যে তাঁর একমাত্র পাথেয় সেটুকু একেবারে ভুলে গেছেন।

অমল। তাঁর ব্যাক্তিত্বও অসাধারণ, দেখলে মনে বেশ ভয়ের সঞ্চার হয়।

রনেন। আবার সঙ্গে ঐ ভীষণ-দর্শন কুকুর।

ডাঃ স্থবিমল। প্রঃ তরফদারের ঐ কুকুরটি অত্যন্ত প্রিয়। এক সময় তিনি হিপ্নোটিজম্, মেস্‌মেরিজম্, স্পিরিচুয়েলিজম্ নিয়ে চর্চ্চা করতেন এবং এই কুকুরটির ওপরই তাঁর বিস্তার পরীক্ষা চলতো। তাছাড়া he believes in mysticism also.

(নার্সের প্রবেশ)

নার্স। মিস্ সরকার নামে একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন

ডাঃ স্থবিমল। মিস্ সরকার? (সহসা মনে পড়িতে) ও, তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

(নার্সের প্রস্থান)

রনেন। মিস্ সরকার কি আমাদের কোন নূতন patient নাকি?

ডাঃ স্থবিমল। না, তিনি নিজে patient নন্, তবে তাঁর একটি patientকে নিয়ে আসবার কথা আছে।

অমল। আমরা যাচ্ছি, লোকনাথকে লেবরেটারীতে নিয়ে গিয়ে একটু এনালাইস্ করা দরকার।

(রনেন ও অমলের প্রস্থান, বিপরীত দ্বার দিয়া মিস্ সরকার নাম্নী তরুণীর প্রবেশ)

তরুণী। নমস্কার!

ডাঃ সুবিমল। নমস্কার। বসুন।

(তরুণী তাহার হাতের হাতবাক্স চেয়ারের পাশে মেঝেতে রাখিতে যাইবে, ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার বলিলেন—"নীচে কেন? টেব্‌লের ওপরেই রাখুন।" তরুণী চমকাইয়া বাক্সটি টেবলের ওপর রাখিতে বাধ্য হইল। ডাক্তার তাহার সে চমক লক্ষ্য করিলেন না। তিনি তরুণীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একটা তীব্র চঞ্চলতা ও ব্যস্ততার ছাপ সারা মুখখানিকে ফ্যাকাশে করিয়া দিয়াছে। বহু কষ্টে তরুণী নিজেকে সংবরণ করিল।)

তরুণী। বাবাকে আজ আপনার কাছে নিয়ে এসেছি ডাঃ রায়চৌধুরি।

ডাঃ সুবিমল। নিয়ে এসেছেন, কৈ কোথায় তিনি?

তরুণী। বাইরে রোগীদের বসবার ঘরে তিনি অপেক্ষা কচ্ছেন। বহু কষ্টে সেখানে তাঁকে বসিয়ে রেখে এসেছি।

ডাঃ সুবিমল। তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে আপনাকে খুবই বেগ পেতে হয়েছে বুঝি?

তরুণী। সে কথা আর বলবেন না। এখন তাঁকে আপনার কাছে পৌঁছে দিয়ে আমি অনেক নিশ্চিন্ত বোধ কচ্ছি।

ডাঃ সুবিমল। বেশ ভাল কথা। প্রথমেই তাঁকে আমার একবার পরীক্ষা করা দরকার। আপনি ততক্ষণ আমার এই ঘরে বসে একটু অপেক্ষা করুন।

তরুণী। আপনার পাগল রোগীরা নিশ্চয়ই কেও এদিকে আসবে না।

ডাঃ সুবিমল। (আসন ত্যাগ করিয়া) না না সে ভয় নেই। তাদের তো কেবিনে বন্ধ করে রাখা হয়। কেবল একজন বাইরে থাকে এবং তাকে সুস্থ মানুষ বললেই চলে। আমি এক্ষুণি ফিরে এসে আপনাকে আমার পরীক্ষার ফলাফল জানাব।

(ডাক্তার ব্র্যাকেট হইতে সাদা ওভারল্ খানি পরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার যে দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন তাহার বিপরীত দ্বারের আড়াল হইতে লোকনাথ একবার উঁকি মারিল, একবার পেছনে চাহিল। তরুণী হাতবাক্স হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিল। সহসা লোকনাথকে উঁকি মারিতে দেখিল)

তরুণী। (চাপা গলায়) লোকনাথ বাবু, শীগগির আসুন।

লোকনাথ। (দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া) পেয়েছেন ?

তরুণী। (হাতবাক্স দেখাইয়া) হাঁা, এর মালিককে ডাক্তার পরীক্ষা করতে গেছেন—তাড়াতাড়ি এখন আমায় বেরুবার পথ বলে দিন।

লোকনাথ। কোন ভয় নেই। এই ঘর থেকে বেরিয়ে ঠিক ডান দিকে একটা সিঁড়ি দেখতে পাবেন। সিঁড়ি দিয়ে বরাবর তেতালায় চলে যাবেন—কেও কিছু বলবে না। তেতালার ছাতে ওঠবার মুখেই বাঁ পাশে একটা করিডর পাবেন, তা দিয়ে সোজা খানিকটা গেলে যে সিঁড়ি দেখতে পাবেন সেটা ধরে ওদিকের একতলায় নামবেন—নেবে দরজাটুকু পার হলেই উডেন স্ট্রীটে পড়বেন। গেটের সামনে আপনার ড্রাইভারকে মোটর নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখবেন। Now Look Sharp।

তরুণী। (হাতবাক্সটি শাড়ীর আঁচলে জড়াইয়া যাইতে যাইতে দোরের নিকট হইতে) আপনি সাবধানে থাকবেন, ডাক্তার আপনাকে সুস্থ মানুষ বলে সন্দেহ করতে পারেন।

লোকনাথ। ধন্যবাদ। Be Quick, কেও আসছে।

(তরুণীর দ্রুত প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়া ডাক্তারের সহকারী অমলের প্রবেশ)

অমল। আপনি কার সঙ্গে কথা কইছিলেন লোকনাথ বাবু ?

লোকনাথ। (উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া) কেও নেই কিনা তাই নিজের সঙ্গেই

একটু গল্প কচ্ছিলাম। এবার আপনি এসেছেন, ভালই হয়েছে। আসুন না একটু কাব্য আলোচনা করি।

অমল। (সন্দিগ্ধস্বরে) আপনি এখানে এসে একটি মেয়েকে দেখেন নি ?

লোকনাথ। না, না, কি বলছেন আপনি ? মেয়ে কোথায় ? একটা মরীচিকা, হয়তো বা আমার কাব্যলক্ষ্মী, আবছায়ার মত চকিতে এইমাত্র আমার চোখের সম্মুখ থেকে সরে গেলো।

অমল। (উত্তেজিত ভাবে) আপনাকে এঘরে আসতে কে বলেছিল ?

লোকনাথ। আপনি আমার এ ঘরে আসার কৈফিয়ৎ চান্ না ? পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন—আপনার কথার উত্তর আমি দিচ্ছি। (সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।)

অমল। লোকনাথ বাবু! শুনুন, শুনুন—(সে দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে এমন সময় রনেন আসিয়া প্রবেশ করিল।)

রনেন। কি হয়েছে অমল ? তোমায় এত উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন ?

অমল। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) রনেন, ডাক্তারের অনুমানই বুঝি বা সত্য।

রনেন। ডাক্তারের অনুমান! কি বলছো তুমি ? তোমার জন্য ডাক্তার অপেক্ষা করে আছেন আর এখানে তুমি ডাক্তারের অনুমান নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো। যে মেয়েটি এখানে এসেছিলেন তিনি কোথায় গেলেন ?

অমল। মেয়েটি নেই, কিন্তু এ ঘরে প্রবেশ করার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমি লোকনাথকে মেয়েটির সঙ্গে বেশ স্বাভাবিকভাবে কথা কইতে শুনেছি।

রনেন। সে আর এমন কি আশ্চর্য্য। মেয়েটির তো জানবার কথা নয় যে লোকনাথ পাগল। তিনি হয়তো কথা কয়েছিলেন এবং পরে বুঝতে পেরে ভয়ে পালিয়েছেন।

অমল। প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিলো কিন্তু তা নয়। ডাক্তারের অনুমান ও লোকনাথের বর্ত্তমান ব্যবহারের কথা আমি যতই ভাবছি ততই

আমার মনে হচ্ছে লোকনাথ পাগল নয়। অথচ এর মূলে কোন উদ্দেশ্যই খুঁজে পাচ্ছি না। আমার মাথা কেবলই গুলিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, বৃথা বাক্য ব্যয়ে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই। এসো, লোকনাথ কোথায় গেলো দেখি। সে আমায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বলে এই মাত্র বেরিয়ে গেল। আমার দৃঢ় ধারণা সে আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে কোন কারণে পালাবার চেষ্টা করবে।

(তাহারা গমনোদ্যত এমন সময় রিভলভার হস্তে লোকনাথের প্রবেশ)

লোকনাথ। লোকনাথ আপনাদের চখে ধূলো দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেনি। সে স্বশরীরে আপনাদের সম্মুখে বর্ত্তমান রয়েছে। এখন আপনারা দুজনে অনুগ্রহপূর্ব্বক এই রিভলভারের নলে চোখ দুটি আবদ্ধ করে গুটি গুটি লোকনাথের অনুসরণ করলেই সে বাধিত হবে।

বনেন। (ভয়বিস্ফারিত নেত্রে) লোকনাথ! Are you really mad ?

লোকনাথ। Shut up !

(বনেন ও অমল লোকনাথকে অনুসরণ করিতেছে, লোকনাথ পিছনে পা ফেলিয়া দুইজনের প্রতি দৃষ্টি ও রিভলভার উদ্যত রাখিয়া বাহিরে যাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দাও নামিয়া আসিতেছে।)

চতুর্থ দৃশ্য

(ডাক্তার সুবিমলের প্রথম অঙ্ক ১ম দৃশ্য-বর্ণিত নিজস্ব কক্ষ। ডাঃ সুবিমল অলঙ্কার বিক্রেতা অরবিন্দ সরকারকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে দুজন হৃষ্টপুষ্ট রক্ষী আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।)

ডাঃ সুবিমল। আপনি ঐ আরামকেদারাটায় বসুন।

সরকার। (উপবেশন করিয়া) এইটি বুঝি আপনার বসবার ঘর। তা বেশ, আপনার নাম আমরা কাগজে পড়েছি। সত্যই আপনার মত লোক আমাদের দেশের গৌরব।

(ডাক্তার কোন উত্তর দিলেন না, তিনি সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া স্থির দৃষ্টিতে সরকারের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে মন দিলেন।)

সরকার। আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার দোকানে উপস্থিত কেও নেই, ভেতরে কাউকে পাঠিয়ে একটু খবর নিলে ভাল হয়। তাঁরা গয়নাগুলো একটু শীগগির পছন্দ করলে আমিও তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি। (অধীরভাবে তিনি অল্প অল্প মেঝেতে লাঠি ঠুকিতে সুরু করিলেন)।

ডাঃ সুবিমল। (নিকটে আসিয়া সহসা সরকারের হাত হইতে লাঠিটা ছিনাইয়া লইয়া বিনীতভাবে) লাঠিটা আপনার ভাল জায়গায় রেখে দি কি বলুন ? (ডাক্তার লাঠিটা দ্বার প্রান্তে রক্ষীদের হাতে দিয়া দিলেন)।

সরকার। (বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে) কি আশ্চর্য্য ! লাঠিটা হঠাৎ আপনার এমন কি দোষ করলো, ওটাকে কোথায় পাঠালেন ?

ডাঃ সুবিমল। (নোটবুক লইয়া নোট করিতে করিতে) আপনার লাঠি যথাসময়েই পাবেন—সেজন্য চিন্তিত হবেন না।

সরকার। (উদ্বিগ্নভাবে) লাঠি চুলোয় যাক্ গে, কিন্তু আমার গয়নাগুলোর জন্য সত্যই এবার আমি চিন্তিত হয়ে উঠতে বাধ্য হচ্ছি। যে মেয়েটি আমার দোকান থেকে গয়না নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গে আপনার কি পরিচয় জানতে পারি কি ?

ডাঃ সুবিমল। আপনি বেশ ভাল করে মনে করবার চেষ্টা করুন, সত্যই কি কোনকালে আপনার গয়নার দোকান ছিল এবং সেখান থেকে কোন গয়না চুরি হয়েছিল ?

সরকার। (অধিকতর বিস্ময়ের সহিত) আপনি—আপনি কি বলছেন ? আমার গয়নার দোকান ছিল মানে—আমি তো আমার গয়নার দোকান থেকে এইমাত্র আপনার বাড়ীর একটি মেয়ের সঙ্গে প্রায় আশীহাজার টাকার গয়না নিয়ে এলুম। মেয়েটি আমায় বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে গয়নাগুলো বাড়ীতে অন্য সকলের পছন্দের জন্য ভেতরে নিয়ে গেলেন। এখন আপনি আমায় এ ঘরে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা কচ্ছেন—কোনকালে আমার গয়নার দোকান ছিল কিনা, আমার গয়না চুরি হয়েছিল কি না। এসবের মানে তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি দেশের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত যে এভাবে রসিকতা করতে পারেন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। যাইহোক, গয়না পছন্দ হয়ে থাকলে যা কিনবেন কিনুন, আমার গয়নার বাক্স ফিরিয়ে দিন।

(ডাক্তার সুবিমল সরকারের সমস্ত কথা নোট করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না,—সরকার অধীরভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।)

সরকার। কি মুস্কিল! আপনি অত লিখছেন কি ? আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন ? আমি জানতুম আপনি পাগলের চিকিৎসাই করেন, আপনি নিজেও যে পাগল সে কথা ভাবতে পারিনি।

ডাঃ সুবিমল। (স্থির দৃষ্টিতে সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া) আপনার ধারণা যে কেও আপনার গয়নার বাক্স নিয়ে এসেছে।

সরকার। আবার বলেন কেও! কেও কেটা নয় মশায়, এ বাড়ীরই একটি মেয়ে নিয়ে এসেছে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না? বাড়ীর ভেতর খোঁজ করে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন।

ডাঃ সুবিমল। (দৃঢ়কণ্ঠে) আপনি স্থির হয়ে বসুন। এখানে কেও আপনার গয়নার বাক্স নিয়ে আসেনি। এ বাড়ীতে কোন মেয়ে বাস করে না।

সরকার। কি অসম্ভব কথা! কোন মেয়ে বাস করে না? তবে যে মেয়েটি এইমাত্র আমায় বাইরের ঘরে বসিয়ে ভেতরে গেল, সে কে?

ডাঃ সুবিমল। আমি আপনাকে সবই বুঝিয়ে বোলব। আগে আপনি স্থির হয়ে বসুন।

সরকার। বলুন মশায়, শীগগির বলুন। আশী হাজার টাকার গয়নার বাক্স হাত ছাড়া করে কোন লোকই স্থির হয়ে বসতে পারে না।

ডাঃ সুবিমল। আপনি স্থির হয়ে না বসলে আপনাকে আমি কিছুই বোলব না।

সরকার। (বাধ্য হইয়া উপবেশন করিলেন) বেশ, তাই বসলাম, এখন বলুন।

(ডাক্তার কলিং বেলে চাপ দিলেন, একজন নার্স আসিয়া প্রবেশ করিল)

ডাঃ সুবিমল। (নার্সের প্রতি) এক গ্লাস ঠাণ্ডা লেবুর রস নিয়ে এসো।

সরকার। (লাফাইয়া উঠিয়া) দূর ছাই, নিকুচি করেছে আপনার নেবুর রসে। আগে আমার গয়নার বাক্স কোথায় বলুন, নইলে আমি পুলিশ ডাকবো, আমার দোকানে ফোন করবো।

(সহসা তিনি ডাক্তারের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া আতঙ্কগ্রস্তভাবে সম্মুখের তেপায়া টিপয়ের ওপর হইতে ফোনটি তুলিয়া ধরিলেন—সঙ্গে সঙ্গে একবার আড়-

চোখে ডাক্তারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন—কিন্তু ডাক্তার তাঁহাকে বাধা না দিয়া নির্ব্বিকারভাবে দেখিতে লাগিলেন।)

সরকার। (ফোনে) হ্যালো ! হ্যালো ! বড়বাজার থ্রি থ্রি জিরো ফাইভ। —হ্যালো ! কে বিশ্বনাথ ? বিশু, আমি বড়্দা, ১১০বি, লাউডন্ ষ্ট্রীট থেকে বলছি—মনোবৈজ্ঞানিক ডাক্তার সুবিমল রায়চৌধুরির বাড়ী থেকে।—হ্যাঁ একটা মেয়ের সঙ্গে এখানে গয়না নিয়ে এসেছিলুম। মেয়েটি বহুক্ষণ হো'ল আমায় বাইরে বসিয়ে গয়নাগুলো নিয়ে ভেতরে গেছে।—না কেও কোন সংবাদ দিচ্ছে না। এদের মৎলব হয়তো ভালো নয়। ডাক্তার ? হ্যাঁ ডাক্তার এইতো আমার সামনে বসে রয়েছে। (তিনি ডাক্তারের দিকে চাহিলেন—ডাক্তার উৎসাহিত ভাবে উঁহার কথাগুলি নোট করিয়া চলিয়াছেন)—না গয়নার বিষয় কিছুই বলছে না, দ্বারে দুটো গুণ্ডা খাড়া করে রেখেছে, আমার লাঠি কেড়ে নিয়েছে। বোধ হয় আমায় পাগল সাজাবার মৎলব। তুমি শিগগির পুলিশ নিয়ে এখানে চলে এসো। হ্যাঁ, খুব শিগগির। এসে আমায় দেখতে পাবে কি না সন্দেহ—খুব তাড়াতাড়ি—

(তিনি ফোন রাখিয়া দিলেন, ডাক্তারও লেখা বন্ধ করিলেন। নার্স লেবুর রস লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।)

ডাঃ সুবিমল। এইবার এই লেবুর রসটুকু খেয়ে ফেলুন।

সরকার। (তিনি ফোন করায় কাহারও মধ্যে কোনরূপ চঞ্চলতা লক্ষ্য না করিয়া কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন) প্রতি মুহূর্ত্তে আমি আপনার ব্যবহারে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনি কি আমায় সত্যই পাগল ভেবেছেন ? সত্যই কি আমার মানসিক বিকৃতি ঘটেছে ? (সহসা অনুনয়ের সুরে) ডাক্তার ! যে মেয়েটি গয়না নিয়ে এলো তার পরিচয় আমায় বলে দিন—আমি আপনাকে পুলিশের হাতে দেবো না। পুলিশ এলে তাদের আমি টাকা দিয়ে ফিরিয়ে দেবো। ডাক্তার !

নার্স। (সম্মুখে গিয়া) আগে এটা খেয়ে ফেলুন।

সরকার। (উত্তেজিতভাবে) না, খাব না। (তিনি গ্লাস লইয়া ছুঁড়িয়া দিলেন) আমায় পাগল সাজান আমি বার করে দেবো।

(ডাক্তারের ইঙ্গিতে দ্বারের নিকট অপেক্ষারত দুইজন রক্ষী আসিয়া সরকারকে ধরিয়া ফেলিল)

ডাঃ সুবিমল। ওঁকে আরামকেদারায় শুইয়ে একটু বাতাস কর। কোন কথার উত্তর দিয়ে বিরক্ত করো না—আমি ওঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা করে এক্ষুনি আসছি। (প্রস্থান)

(রক্ষীদ্বয় বলপূর্ব্বক অরবিন্দ সরকারকে কেদারায় শয়ন করাইল—নার্স বাতাস করিতে লাগিল)

সরকার। (শ্রান্ত-ক্লান্ত ও বিস্মিতভাবে) আমার মেয়ে! আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবে বলে গেল। আশ্চর্য্য! রহস্য যেন ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। সব কিছুই কি আমি ভুল দেখছি? না না নিশ্চয়ই এর পেছনে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র রয়েছে। কিন্তু সেই মেয়েটি! (নার্সের প্রতি) নার্স, তুমি সত্যি করে বলো সে মেয়েটি কে? ডাক্তারের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? চুপ করে রইলে, তুমিও উত্তর দেবে না? (হতাশ ভাবে) এ আমি কোথায় এলাম কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। (মুখে চোখে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিল।)

নার্স। আপনি অস্থির হবেন না। বরঞ্চ একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

সরকার। বটে! ঘুমবো! আমার হাজার হাজার টাকার গয়না চলে যাবে আর আমি পাগল সেজে নিশ্চিন্তে তোমার হাতের বাতাস খেতে খেতে ঘুমবো। ও সব চালাকি চলবে না, হয় আমি সবাইকে চুরির কেসে ফেলবো নয় নিজেই পাগল হয়ে যাবো।

(ডাক্তার সুবিমল ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন)

ডাঃ সুবিমল। আশ্চর্য্য! মিস্ সরকার, লোকনাথ, অমল, রনেন চারজনেই কি একসঙ্গে উধাও হোল? (নার্সের প্রতি) নার্স, তুমি অমল বা রণেন বাবুর সংবাদ জান?

নার্স। এখানে আসবার আগে তাঁদের আমি লেব্‌রটারিতে যেতে দেখেছিলাম।

ডাঃ সুবিমল। তারা লেব্‌রটারিতেও নেই। (তিনি ধীরে ধীরে অরবিন্দ সরকারের দিকে আগাইয়া আসিলেন, মনোযোগ সহকারে কিছুক্ষণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, অরবিন্দ সরকার রাগে গুম্ হইয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না, ডাক্তারের স্বর সন্দেহপূর্ণ) আপনি বলছেন, সত্যই বর্ত্তমানে আপনার গয়নার দোকান আছে? যদি থাকে সে দোকানের নাম আমায় বলতে পারেন?

সরকার। এতক্ষণে বুঝি মশায়ের চৈতন্য হয়েছে? এ কলকাতা সহরে আর, এস, সরকার এণ্ড সন্স, জুয়েলার্সের নাম কে না জানে? সেই প্রতিষ্ঠানের মালিক আমি অরবিন্দ সরকার। কাকে নিয়ে আপনি খেলা করছেন তা জানেন না। কিন্তু এখনো সময় আছে, সেই মেয়েটির পরিচয় বলুন, আমার গয়না ফিরিয়ে দিন, আমিও পুলিশকে ফিরিয়ে দেবো।

ডাঃ সুবিমল। (অত্যন্ত বিব্রতভাবে টেলিফোন গাইডের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন এবং ক্ষণপরেই ফোন ধরিলেন,) হ্যালো—বি, বি, থ্রি থ্রি জিরো ফাইভ। হ্যালো, আপনাদের বর্ত্তমান মালিককে চাই।—কি? তিনি বাইরে গেছেন? কোথায় গেছেন বলতে পারেন? অবহেলা করবেন না, বড্ড জরুরি কাজ। বলতে পারবেন না? ওঃ, তিনি কোন জায়গা থেকে ফোন করায় তাঁর ছোট ভাই থানায় গেছেন—আচ্ছা—(ডাক্তার বিস্মিত ও বিহ্বলভাবে ফোন রাখিয়া দিলেন। রক্ষিদের প্রতি) তোমরা ওঁকে

ছেড়ে বাইরে যাও। (সরকারের প্রতি) আপনি আমায় ক্ষমা করবেন শ্রীযুক্ত সরকার। আমি এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না!

(ডাক্তারের কথা শেষ না হইতেই বিশ্বনাথবাবু একজন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার ও দুইজন কনেষ্টবল্‌ লইয়া প্রবেশ করিলেন। কনেষ্টবল্‌ দুইজন ইন্‌স্‌পেক্টারের ইঙ্গিতে দরজা অধিকার করিয়া দাঁড়াইল।)

ইন্‌স্‌পেক্টার। (ডাক্তারের প্রতি) ব্যাপার কি স্যার?

ডাঃ সুবিমল। I am totally bewildered. কয়দিন পূর্ব্বে মিস্‌ সরকার নামে পরিচয় দিয়ে একটি মেয়ে আমার কাছে আসেন এবং তাঁর পিতার মানসিক চিকিৎসার ভার নিতে অনুরোধ করেন। পিতার রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেন তাঁর পিতার ধারণা কেও তাঁর গয়নার বাক্স নিয়ে পালিয়েছে। তিনি যাঁকে সামনে পান তাঁকেই গয়নার বাক্স পুনরুদ্ধারের জন্য অনুরোধ করেন। সেদিন মেয়েটিকে আমি তার পিতাকে সঙ্গে করে আনতে উপদেশ দিয়েছিলাম। আজ আমি যখন ভেতরে আমার বসবার ঘরে বসেছিলাম সেই সময় মেয়েটি এসে সংবাদ দেন তাঁর পিতা রোগীদের বসবার ঘরে অপেক্ষা কচ্ছেন।

সরকার। (ডাক্তারের কথা শেষ করিতে না দিয়া চিৎকার করিয়া) এসব বানানো কথা। এ সমস্তই ভণ্ডামি। আপনি বিশ্বাস করবেন না। যে মেয়েটির সঙ্গে আমি এখানে এসেছি সে আমার দোকান থেকে গয়না পছন্দ করে সেগুলি নিয়ে তার সঙ্গে এ বাড়ীতে আসতে অনুরোধ করে। আমাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে গয়নাগুলি বাড়ীর অন্য সকলের পছন্দের জন্য ভেতরে যায়। এদিকে ডাক্তার এসে বলপূর্ব্বক আমার লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে পাগল সাজাবার চেষ্টা করেন। বিপদে পড়ে আমি দোকানে ফোন করি।

ইন্‌স্‌পেক্টার। (সরকারের প্রতি) আপনি চুপ করুন। আপনার বক্তব্য আমরা পরে শুনছি।

বিশ্বনাথ। দাদা, আপনি একটু স্থির হ'ন। ডাক্তারের যা বলবার আগে বলতে দিন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। (ডাক্তারের প্রতি) তারপর স্যার ?

ডাঃ সুবিমল। আমি মেয়েটিকে আমার বসবার ঘরে অপেক্ষা করতে বলে শ্রীযুক্ত সরকারকে এ ঘরে নিয়ে এসে পরীক্ষা করি। ফিরে গিয়ে আমি মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না। সেই সঙ্গে আমার সহকারীদ্বয় ও পাগল রোগী লোকনাথকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্‌স্‌পেক্টার। রোগীদের বসবার ঘরে শ্রীযুক্ত সরকারকে তাঁর মেয়ের সাহায্য না নিয়েই চিনলেন কেমন করে ?

ডাঃ সুবিমল। প্রথমতঃ সেখানে তিনি একলা আমার রক্ষীদের পাহারায় ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আমি সেখানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমাকে গয়নার বাক্সের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মেয়েটির বর্ণনার সঙ্গে এর প্রতিটি symptom হুবহু মিলে যাওয়ায় চিনতে আমার দেরী হয়নি। তাছাড়া আমার রক্ষীরা—

(হন্তদন্তভাবে দারোয়ান আসিয়া প্রবেশ করিল)

দারোয়ান। (ব্যস্তভাবে) হুজুর !

(সকলে সেদিকে ফিরিলেন)

দারোয়ান। (ডাক্তারের প্রতি) হুজুর, তেতালাকা বাথরুম বাহারসে তালা বন্দ হুয় বাকি তাজ্জব্‌ কি বাৎ ভিতরসে কিসিকা আওয়াজ আরহাহে। উ হামকো রণেন বাবুকী গলেকা আওয়াজ মালুম হুয়া—চলিয়ে তুরন্ত খোল্‌কে দেখা যায়।

ডাঃ সুবিমল। (পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের প্রতি) আসুন, আসুন আমার সঙ্গে, সেখানে কাউকে পেলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো।

ইন্‌স্পেক্টার। চলুন, চলুন, ঘটনাটা অত্যন্ত রহস্যজনক ঠেকছে। (অরবিন্দ সরকার ও নার্স ব্যতিত সকলের দ্রুতপদে প্রস্থান। অরবিন্দ সরকার হতাশায় ও দুশ্চিন্তায় কেদারায় এলাইয়া পড়িলেন।)

নার্স। (নিকটে গিয়া) আপনি বড্ড শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনার জন্য অল্প গরম দুধ নিয়ে আসবো?

সরকার। (উঠিয়া বসিয়া চিৎকার করিয়া) না, না, আমি কি শিশু যে দুধ খাব? যাও, যাও, সরে যাও আমার সুমুখ থেকে। ধরা পড়ে এখন সব খোশামুদি করা হচ্ছে।

(নার্স তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সরিয়া গেল, পর্দ্দাও নাবিয়া আসিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(গড়িয়াহাটা অঞ্চলে প্রফেসার তবফদাবের তেতালাব পাঠকক্ষ। সময় সন্ধ্যা সাত ঘটিকার কাছাকাছি।)

(কক্ষটীর দেওয়ালে দেশ-বিদেশেব দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদগণের প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে, সেই সঙ্গে প্রফেসার তরফদারেরও নানা ভঙ্গীতে কয়েকটি ছবি রহিয়াছে। কক্ষটি সুপ্রশস্ত ও স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত। ঘরের মধ্যস্থলে একখানি অস্বাভাবিক আকারের বড় কৃষ্ণচর্ম্মাচ্ছাদিত টেবিল ও গদি আঁটা চেয়ার। টেবিলের ওপর বুকষ্ট্যাণ্ডে মূল্যবান মোটা মোটা পুস্তক, টেলিফোন, লিখিবার সরঞ্জাম ও একটি ভস্মাধাব শোভা পাইতেছে। বৈদ্যুতিক টেবিল লেম্পের বাল্ব্‌ সেড্‌সহ টেবিল হইতে প্রায় দুই হাত ওপবে উঠিয়া সহসা যেন টেবিলের কাছে ছোঁ মারিয়া নাবিয়া আসিয়াছে। টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বে তামাকের পাইপ-ষ্ট্যাণ্ড, তাহার অল্প দূরে একখানি আরামকেদারা ও ছোট টেবিল। বাম পার্শ্বে একটী বড় ফাইলিং কেবিনেট। ঘরের পেছনের দুই কোনে তিনফুট উঁচু ও ছয়ফুট চওড়া কাঁচের বুক কেসে পুস্তক আছে। দুই বুক কেসের ওপর দুইটি শুভ্র বাষ্ট্‌। বাষ্ট্‌ দুইটির মাথায় একটি করিয়া ছোট বাল্ব্‌ থাকায় আরও শুভ্র দেখাইতেছে। যাঁহারা চেনেন তাঁহারা বাষ্ট্‌ দুইটি দেখিলেই চিনিতে পারিবেন—একখানি **Watson** ও অন্যখানি **Pavlov** সাহেবের। টেবিলের বিপরীত দিকে দুই তিনটি চামড়ার গদি আঁটা চেয়ার। সমস্ত ঘরখানি কার্পেট-মণ্ডিত। টেবিলের ঠিক পেছনেই একটী বড় শার্শি-আঁটা জানালা। দুই পাশে দুটি মেহগণি কাঠের লম্বা-চওড়া নিকেলের হ্যাণ্ডেল দেওয়া দরজার কপাট বন্ধ।)

(পর্দ্দা অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ও বৈদ্যুতিক আলো নির্ব্বাপিত। শুধু সার্সি দিয়া বাহিরের খানিকটা আলো আসিয়া আবছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আবছায়ার মধ্যেই বৈদ্যুতিক টেবিল লেম্পের নিকেল Stand, পাইপ Stand, ও সাদা বাল্ব্ দুইটি অধিকতর উজ্জ্বল দেখাইতেছে। ঘরের মধ্যে কেহ নাই। ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকের দরজা খুলিয়া গেল। পার্শ্বের কোন ঘরে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল। দরজা দিয়া একটি নারীমূর্ত্তি প্রবেশ করিল। মূর্ত্তি সুইচে হাত দিতেই ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হইল। দেখা গেল গহনার বাক্স হাতে লইয়া সবিতা দাঁড়াইয়া আছে। সবিতাকে সহজে চেনা যায় না, তাহার-কেশ বেশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তাহার চুল খোঁপার পরিবর্ত্তে বব্ ফেশানে ভাঁজ করিয়া ঘাড়েব ওপর ঝোলান। শাড়ীব ওপর মূল্যবান সিল্কের কাশ্মীবি সূচিশিল্প-খচিত ড্রেসিং গাউন। সে তাড়াতাড়ি গহনাব বাক্স বড টেবিলের ওপর রাখিয়া একটি হাই তুলিল, তাবপর অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ইজি-চেয়ারের ওপর সম্পূর্ণ দেহকে এলাইয়া দিল। পুনরায় দরজা দিয়া লোকনাথ প্রবেশ করিল এবং হেলিতে দুলিতে আসিয়া টেব্লের সম্মুখে একটি চেয়াবে বসিল। সবিতা জিজ্ঞাসুনেত্রে লোকনাথের দিকে চাহিল। লোকনাথ কান পাতিয়া কিছু শুনিবার চেষ্টা করিল ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল।)

লোকনাথ। ঐ আসছেন, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সবিতা। আপনি তাঁকে খবর দিয়েছেন ?

(লোকনাথ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাম দিকের দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল এবং প্রঃ তরফদার বিদ্যুৎবেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া সবিতাকে দেখিতে পাইলেন। প্রফেসার তরফদারের পরনে কালো ট্রাউজারের ওপর সাদা ওভারল। চোখে মনোকল ঝুলিতেছে।)

প্রঃ তরফদার। Congratulations! Congratulations my girl for your grand success. (সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তিনি কাছে গিয়া তাহাকে ধরিয়া আনন্দের উচ্ছাসে চুম্ খাইতে লাগিলেন। তারপর লোকনাথের দিকে ফিরিলেন) My brave companion, (তিনি লোকনাথের করমর্দ্দন করিলেন।) আজকে যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে সে তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না (বলিতে বলিতে তিনি নিজের চেয়ারে বসিয়া গহনার বাক্সটা কাছে টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন।) Ornaments! দেহের বাহিক শ্রী বাড়াবার জন্য মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না পরে ঘুরে বেড়াবে আর সামান্য এক লক্ষ টাকার অভাবে আমার শ্রেষ্ঠ সাধনায় বাধা পড়বে—No! No! লোকনাথ—I shall create ornamental behaviours with the the help of these ornaments. (তিনি Watson সাহেবের বাষ্টের কাছে ছুটিয়া গেলেন। বাষ্টের মাথায় হাত দিয়া) তোমার স্বপ্নকে আমি সফল করবো, জগতে নূতন মানুষ তৈরি করবো আমি—যে মানুষ চুরি করবে না, ছলনা করবে না, হিংসা করবে না, যুদ্ধ করবে না, যে মানুষ দেবতার স্বপ্নকে এজগতে রূপ দিতে পারবে—সেই মানুষ গড়ে তুলবো আমি। (ভাবাবেগ সংবরণ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে লোকনাথ ও সবিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।) লোকনাথ! সবিতা! তোমরা দুজনে সমস্ত লজ্জা, ভয়, মান বিসর্জ্জন দিয়ে যে কাজ করেছো সেজন্য আমার সাধনা তোমাদের দুজনের কাছে চিরকাল্ ঋণী হয়ে থাকবে।

লোকনাথ। আমাদের পরবর্ত্তী কাজ কি হবে?

প্রঃ তরফদার। তোমাদের পরবর্ত্তী কাজ? একটা বিশেষ কাজ এখনও আমাদের বাকী রয়েছে—তাতে আমরা কৃতকার্য্য হ'তে পারবো কি না

জানি না তবে সেটুকু সমাধা হলে আমি নিশ্চিন্তে আমার আসল কাজ সুরু করতে পারি।

সবিতা। কি সে এমন কাজ বাবা ?

প্রঃ তরফদার। ডাঃ সুবিমলকে আমাদের দলভুক্ত করা।

সবিতা। কিন্তু তিনি আমাদের দলে আসবেন কেন বাবা ?

প্রঃ তরফদার। (খানিক চিন্তা করিয়া) আসবেন কেন ? আমিও তো তাই ভাবছি সে আসবে কেন ? বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের গুরুতর সমস্যাই তো এইখানে। সুবিমল বিশ্বাস করে মানুষের মন আছে, সেই মনকে সে বিশ্লেষণ করে, সেই মনের চেতন, অবচেতন নানা অবস্থার স্বরূপ বর্ণনা করে মানুষের ব্যবহারকে আরও জটিল করে তোলে। মন বলে কোন বস্তুতে আমার বিশ্বাস নেই, আমি বিশ্বাস করি মানুষের বাহ্যিক ব্যবহারে। এই ব্যবহারের কিরূপ উত্তেজনায় কিরূপ প্রতিক্রিয়া এইটুকুই আমার সাধনার বস্তু। মানুষের এই বাহ্যিক ব্যবহারকে উপযুক্ত উত্তেজনা দিয়ে আমি আয়ত্ত করতে চাই। আমার স্বপ্ন—আমার গবেষণাগার থেকে প্রতিটি শিশু যেদিন মানুষ হয়ে পৃথিবীর বুকে হাঁটবে সেদিন তাদের সুসংযত ব্যবহারে পৃথিবী হ'বে শান্তিপূর্ণ, সৌন্দর্য্যময়। কিন্তু আমার এই স্বপ্ন কোনদিন সফল হতে পারে বলে কেও বিশ্বাস করে না। তারা বলে আমি পাগল ! তোমাদের দুজন ছাড়া কেও আমায় বিশ্বাস করে না। আমার ভয় হয় তোমরাও বা কোনদিন আমার মতবাদ সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে ফেলো।

সবিতা। আপনার সে ভয় নেই বাবা। আপনার পথ কঠিন হতে পারে কিন্তু আপনার সাধনার বস্তুতে ভুল নেই।

প্রঃ তরফদার। আমি জানি। আমি জানি আমার সাধনায় কোন ভুল নেই। (তিনি টেবিলের ওপর মুষ্ট্যাঘাত করিলেন) আমার এই

সাধনার জন্য আমি কি করেছি জান লোকনাথ? আমার সমস্ত দৈহিক আরাম বিসর্জ্জন দিয়েছি, তাছাড়া যে মনে আমি বিশ্বাস করি না আমার সেই ভ্রমাত্মক মনের প্রবৃত্তিগুলিকে আমি অহরহঃ দমন করে চলেছি। সুবিমল যাকে বলে Repression—অবদমন। আমি বিশ্বাস করি না, আমি জানি আমি আমার ব্যবহারকে আয়ত্ত করেছি। একে আয়ত্ত করতে আমায় বিশেষ বেগ পেতে হতো না যদি শিশুকাল থেকে পৃথিবী আমার কানের কাছে মন বলে একটা কিছুর অস্তিত্ব ঘোষণা না করতো। (তিনি লোকনাথের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিলেন) আমার সেই ভ্রমাত্মক মন মাঝে মাঝে কি বলে জান লোকনাথ, সে বলে— (তিনি সহসা দূরে সরিয়া আসিলেন) না, না সে কথা বলে আমি তোমাদের চঞ্চল করে তুলবো না। (কিছুক্ষণ তিনি স্থির ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে আপন মনেই সুরু করিলেন) আমি ভাবছি ভবিষ্যতের কথা, আমার এই সাধনার উত্তরাধিকারীর কথা। আমার পরমায়ু হয়তো আরও দুই দশক, তারপর আমি এই প্রারব্ধ কাজের ভার কার হাতে তুলে দিয়ে যাবো। একাজের ভার নিতে পারতো এক সুবিমল; তার বুদ্ধি আছে, প্রতিভা আছে, কিন্তু ভাগ্যের এমনিই পরিহাস যে সে সম্পূর্ণ আমার মতের বিরোধী। তবুও আমি তাকে আসতে বলেছি, তার সঙ্গে আমি একবার শেষ বোঝাপড়া করবো।

লোকনাথ। কিন্তু ডাক্তার রায়চৌধুরী আমায় ও সবিতাদেবীকে খুব ভাল করেই চেনেন। কোনদিন কোন মুহূর্ত্তে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে সংবাদ দেবেন। এজন্য তাঁকে আমাদের মধ্যে না টেনে আনাই ভাল।

সবিতা। লোকনাথ বাবু ঠিক কথাই বলেছেন বাবা—

প্রঃ তরফদার। (পদচারণা করিতে করিতে) হ্যাঁ লোকনাথ তুমি ঠিকই

বলেছো। কিন্তু সুবিমলকে আমার চাই। তোমাদের সে ভালভাবে চেনে বলে তাকে আরও বেশী করে চাই। আমি বোলব—আমার সমস্ত কথা তাকে বোলব; শেষে সে যদি আমার দলে নাও যোগ দেয় তবুও তোমাদের কথা গোপন রাখবে। আমি তাকে গোপন রাখতে অনুরোধ করবো। সুবিমল আমার মতবাদে অবিশ্বাসী হলেও আমাকে শ্রদ্ধা করে।

লোকনাথ। আপনার মতবাদে যার আস্থা নেই তার চোখে আমাদের কার্য্যকলাপ অন্যায়রূপেই প্রতিফলিত হবে এবং তিনি আপনাকে শ্রদ্ধা করলেও হয়তো এ অন্যায়কে সমর্থন করতে অস্বীকার করবেন।

প্রঃ তরফদার। (বিকৃত হাস্যের সহিত) যেদিন সে অস্বীকার করবে সেদিন ন্যায় অন্যায়ের জগৎ থেকে সে বহুদূরে সরে যাবে।

লোকনাথ। আপনি বলতে চান, প্রয়োজন হলে আপনি ডাক্তার সুবিমলকে—

প্রঃ তরফদার। (লোকনাথের জামার অগ্রভাগ আকর্ষণ করিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রয়োজন বোধে আমি হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবো না।

সবিতা। (আতঙ্কগ্রস্ত-ভাবে) বাবা!

প্রঃ তরফদার। যে সৃষ্টি করবার শক্তি অর্জ্জন করবে ধ্বংস করবার অধিকার তারই থাকবে সবিতা। তুমি তোমার ব্যবহারকে সংযত কর।

(সবিতা ও লোকনাথ মাথা হেঁট করিল)

সবিতা। (লজ্জিত ভাবে) আমায় আপনি ক্ষমা করবেন বাবা।

(প্রঃ তরফদার পদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন)

প্রঃ তরফদার। তোমরা হয়তো ভাবছো এতখানি অন্যায়ের ভিত্তির ওপর আমার সে মহৎ সাধনা কেমন করে সফল হবে। এরূপ চিন্তা তোমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তোমাদের চাইতে আমার ন্যায়-অন্যায় বোধ আরও সূক্ষ্ম—আমিও মাঝে মাঝে ঠিক তোমাদের মতই চিন্তা করি।

কিন্তু আমার উপায় নেই। জগতের শতকরা নিরানব্বইটি মানুষ কোন না কোন প্রকার অন্যায়ে আজ লিপ্ত। তাদের মধ্যে দিয়ে সহজ সরল পথ ধরে চলতে গেলে আমায় পঙ্গু হয়ে বসে থাকতে হবে। আমার কাজ কোনদিনই সফল হবে না। আমার ব্যক্তিত্বে, আমার সাধনায় সকলেরই শ্রদ্ধা আছে, আমি যা চাই' প্রতিটি মানুষও তাই চায় তবু আমার মতবাদকে তারা উপহাস করে। মানুষ কোটি কোটি টাকা জলের মত অপব্যয় করে চলেছে—করাল যুদ্ধের নেশায় লক্ষ লক্ষ নগরী ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে অথচ সমগ্র মানুষের মঙ্গল সাধনায় যে ব্রতী তাকে এক কপর্দ্দক দিয়েও সাহায্য করতে চায় না। সাহায্য করবার আগেই তারা অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে—অর্থের মূল্য অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। তাই আমিও সেই একটি বিন্দুর ওপর লক্ষ্য রেখে ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা মুছে ফেলতে বাধ্য হয়েছি। সবিতা! তুমি জার্ম্মাণ প্রফেসারের কাছে কিছুদিন Ethics পড়েছিলে—তুমি ভাল করেই জান আমি চাই সেই Greatest good for the greatest number.

সবিতা। আমার মনে হয় তার একটা বিশেষ কারণ আছে বাবা। আপনার যে মঙ্গল ভবিষ্যতের গর্ভে লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষ তাকে আপাত-চক্ষে দেখতে পায় না বলেই আপনাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। কোন বস্তু তৈরী হবার আশায় এরা অগ্রিম মূল্য দিয়ে বসে থাকতে চায় না। সেই বস্তুটিকে তাদের ঘরে নিজের হাতে পৌঁছে দিলে তারা তাকে যাচাই করে মূল্য দেয়।

প্রঃ তরফদার। তুমি সত্য বলেছ সবিতা। কিন্তু সাধারণ মানুষের বর্ত্তমান ব্যবহার আমার কোন কাজে লাগবে না কারণ আমার সাধনা তাদের এই ব্যবহারের আমূল পরিবর্ত্তন। তাদের সম্মিলিত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমার প্রয়োজন অর্থের, আমার প্রয়োজন প্রতিষ্ঠার। (এই

সময় পার্শ্বের কোন কক্ষে ঢং করিয়া অর্দ্ধ-ঘটিকা সমাপ্তির সঙ্কেত ঘোষণা শোনা গেল। প্রঃ তরফদার আপনার কব্জি-ঘড়ির প্রতি চাহিয়া) ওঃ, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে আমার অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেলো। অলঙ্কারগুলো এখনো আমার ভাল করে দেখাই হয় নি।

(তিনি পুনরায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ও একটি একটি করিয়া অলঙ্কার উঠাইয়া দেখিতে লাগিলেন। সবিতা ও লোকনাথ টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দেখিতেছিল—সহসা সবিতা একখানি হার তুলিয়া লইল।)

সবিতা। এ হারখানি দেখে আমার বড্ড হাসি পাচ্ছে বাবা। (প্রঃ তরফদার সবিতার মুখের দিকে চাহিলেন, তিনি দেখিলেন সবিতার চোখ দুটি হারের ওপর নিবদ্ধ হইয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছে।) শিল্পী হয়তো এক নববধূর সলজ্জ কণ্ঠকে ধ্যান করে তৈরী করেছিলেন এই হার, আজ তাঁর সে ধ্যানের কোন মূল্যই নেই আমাদের কাছে। কয়েকটি ছোট্ট পাথরের কুচি ও একখণ্ড ধাতুর চেয়ে এর কোন মূল্যই আজ আমরা দিতে পারবো না। (সে ধীরে ধীরে হারখানি টেবিলের ওপর রাখিল। প্রঃ তরফদার কিছুই বলিলেন না। তিনি সমস্ত অলঙ্কার একে একে বাক্সের মধ্যে রাখিয়া শুধু সবিতা যে হারখানি লইয়াছিল তাহা নিজের হাতে রাখিলেন।)

প্রঃ তরফদার। লোকনাথ! এই বাক্সটা আমার শোবার ঘরের আলমারীতে রেখে দাও। আমি কালই এগুলো নিয়ে বোম্বে যেতে চাই। (তিনি বাক্সটি লোকনাথের হাতে দিলেন।)

লোকনাথ। (প্রঃ তরফদারের হাতের হারখানি দেখাইয়া) ও হারখানি?

প্রঃ তরফদার। এটা থাক, তুমি ওগুলো নিয়ে যাও। আর শোন, আমার প্রয়োজনীয় এপারেটাস্‌গুলোর জন্য আজই আমেরিকায় চিঠি লিখে দাও। আমার সময় বড় অল্প। (গহণার বাক্স লইয়া লোকনাথের প্রস্থান)

(প্রফেসার তরফদার হারখানি লইয়া সবিতার সম্মুখে দাঁড়াইলেন)

প্রঃ তরফদার। সবিতা! তোমার দুর্ব্বলতার শাস্তিস্বরূপ এই হারখানি আমি তোমায় উপহার দিতে চাই। অন্যদিক দিয়ে তুমি এটাকে তোমার অসমসাহসিক কাজের পুরস্কাররূপেও গ্রহণ করতে পারো।

সবিতা। আমার দুর্ব্বলতাকে কি এবারের মত ক্ষমা করা যায় না বাবা?

প্রঃ তরফদার। তোমার মধ্যে এ দুর্ব্বলতা আমি আশা করিনি সবিতা, তোমায় আমি শিশুকাল থেকে আমার আদর্শে শিক্ষা দিয়েছি। তুমি বাংলার মেয়ে হতে পার কিন্তু জগতের বহুদেশে নিয়ে গিয়ে তোমায় আমি সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিতা করে তুলেছি। সামান্যা রমণীর দুর্ব্বলতা আমি তোমার মধ্যে আশা করিনি।

(সবিতা জানু পাতিয়া প্রঃ তরফদারেব সম্মুখে বসিয়া পড়িল)

সবিতা। শুধু এবারের মত আমায় মাপ করুন বাবা।

(প্রফেসার তরফদার সবিতাব মাথায় হাত রাখিলেন। তিনি এক দৃষ্টিতে সবিতার দিকে চাহিয়াছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চোখের পাতায় একটা বিষণ্ণ উদাসীনতা নামিয়া আসিল)।

প্রঃ তরফদার। সবিতা! ওঠো, এ হার তোমাকে নিতেই হবে। সমস্ত দুর্ব্বলতা ক্ষমা করেই এ হার আমি তোমায় দিচ্ছি।

সবিতা। (উঠিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে) না বাবা, ও হার আমি নিতে পারবো না।

প্রঃ তরফদার। আমায় তুমি বিশ্বাস কর সবিতা। এ হারের মূল্য থেকে আমি আমার সাধনাকে বঞ্চিত করেছি—কেন করেছি জান? তুমিও আমার সেই সাধনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ হার তোমার গলায় থাকলে কোনদিন কোন দুর্ব্বলতাই তোমার মধ্যে প্রশ্রয় পাবে না।

(তিনি হারখানি সবিতার গলায় পরাইয়া দিলেন। সবিতা দুঃখে ও

লজ্জায় তাহার পিতার বুকে মুখ লুকাইল, তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন) তুমি দুঃখ করো না সবিতা। ব্যবহারে ভুল সকলেরই হয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলকে সংশোধন করাও প্রয়োজন। (তিনি ধীরে ধীরে সবিতাকে দূরে সরাইয়া ডাকিলেন) সবিতা !

সবিতা বাবা !

প্রঃ তরফদার। আমি তোমার ভুল সংশোধন করে দেওয়ায় তুমি দুঃখিত হয়েছ ?

সবিতা। না বাবা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

প্রঃ তরফদার। (আপন মনে) এজন্য তোমায় অবশ্য বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। তোমার ব্যবহারে মাঝে মাঝে এমন ভুল হওয়া স্বাভাবিক। আমার ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তুমি নারী। আমার মনে পড়ছে লোকনাথের মাকে ঠিক এইজন্যই একদিন বলেছিলাম—

সবিতা। (বিস্মিতভাবে) লোকনাথ বাবুর মা ! তিনি কে বাবা ? তাঁর পিতামাতা সম্বন্ধে তো আপনি কোন দিনই কিছু বলেন নি।

প্রঃ তরফদার। (সবিতার কথায় তিনি সহসা চমকাইয়া উঠিলেন—পরক্ষণেই অপরাধী ধরা পড়িয়া গেলে তাহা গোপন করিবার জন্য যেরূপ যুদ্ধ করে সেইরূপ একটা কঠিন প্রয়াস তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া দুইহাতে মস্তক চাপিয়া ধরিলেন ও তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অব্যক্ত আর্তনাদের অস্ফুট শব্দ বাহির হইল।) ওঃ ! আঃ !

সবিতা। (কাছে আসিয়া) আপনি হঠাৎ এমন কচ্চেন কেন বাবা ? আমি তো আপনাকে কিছু বলিনি।

প্রঃ তরফদার। সবিতা ! সবিতা ! তুমি আমায় দুর্ব্বল করে তুলেছো। আমি ভুল বলেছি, লোকনাথের মা নয় তোমার মা—হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার মা আমার কাছে একবার একজোড়া ব্রেসলেট চেয়েছিলেন—আমি তাঁকে

সেজন্য অপমান করেছিলাম। দুর্বলতা ক্রমেই আমায় আচ্ছন্ন করে তুলছে—হয়তো আরও কিছু ভুল বকে বসবো। আমি যাই, আমার লেবরেটারিতে যাই, তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। Good night, my girl. (দ্রুত পদক্ষেপে তিনি বাহির হইয়া গেলেন। সবিতা অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়া তাঁহার গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। সে তরফদারের পেছনে ছুটিয়া একবার কি বলিতে গেল আবার কি ভাবিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। জানালা দিয়া চাঁদের কিরণ প্রবেশ করিয়া টেবিলের ওপর লুটাইয়া পড়িতেছে কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোকে দেখা যাইতেছে না। সবিতা আলো নিভাইয়া দিল। উদাসভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া গান ধরিল।)

রবীন্দ্র সঙ্গীত

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ঐ পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে।
পথিক সবাই পেরিয়ে গেল ঘাটের কিনারাতে,
আমি সে কোন আকুল আলোয় দিশাহারা রাতে।
সেই পথ হারাণোর অধীর টানে অকূলে পথ আপনি টানে
দিক ভোলাবার পাগল আমার হাসে অন্ধকারে।

(সবিতা গান গাহিতেছে, এমন সময় লোকনাথ প্রবেশ করিল। সবিতা জানিতে পারিল না। লোকনাথ নিঃশব্দে আরাম কেদারায় বসিল। সবিতা গান শেষ করিয়া চোখ মুখ ভাল করিয়া মুছিল তারপর আলো জ্বালিতেই লোকনাথকে দেখিতে পাইল।)

সবিতা। কে লোকনাথ বাবু!

লোকনাথ। হ্যাঁ, আমি। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম। আপনি গান গাইছেন দেখে আর বিরক্ত করিনি। আপনার গান আমি কোনদিন শুনিনি, সত্যই আপনি বেশ ভাল গাইতে পারেন।

সবিতা। আপনি কি কথা জানতে এসেছিলেন ?

(লোকনাথ সবিতার দিকে চাহিল)

লোকনাথ। প্রঃ তরফদার গয়নার বাক্স থেকে একটা হার নিজের হাতে রেখেছিলেন ; এখন দেখছি সে হার আপনার গলায় শোভা পাচ্ছে। ঐ হারখানির কথাই আমি জানতে এসেছিলাম।

সবিতা। আপনার কৌতূহল আমার উত্তরের অপেক্ষা রাখেনি দেখছি।

লোকনাথ। অপেক্ষা রেখেছে বৈকি। আমি এখনো বুঝে উঠতে পারিনি প্রঃ তরফদার আপনাকে ও হার উপহার দিলেন কেন ?

সবিতা। আপনি ভুল বুঝবেন না। এ হার বাবা আমাকে উপহার দেন নি। ঐ হারটির সম্বন্ধে ভাব প্রকাশ করায় বাবা ধরে ফেলেছেন আমার ব্যবহারে দুর্ব্বলতা ; যাতে ভবিষ্যতে এমন দুর্ব্বলতা না দেখা দেয় সে কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য শাস্তিস্বরূপ এটা জোর করে আমায় গলায় পরিয়ে দিয়েছেন।

লাকনাথ। দুর্বলতার শাস্তি কিংবা শক্তির পুরস্কার যাই হোক না কেন সবিতা দেবী, ও হার আপনার কণ্ঠকে কলঙ্কিত করেছে।

বিতা। (তির্য্যক দৃষ্টিতে লোকনাথের দিকে চাহিয়া) আপনি বলতে চান—এ হারখানির উদ্দেশ্য আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি ?

লাকনাথ। আপনি কি তা নিজেও স্বীকার করেন না ?

বিতা। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন—বাবার আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না।

াকনাথ। যদি আপনার কোনদিন মনে হয়—আপনার বাবার আদেশ ভুল, সেদিনও কি তাঁকে মেনে চলতে আপনি সক্ষম হবেন ?

সবিতা। আমার বাবা ভুল করতে পারেন না।

লোকনাথ। (হাসিল) আপনার কথা শুনে সুখী হলাম। আপনি শ্রান্ত, আর বিরক্ত করবো না, চল্লাম। (সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।)

সবিতা। লোকনাথবাবু! শুনুন। (লোকনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল) নিজের মাকে আপনার মনে পড়ে ?

লোকনাথ। (বিব্রতভাবে) কেন বলুন তো ? হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা কচ্ছেন ?

সবিতা। (হাসিবার ভান করিয়া) বলুন না মনে পড়ে কি না ? এটাও অহেতুক কৌতূহল।

লোকনাথ। মাকে মনে পড়বার তো আমার কোন কারণ নেই। আপনার বাবার কাছে শুনেছি আমার ভূমিষ্ঠ হওয়ার কদিন পরেই মা-বাবার ট্রেন-দুর্ঘটনায় মৃত্যু সংবাদ শুনে—শোকে প্রাণত্যাগ করেন। তারপর তো আপনি জানেন বাবার বন্ধু হিসেবে প্রঃ তরফদার আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলেন।

সবিতা। আপনার মায়ের কোন ছবিও আপনার কাছে নেই ?

লোকনাথ। না, থাকলে আপনার বাবা নিশ্চয়ই সেটা আমায় দিতেন। কিন্তু আমায় বলুন, আজকের দিনেই আপনার মধ্যে এ কৌতূহল জাগলো কেন ?

সবিতা। আপনি বিশ্বাস—করুন সম্পূর্ণ অহেতুকভাবে। কৌতূহল তো দিনক্ষণের ধার ধারে না। আপনার মধ্যেও যেমন এই একটু আগে বাবার আদেশ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা জেগেছিল—আপনার মায়ের বিষয়েও আমার আগ্রহ কতকটা তেমনি। এগুলো আমাদের ব্যবহারের বিকার।

লোকনাথ। আপনার বাবার আদেশ ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আমার মনে জাগেনি এবং সে কথা যদি আমি বলে থাকি তবে সে কেবল কথাপ্রসঙ্গে

আপনাকে যাচাই করবার জন্ত। তাছাড়া চুরি করা হার গলায় পরে বেড়ানোটা মোটেই নিরাপদ নয়।

সবিতা। সে বিষয়ে আমি সাবধান হবো, যাই হোক, পরিশ্রান্ত মস্তিষ্কে এসব বিষয়ে আলোচনা না করাই ভাল। তার চেয়ে চলুন রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা করিগে। (সে লোকনাথকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া লঘুপদে আগাইয়া গেল—লোকনাথও তেমনি খানিকটা বিভ্রান্তভাবে তাহার অনুসরণ করিল—সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও নামিয়া আসিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রফেসার তরফদারের ড্রইং রুম। কক্ষটীর সাজসজ্জা সাধারণ সৌখিনরুচি-সম্পন্ন ধনী ব্যক্তির ড্রইং রুমেরই অনুরূপ। প্রঃ তরফদার কি প্রকৃতির মানুষ তাহার কোন চিহ্নই এখানে নেই। বৈচিত্র্যের মধ্যে তিন দিকের দেওয়ালের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া তিনটি বড় মূল্যবান আর্শী পরস্পরের প্রতি প্রতিফলিত করিয়া আঁটা ও ঘরের সম্মুখের দুই কোণে একটি বাড়ীর ভিতরে যাইবার ও অন্যটি বাহির হইতে ড্রইং রুমে আসিবার দুইটি চতুষ্কপাটযুক্ত ঘূর্ণায়মান দরজা। সমস্ত কক্ষটি কার্পেট-মণ্ডিত। মধ্যস্থলে গোলাকার বড় টেবিল, সুদৃশ্য গদি আঁটা চেয়ার ও সোফা ছাড়া দুই দিকের দরজার বিপরীত কোণে দুই আর্শীর সম্মুখে এক দিকে একটি সেটি সংলগ্ন মূল্যবান পিয়ানো ও অন্য দিকে একটি বড় হ-ল ক্লক আছে।)

(সময় সকাল নয়টা। ড্রইং রুমে কেবল সবিতা একা বসিয়া পিয়ানোতে একটা গৎ বাজাইতেছিল। তাহার পরণে ফিকা নীল রঙের শাড়ী ও তেমনি ব্লাউজ।

তাহার সিক্ত আলুলায়িত কেশ পিঠের ওপর লুটাইতেছিল। সবিতা যে দিকে বসিয়াছিল তাহার বিপরীত দিকের দ্বার দিয়া ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরি প্রবেশ করিলেন এবং সম্মুখে আর্শীতে প্রতিফলিত সবিতার মুখখানি চিনিতে পারিয়া একই স্থানে একই অবস্থায় থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তপরে সবিতাও আয়নায় ডাক্তারের মূর্ত্তি দেখিয়া একটা ভয়ানক উত্তেজনায় ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। দুইজনে চোখাচোখি হইল এবং কয়েক সেকেণ্ড কেহই চোখ সরাইয়া লইতে পারিল না।)

ডাঃ সুবিমল। (বিস্ময় সংবরণ করিয়া হাসিবার ভান করিলেন) নমস্কার ! এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আপনার সাক্ষাৎ মিলবে—এ আমি মোটেই আশা করিনি মিস্ সরকার। আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিব্রত বোধ কচ্ছেন ?

সবিতা। (প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া) নমস্কার। বিব্রত বোধ করার কিছু নেই। আপনি বসুন ডাঃ রায়চৌধুরি।

ডাঃ সুবিমল। আমি বিস্মিত হয়ে উঠছি এই ভেবে যে বিখ্যাত অলঙ্কার বিক্রেতা অরবিন্দ সরকারের কন্যা মিস্ সরকারের এ বাড়ীতে উপস্থিতির কারণ কি ? (স্বরে বিদ্রূপ ফুটিয়া উঠিল।)

সবিতা। আপনার বিস্ময় এখুনি কেটে যাবে। বর্ত্তমানে আপনি এসেছেন প্রফেসার তরফদারের সঙ্গে দেখা করতে—দুঃখের বিষয় তিনি অনুপস্থিত।

ডাঃ সুবিমল। আপনি কেমন করে জানলেন আমি প্রঃ তরফদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ? আমি আপনার সন্ধান পেয়ে এখানে ছুটে আসিনি সে বিষয়ে আপনি কেমন করে নিঃসন্দেহ হলেন ?

সবিতা। আমার সন্ধান আপনি পেয়েছেন—কিন্তু সে আগে নয়, এই মাত্র।

ডাঃ সুবিমল। আমার এখানে আসার সম্ভাবনা আছে জেনেও আপনি আত্মগোপনের চেষ্টা করেন নি ?

সবিতা। কোন প্রয়োজন বোধ করিনি।

ডাঃ সুবিমল। প্রতারণা ও চুরির অভিযোগে আপনি যে কোন মুহূর্ত্তেই ধরা পড়তে পারেন—সে সম্ভাবনা কি আপনার মনে একবারও জাগে নি?

সবিতা। জেগেছে। কিন্তু সেজন্য আমি মোটেই ভীত নই। আপনি অনায়াসে পুলিশকে আমার সন্ধান দিতে পারেন।

ডাঃ সুবিমল। পুলিশ আপনার সন্ধান পাবার আগে আমি কি এই চুরির উদ্দেশ্য জানতে পারি?

সবিতা। আমার পিতা যে গবেষণায় আত্মবলি দিয়েছেন তাতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পিতার আদেশে আমি এই চুরি করেছি।

ডাঃ সুবিমল। (বিস্মিতভাবে) আপনার পিতা?

সবিতা। প্রফেসার তরফদার।

ডাঃ সুবিমল। প্রফেসার তরফদার আপনার পিতা! (তিনি বিস্ময়ের আতিশয্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আশ্চর্য্য! তাঁর কোন কন্যা আছেন বলে আমার জানা ছিল না। এতক্ষণে আমি বুঝতে পাচ্ছি এই অদ্ভুত চুরির মূলে ছিল একমাত্র প্রফেসার তরফদারের পরিকল্পনা এবং সেই-জন্যই নির্দ্দিষ্ট দিনটিতে তিনি আমার ওখানে প্রথম পদার্পণ করেন। একটা কথা বুঝতে পারছি না, সমস্ত ব্যাপারে নিজে জড়িত থেকেও তিনি আমায় নেমন্তন্ন করে এলেন কোন্ অভিপ্রায়ে?

সবিতা। অভিপ্রায় নিশ্চয়ই একটা আছে এবং বাবার সঙ্গে দেখা হলে তা জানতে পারবেন। আজ আপনি আমাদের অতিথি—আপনার অনুমতি পেলে একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে পারি, অবশ্য আমার হাতে চা পান যদি আপনি নীতি-বিরুদ্ধ না মনে করেন।

ডাঃ সুবিমল। (চোখ তুলিয়া সবিতার দিকে চাহিলেন ও চোখাচোখি হইতেই পুনরায় চোখ নত করিলেন) তোমার হাতে চা পান করায়

চাইতে আমি চোরকে প্রশ্রয় দেওয়াই বেশী নীতি-বিরুদ্ধ মনে করি। চায়ের পরিবর্ত্তে আপনাকে কয়েকটা কথা বলা আমার একান্ত আবশ্যক।

সবিতা। কথা বলার সুযোগ আপনাকে দেবো—তার আগে আমার কর্ত্তব্য পালন করতে দিন। আমি চা নিয়ে আসি। (সবিতার প্রস্থান)

(ডাক্তার সুবিমল ক্ষণকাল ইতস্ততঃ চাহিলেন। লোকনাথ প্রবেশ করিল)

লোকনাথ। (ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া ডাক্তারকে দেখিয়া প্রথমে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল কিন্তু তক্ষুনি সে ভাবটা কাটিয়া গেল। তাহার পরণে সাদা সুট্।) সুপ্রভাত! ডাঃ রায়চৌধুরি।

ডাঃ সুবিমল। (সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে) সুপ্রভাত! তারপর—লোকনাথকেও এখানে দেখছি?

লোকনাথ। লোকনাথকে এখানে দেখা খুবই স্বাভাবিক কারণ এ বাড়ীর মালিক লোকনাথের আশ্রয়দাতা এবং লোকনাথ তাঁর একজন সহকারী।

ডাঃ সুবিমল। চমৎকার! কিন্তু যে ভদ্রলোক তোমার পিতা—এই পরিচয়ে আমার কাছে তোমায় চিকিৎসার জন্য রেখে এসেছিলেন—তিনি কে জানতে পারি?

লোকনাথ। ওঃ, তিনি আমাদের লেব্‌রটারীর একজন কর্ম্মচারী। মাঝে মাঝে সখের থিয়েটারে ভাল অভিনয় করে থাকেন।

ডাঃ সুবিমল। হুঁ, চুরিটা তা'হলে বেশ সুপরিকল্পিত।

লোকনাথ। (কৃত্রিম বিস্ময়ের সঙ্গে) চুরি! ও, আপনি গয়না চুরির কথা বলছেন? অত টাকার গয়না চুরির পেছনে একটা সুপরিকল্পনা থাকা স্বাভাবিক।

ডাঃ সুবিমল। এবং এই চুরি ও প্রতারণার ব্যাপারে যারা জড়িত তাদের সকলের মধ্যে তোমাকেই আমার বাহবা দিতে ইচ্ছা করে।

লোকনাথ। সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ডাঃ সুবিমল। দুঃখের বিষয় আজ তুমি ধরা পড়ে গেলে। আমার এমন আকস্মিক উপস্থিতিটা নিশ্চয়ই তুমি কামনা করনি।

লোকনাথ। আমরা স্বেচ্ছায় আপনাকে ধরা দিয়েছি। একদিন আপনার এ বাড়ীতে উপস্থিতি আমাদের কাছে নিশ্চিত ছিল।

ডাঃ সুবিমল। এভাবে তোমাদের স্বেচ্ছায় ধরা দেবার অর্থ কি ?

লোকনাথ। আপনার কাছে আমাদের ধরা দেওয়াটা আর কিছু নয়—আপনাকে ধরবার একটা ফাঁদ মাত্র।

ডাঃ সুবিমল। (তিনি বসিয়াছিলেন, উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন) আমাকে ধরবার ফাঁদ!

লোকনাথ। আপনাকে আমাদের দলভুক্ত করা। ভয় পাবেন না। আপনি বসুন। প্রথমেই আপনার ওপর কেও বলপ্রয়োগ করবে না।

ডাঃ সুবিমল। বলপ্রয়োগ করা তোমাদের পক্ষে কঠিন নয়—সে আমি জানি। রণেন ও অমলের প্রতিই সে পরিচয় তুমি দিয়ে এসেছো। আমাকে যথেষ্ট ভয় দেখালেও দলভুক্ত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমাদের মতবাদ সমস্তটাই ভুলে ভরা। তবুও আমি প্রফেসার তরফদারকে শ্রদ্ধা করতাম এবং সেইজন্য এ পথ থেকে আমি তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করবো।

লোকনাথ। সে বোঝাপড়া আপনি প্রফেসার তরফদারের সঙ্গে করবেন। আজ তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হবে না।

(ডাক্তারকে আর কিছু বলিবার অবসর না দিয়া সে দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইল—সেই দ্বার দিয়া বেয়ারার সঙ্গে চায়ের ট্রে লইয়া সবিতাও প্রবেশ করিল।)

ডাঃ সুবিমল। লোকনাথ! একটু অপেক্ষা কর। (লোকনাথ দাঁড়াইল। সবিতা চা প্রস্তুতে মন দিল।) লোকনাথ! আমি তোমায় অনুরোধ কচ্ছি, এ ভুল পথে তুমি প্রফেসার তরফদারকে সাহায্য করো না।

তোমার বয়স অল্প—অথচ তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে অনেক বড় কাজ আশা করে।

লোকনাথ। (রূঢ় ভাবে) ডাঃ রায়চৌধুরি ! আপনাকে এভাবে কথা বলবার সুযোগ আমরা ভবিষ্যতে দেবো না। (সে ঝড়ের বেগে বাহিরে গেল।)

সবিতা। আসুন ডাঃ রায়চৌধুরি।

ডাঃ সুবিমল। (চিন্তিত মুখে আসন গ্রহণ করিয়া) আপনাকেও আমি যাবার আগে কয়েকটা কথা বলতে চাই মিস্ সরকার। আশা করি লোকনাথের মত অবুঝ হয়ে নিজেদের সর্ব্বনাশ ঘটাবেন না।

সবিতা। (চায়ের পেয়ালা ডাক্তারের দিকে আগাইয়া দিল ও বেয়ারাকে যাইতে ইঙ্গিত করিল) আপনার কথা শুনতে রাজী আছি কিন্তু সমস্ত জেনেও আপনি আমায় মিস্ সরকার বলে সম্বোধন করবেন না। আমার নাম সবিতা।

ডাঃ সুবিমল। আপনারা হয়তো ভাবছেন আপনাদের সন্ধান পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আনন্দই বোধ করেছিলাম কিন্তু যখনই শুনলাম বিখ্যাত প্রফেসর তরফদার এই প্রতারণা ও চুরির মধ্যে জড়িত তখন সত্যিই মনে বড় আঘাত পেলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তাঁর মত পণ্ডিত ব্যক্তি একটা ভ্রমাত্মক মতবাদের জন্য এমন জঘন্যতম উপায় অবলম্বন করবেন।

সবিতা। আমার পিতার মতবাদকে ভুল বলবার আপনার কোন অধিকার নেই। যদি জঘন্য উপায়ের কথা বলেন তবে বোঝেন সমষ্টির মঙ্গলের জন্য একজন ব্যক্তির আংশিক ক্ষতি কিছু নয়।

ডাঃ সুবিমল। আপনার পিতার মতবাদকে ভুল বলবার অধিকার আমার আছে, কেননা যুক্তি দিয়ে আমি তাকে ভুল প্রমাণ করতে পারি। সে মতবাদের দ্বারা সমষ্টি কেন একজন মানুষেরও মঙ্গল সাধিত হবে না।

সবিতা। কোন একটা বিশেষ সাধনার শেষ পরিণতির পূর্ব্বেই যুক্তি ও তর্ক দিয়ে নিশ্চয় আপনি অঙ্কুরেই তার বিনাশ ঘটাতে চান না।

ডাঃ সুবিমল। তা আমি চাই না সত্য। কিন্তু যেখানে শুধু ভ্রান্ত ধারণা দিয়েই একটা অদ্ভুত বিকৃত মতবাদ গড়ে তোলা হয়, যে মতবাদের পেছনে একটা প্রবল জিদ্ ছাড়া কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি থাকে না এবং সে মতবাদ যদি সমাজের মঙ্গলের অজুহাতে লোকের সর্ব্বনাশ ঘটায় তবে তাকে অঙ্কুরে বিনাশ করা আমি উচিত মনে করি। আজ আপনার পিতা তাঁর ভ্রান্ত ধারণার জন্য চুরি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন, বাধা না পেলে ভবিষ্যতে তিনি আরও বৃহৎ অন্যায় করে বসবেন। শেষে এমন দিন আসবে যেদিন সমাজের চোখে তিনি একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু বলে পরিচিত হবেন। সবিতা দেবী! আপনি প্রফেসার তরফদারের কন্যা। আপনি এমন করে নিজের শিক্ষা ও বুদ্ধির অপব্যয় করবেন না। আপনাদের প্রতিভা যদি কোন কার্য্যকরি মতবাদকে গড়ে তোলার চেষ্টা করে তবে তাতে দেশের প্রভূত উপকার হবে। আপনারা প্রফেসার তরফদারকে এই অন্যায় ও ভ্রান্তি থেকে বিরত করবার প্রতিশ্রুতি দিন।

সবিতা। (উত্তেজিতভাবে) আপনার মত আমার পিতাকে আমি ভুল বুঝতে পারিনি ডাঃ রায়চৌধুরি। আপনার যুক্তির মত তাঁরও একটা যুক্তি আছে এবং আমাদের ওপর তার প্রভাব বড় কম নয়। আপনার কথা শুনে মনে হয় আপনি আমার পিতার শুভাকাঙ্খী। নিজের ধারণার ওপর একান্ত বিশ্বাস থাকলে আপনি নিজেই সে কথা বাবাকে বলতে পারেন।

ডাঃ সুবিমল। তা হয় না। প্রফেসার তরফদার জানেন আপনি এবং লোকনাথ তাঁর মতবাদকে অন্তরের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন, তাই আপনাদের সাহায্য না পেলে কেও তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। আমি তাঁকে

যুক্তি দিয়ে বোঝাতে যাব অথচ তিনি হয়তো যুক্তির দিকে না গিয়ে আমায় হত্যা করে তাঁর পথ পরিষ্কার করতে চাইবেন।

সবিতা। আমার পিতার প্রতিটি কার্য্য-কলাপ যদি সমাজের অমঙ্গলের দিকেই ধাবিত হয় তবে আপনার পক্ষে পুলিশের সাহায্য নেওয়াই উচিত।

ডাঃ সুবিমল। পুলিশের সাহায্য নিয়ে কোন লাভ হবে না। তাতে কেবল আপনি এবং লোকনাথই দোষী সাব্যস্ত হবেন। আমার বিশ্বাস আপনি ও লোকনাথ শুধু একটা অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে এই অন্যায়ে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছেন। আপনার পিতার কার্য্য-কলাপকে আপনি কোনদিন যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখেন নি। আমি সেই সুযোগ আপনাদের দিতে চাই। আমি জানি আপনারা দুজনে বাধা দিলে প্রফেসার তরফদার পুনরায় অগ্রসর হতে পারবেন না। (ডাক্তার সুবিমল সহসা সবিতার হাত চাপিয়া ধরিলেন, বিস্মিতা ও লজ্জিতা সবিতা ডাক্তারের মুখের দিকে বিহ্বলভাবে চাহিয়া রহিল।) আমার অনুরোধ সবিতা দেবী, পিতার অন্ধ ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে আপনি তাঁর সর্ব্বনাশ হতে দেবেন না। তাঁর সারাজীবনের সম্মান ও খ্যাতিকে ধূলোয় লুটিয়ে দিতে সাহায্য করবেন না।

[সবিতার মুখ দিয়া কোন কথা সরিল না—একটা কঠিন দ্বন্দ্ব মুখে প্রকাশ পাইল মাত্র]

ডাঃ সুবিমল। সবিতা দেবী!

সবিতা। বলুন।

ডাঃ সুবিমল। আমি বুঝতে পেরেছি আমার যুক্তির বিরুদ্ধে আপনার বলবার কিছু নেই। আপনারা যে ভুল পথে চলেছেন সে বিষয়ে কি আপনার মনে এখনও সংশয় আছে সবিতাদেবী? (সবিতা প্রস্তরমূর্ত্তির মত ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) চুপ করে থাকবেন না, বলুন,

অন্যায়ের ভিত্তির ওপর জগতে কোন সত্যিকার সাধনাকে কি আপনি সফল হতে দেখেছেন ?

সবিতা। (অস্থির ভাবে) আপনি চুপ করুন, চুপ করুন। আমায় ভাবতে দিন, আমায় ভাল করে ভাববার অবসর দিন।

ডাঃ সুবিমল। বেশ, আপনি ভেবে দেখুন। যাবার সময় আবার আপনাকে বলে যাই কেবলমাত্র আপনিই আপনার পিতাকে রক্ষা করতে পারেন। আপনাকে এ প্রতিশ্রুতিও দিয়ে গেলাম—আমার জীবনের বিনিময়েও আপনাকে আমি সত্যের সম্মুখীন হতে সাহায্য করবো।

(লোকনাথের প্রবেশ)

লোকনাথ। আমায় ক্ষমা করবেন। প্রঃ তরফদার ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনাকে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে ডাঃ রায়চৌধুরি।

ডাঃ সুবিমল। মানে, তোমরা কি আমায় বলপূর্ব্বক আটকে রাখবে ?

লোকনাথ। (পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া) প্রয়োজন হলে আমরা নিরুপায়।

সবিতা। (রিভলভার দেখিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) লোকনাথ বাবু! ডাঃ রায়চৌধুরি আমাদের নিকট হতে এর চেয়েও ভদ্র ব্যবহার আশা করেন—আপনি রিভলভার পকেটে রাখুন। ডাক্তারকে যেতে দিন। আসুন ডাক্তার—আপনার কথা আমরা ভেবে দেখবো।

লোকনাথ। ডাক্তারকে মুক্তি দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু আপনার। যান্ ডাঃ রায়চৌধুরি।

ডাঃ সুবিমল। (সবিতার প্রতি) ধন্যবাদ! নমস্কার। (তিনি বাহিরে গেলেন)।

সবিতা। ডাঃ রায়চৌধুরিকে আট্‌কে রাখলে আমাদের আরও নূতন বিপদের সম্মুখীন হতে হতো।

লোকনাথ। তাঁকে মুক্তি দিয়েই যে আমরা বিপদে পড়বো না—সে বিষয়ে আপনি কেমন করে নিঃসন্দেহ হলেন ?

সবিতা। তিনি নিজে যাই করুন অন্ততঃ পুলিসের সাহায্য গ্রহণ করবেন না।

লোকনাথ। আপনার বক্তব্য তিনি পুলিশের সাহায্য না নিয়েই আমাদের কাজে বাধা দেবেন। ডাঃ রায়চৌধুরি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তিনি জানেন এ বিষয়ে পুলিশের সাহায্য নিতে গেলে প্রঃ তরফদার তাঁকে ক্ষমা করবেন না।

সবিতা। তিনি কি শুধু নিজের বিপদের কথা ভেবেই পুলিশে সংবাদ দিতে অনিচ্ছুক ?

লোকনাথ। সেও কতকটা বটে—আর কতকটা তাঁর আত্মবিশ্বাস। তিনি মনোবৈজ্ঞানিক, তাই আমাদের সাহায্য নিয়ে প্রঃ তরফদারকে তাঁর সাধনা থেকে বিরত করবার আশাও হয়তো পোষণ করেন। আমায় ক্ষমা করবেন সবিতা দেবী—আপনার মুখে চোখে যে ভাবটুকু পরিস্ফুট রয়েছে তাতে আমি ধারণা করতে পারি ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে আপনার আলোচনা হয়েছে এবং ডাক্তারের কথার প্রতিক্রিয়া এখনও আপনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

সবিতা। মেনে নিলাম আপনার কথা। কিন্তু ডাক্তার আপনাকেও কি সে কথা বলেন নি ?

লোকনাথ। হ্যাঁ তিনি আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করে প্রঃ তরফদারের পথ ত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন। আমি দুঃখিত—তাঁকে বেশী কথা বলবার সুযোগ দিতে পারিনি।

সবিতা। (সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) কেন পারেন নি ? ডাক্তারের কথার উত্তর দেবার ক্ষমতা কি আমাদের নেই ?

লোকনাথ। আমাদের সাধনা সফল হওয়ার আগে ডাক্তারের কথার উত্তর

দেবার ক্ষমতা সত্যই আমাদের নেই। যদি থাকতো তবে আজ সামান্য অর্থের জন্য আমাদের এমন হীন উপায় অবলম্বন করতে হতো না।

সবিতা। আমাদের মতবাদ কি কোন যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়?

লোকনাথ। যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নিশ্চয় কিন্তু সে যুক্তির বেশীর ভাগই অনুমান। যুক্তিগুলিকে প্রমাণ করবার ক্ষমতা আমরা আজও অর্জন করতে পারি নি। আমরা একটা পরীক্ষা কচ্ছি মাত্র—হয়তো সফল হতে পারি, হতাশও হতে পারি। জগৎকে নূতন কিছু দিতে হলে এমনি বহু experiment করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষতি ও অন্যায়কে মেনে নিতে হয়। যারা শুধু ক্ষতি ও অন্যায়ের মাত্রা দেখে শিউরে ওঠে তাদের কাছ থেকে জগৎ কোনদিনই কিছু আশা করতে পারে না।

সবিতা। আমাদের এ কথা স্বীকার করে নিয়েও ডাক্তার বলেছেন—বাবা একটা ভ্রান্ত কল্পনার মোহে তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছেন। এভাবে নিজের শক্তির অপচয় করে তিনি দিনের পর দিন যে অন্যায় করে চলবেন তাতে সমাজের চোখে একজন অপরাধী বলেই গণ্য হবেন।

লোকনাথ। ডাক্তারের মনে এ সন্দেহ জেগে থাকলে সে কথা প্রঃ তরফদারকে তাঁর বলা উচিত।

সবিতা। তাঁর যুক্তি শোনবার আগেই বাবা তাঁকে হত্যা করে নিজের পথ পরিষ্কার করতে চাইবেন। ডাক্তারের ইচ্ছা আমরা তাঁকে সাহায্য করি। (সে লোকনাথের মুখের দিকে চাহিল।)

লোকনাথ। কি ভাবে?

সবিতা। আমরা দুজন বাধা দিলেই বাবা আর অগ্রসর হতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে ডাক্তার নিজের জীবন দিয়েও আমাদের সাহায্য করতে ত্রুটী করবেন না।

লোকনাথ। হুঁ, প্রঃ তরফদার চাইছেন ডাঃ সুবিমলকে নিজের দলভুক্ত

করতে—ওদিকে ডাক্তার চান তাঁকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনতে। একজন চান প্রাণ নিতে—অন্যজন দিতে। এই প্রাণ দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে আমার কোন সম্মতি না থাকলেও প্রঃ তরফদারকে সাহায্য করতে আমি বাধ্য।

সবিতা। বাবার অমঙ্গল জেনেও আপনি তাঁকে অন্যায় থেকে বিরত করবেন না?

লোকনাথ। করবো না নয়, পারবো না। আপনি ভুলে যাবেন না—আমি আপনার পিতার আশ্রিত—তাঁর মতবাদের জন্যই তিনি আমায় গড়ে তুলেছেন। আমার মধ্যে কোন প্রতিবাদের স্বর তিনি আশা করেন না। তাঁর বিশ্বাস তিনি আমার ব্যবহারকে আয়ত্ত করেছেন, তাই আমার একটা আলাদা মনের কথা তিনি কল্পনা করতেও পারেন না। আমি তাঁর লেব্‌রটারীর একটা এপারেটাস্‌ মাত্র—ঠিক ভাবে কাজ না পেলে তিনি আমায় আবর্জ্জনার মত ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। প্রঃ তরফদারের সঙ্গে তর্ক করবার, ঝগড়া করবার অধিকার কেবলমাত্র আপনারই আছে—আপনি তাঁর কন্যা। ডাক্তারের সঙ্গে যোগ দিয়ে আপনার বাবার মঙ্গলের জন্য যা করবেন তাতে আমায় সাহায্য করতে অনুরোধ করবেন না।

সবিতা। আপনি কেমন করে জানলেন ডাক্তারের সঙ্গে আমি যোগ দেবো?

লোকনাথ। না দিয়ে আপনার কোন উপায় নেই—যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের ছবি ডাক্তার তাঁর প্রবল যুক্তি দিয়ে আপনার চোখের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে পিতার প্রতি একবিন্দু স্নেহ থাকলে আপনি ডাক্তারের সাহায্যকারিণী হতে বাধ্য। এই জন্যই সেদিন আপনার গলায় হারখানি দেখে আমি যাচাই করতে চেয়েছিলাম আপনি আপনার পিতার ভ্রান্ত আদেশ পালন করতে পারবেন কি না। আপনি ব'লেছিলেন আপনার বাবা ভুল

করতে পারেন না। আজ ডাক্তারের কথায় পিতার মঙ্গলই আপনার সম্মুখে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আপনার দোষ নেই—আপনি তাঁর সন্তান। আপনার অবস্থায় পড়লে আমিও ডাক্তারের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হতাম।

সবিতা। আমার পিতার প্রতি কি আপনার একবিন্দুও স্নেহ নেই ?

লোকনাথ। শুনে বিস্মিত হবেন, প্রঃ তরফদারের মতবাদ ছাড়া প্রঃ তরফদার মানুষটির প্রতি আমার একবিন্দুও স্নেহ নেই। তিনি তাঁর সাধনার জন্য অমন করে উন্মাদ না হলে কখনই আমাকে আশ্রয় দিতেন না। যদিও বা আশ্রয় দিতেন কখনো অতখানি বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্য আমি তাঁর আশ্রিত না বলে তাঁর মতবাদের আশ্রিত বললেই বোধ হয় ভাল শোনাবে।

সবিতা। আপনার নিজের সম্মতির বিরুদ্ধেও বাবাকে ডাক্তারের হত্যায় সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হবেন না ?

লোকনাথ। আপনার বাবার মতবাদের জন্য আমি তাঁকে সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যে সাহায্য করতে বাধ্য সবিতা দেবী।

সবিতা। তাতে আমার পিতার সমূহ—

লোকনাথ। ক্ষতি জেনেও করবো।

সবিতা। কিন্তু মনে রাখবেন—কোনদিন বাবার মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটলে আপনি বিশ্বাসঘাতক রূপেই পরিচিত হবেন।

লোকনাথ। (হাসিল) তাঁর মতবাদ তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে আমাকেও তার অনুসরণ করতে হবে। অনেকখানি বিশ্বাসের পেছনেই তো তার ঘাতক লুকিয়ে থাকে সবিতা দেবী! আশাকরি আপনি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়েছেন।

সবিতা। আমি ভেবেছিলাম আপনার কৃতঘ্নতার একটা সীমা আছে।

আপনার সঙ্গে আলোচনা করা নিষ্ফল। (সে উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।)

লোকনাথ। (হাসিমুখে) রাগ করবেন না। আসুন, আমরা এতকালের সহকর্ম্মী আজ হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করি। এতদিন প্রঃ তরফদার ও তাঁর মতবাদ অবিচ্ছেদ্য ছিল—আজ আপনার কাছে বড় সমস্যা হো'ল প্রঃ তরফদার—আমার কছে তাঁর মতবাদ।

সবিতা। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইল) লোকনাথ বাবু আপনি মানুষ নন্—সত্যিকারের একটা যন্ত্র। (উত্তেজনার প্রাবল্যে সে ভেতরে গেল)।

[লোকনাথ সবিতার গমন পথের দিকে চাহিয়া প্রাণ ভরিয়া হাসিল, পর্দ্দাও নামিয়া আসিল]

৩য় দৃশ্য

(ডাঃ সুবিমলের বসিবার ঘর। সময় বৈকাল। বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টির তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইয়াছে। বাতাস ও মেঘের গর্জ্জন সমানভাবে চলিতেছে। মাঝে মাঝে কাঁচের সার্সির ওপর বিদ্যুতের বক্র কটাক্ষ চোখ ঝলসাইয়া দিতেছে। ডাঃ সুবিমল কক্ষমধ্যে চিন্তিতভাবে পায়চারি করিতেছেন। ঝড়ের জন্য ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছে।)

(দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। ডাক্তার সেদিকে ফিরিলেন।)

ডাঃ সুবিমল। (অপেক্ষাকৃত জোর গলায়) কে? ভেতরে আসুন।

(দরজা খুলিয়া একঝলক দমকা বাতাসের সঙ্গে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বিশ্বনাথ সরকার প্রবেশ করিল। একটা কঠিন উদ্বেগে সে রেন-কোট খুলিতে বা দরজা

বন্ধ করিতে ভুলিয়া গেল। বাতাস তীব্রভাবে ঘরে প্রবেশ করিতে থাকিল। বার বার বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। ডাক্তার বিশ্বনাথের ভাবভঙ্গী দেখিয়া খানিকটা বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

বিশ্বনাথ। ডাঃ রায়চৌধুরি! দাদাকে পুলিশে ধ'রে নিয়ে গেছে!

ডাঃ সুবিমল। (অধিকতর বিস্ময়ে) আপনার দাদা অরবিন্দ বাবুকে? তাঁকে পুলিশ ধ'রে নিয়ে যাবে কেন?

বিশ্বনাথ। যে মেয়েটি আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে তার একটা ফটো দাদার কাছে পাওয়া গেছে।

ডাঃ সুবিমল। ফটো! সে মেয়েটির ফটো আপনার দাদা পেলেন কোথায়?

বিশ্বনাথ। সে কথা দাদা কোনমতেই প্রকাশ করতে রাজী নন্। মেয়েটি আগে ধরা না পড়লে তিনি কিছুই বলবেন না এবং এই কারণে পুলিশ তাঁকেও সন্দেহ করে ধ'রে নিয়ে গেছে। আমরা ভয়ানক বিপদে পড়েছি। পুলিশ বোধ করি এক্ষুনি সে ফটো নিয়ে আপনার কাছেও তদন্ত করতে আসবে। আপনি কি এ বিষয়ে কিছু জানেন ডাঃ রায়চৌধুরি?

ডাঃ সুবিমল। ঘটনাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—বড়ই রহস্যজনক ঠেকছে। আচ্ছা আপনি স্থির হো'ন। বিচলিত হয়ে কোন লাভ নেই। (ডাক্তার নিজেই অগ্রসর হইয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুজনেই আসন গ্রহণ করিলেন) পুলিশ কি আপনার দাদার ঘর সার্চ্চ করে এই ফটো পেয়েছে?

বিশ্বনাথ। পুলিশ কি জন্য তাঁর ঘর সার্চ্চ করতে যাবে—দাদা নিজেই হঠাৎ পুলিশকে ডেকে এই ফটো তাদের হাতে দিয়েছেন। গয়না চুরির পর থেকেই দাদার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করেছি। এর পর থেকে তিনি দোকানে যাওয়া বা লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একেবারে বন্ধ করেছেন। আহার নিদ্রা তো প্রায় ত্যাগ করেছেন

বল্লেই চলে। রাত্রি বেলায় দেখেছি তিনি তাঁর শোবার ঘরে পায়চারী করেন আর বিড় বিড় করে কি সব বকেন। এগুলো আমরা বহু টাকার ক্ষতির প্রতিক্রিয়া বলেই মনে করেছি—এর পেছনে অন্য কোন রহস্য থাকলে আমাদের কারুরই সে কথা জানা নেই।

ডাঃ সুবিমল। পুলিশের হাতে ফটোটা দিয়ে তিনি কি বল্লেন ?

বিশ্বনাথ। প্রথমে তিনি মেয়েটীকে ধরতে না পারার জন্য পুলিশকে তিরস্কার করেন। পরক্ষণেই আমাদের সকলকে বিস্মিত করে ফটোখানি পকেট থেকে বার করে বল্লেন—'এই ফটো হয়তো মেয়েটির সন্ধানে আপনাদের সাহায্য করবে—এটা আপনারা কাগজে ছাপিয়ে, পুরস্কার ঘোষণা করিয়ে, যেমন করে হোক মেয়েটির সন্ধান আমায় এনে দিন। এর জন্য আমি আমার সব কিছু বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত আছি।'

ডাঃ সুবিমল। (রুদ্ধনিঃশ্বাসে) তারপর ?

বিশ্বনাথ। পুলিশ ভয়ানকভাবে ঘাবড়ে গিয়ে দাদাকেই উল্টো জেরা আরম্ভ করলো। এ ফটো তিনি কোথায় কেমন করে পেলেন—আগে এ ফটোর কথা কেন প্রকাশ করেন নি। পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে আমিও দাদাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু দাদা নীরব। তাঁর এক কথা— মেয়েটির সন্ধান না পেলে তাঁর মুখ থেকে একটি কথাও কেও বার করতে, পারবে না।

ডাঃ সুবিমল। আশ্চর্য্য !

বিশ্বনাথ। পুলিশ বোললো ঘটনাটা ভীষণ রহস্যজনক। দাদার মুখ থেকে কিছু না বের করতে পারলে তাঁরা এক পদও অগ্রসর হতে পারবেন না। দাদার নীরবতায় তাঁদের সন্দেহ এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে তাঁরা দাদাকে থানায় নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন।

ডাঃ সুবিমল। আপনার দাদা থানায় যেতে রাজী হলেন ?

বিশ্বনাথ। দাদা কোন আপত্তি করেন নি। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি পুলিশকে জানালেন—তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়া হোক বা জেলে পাঠানো হোক মেয়েটির সন্ধান না পেলে ফটো সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলবেন না। দাদার ব্যবহারে আমরা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। আমি আপনার কাছে এসেছি ডাঃ রায়চৌধুরি, আপনি মনোবৈজ্ঞানিক; দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হয়তো আপনি তাঁর মনের কথা জানলেও জানতে পারেন। তাঁকে পুলিশের কবল থেকে মুক্ত করে না আনতে পারলে আমাদের যে কলঙ্ক রটবে তাতে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা একেবারে অচল হয়ে দাঁড়াবে। আমার মনে হয় দাদা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, হয়তো এমন কোন বাধা আছে যার জন্য·········

ডাঃ সুবিমল। (অন্যমনস্ক ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন) আপনার দাদার ছেলে মেয়ে কয়টী ?

বিশ্বনাথ। দাদা বিবাহ করেন নি। তিনি চিরকুমার।

ডাঃ সুবিমল। (সোজা হইয়া বসিলেন) চিরকুমার! আপনি কিছু না মনে করলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো আপনার দাদার চিরকুমার থাকার পেছনে কোন ইতিহাস আছে কি না ?

বিশ্বনাথ। দাদার চেয়ে বয়সে আমি অনেক ছোট তাই তাঁর অবিবাহিত থাকার পেছনে কোন ইতিহাসের জন্য আমার কৌতূহল জাগে নি। দাদাকে আমরা চিরকাল সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ, ব্যবসায়ী বলেই জেনে এসেছি। দুষ্ট লোকে অবশ্য অনেক কিছু বলে কিন্তু সে কথা দাদার সম্বন্ধে আমরা কোনদিন বিশ্বাস করতে পারিনি।

ডাঃ সুবিমল। তারা কি বলে ?

বিশ্বনাথ। (ঘৃণাভরে) ঐ কেও সারাজীবন বিয়ে না করলে যা বলে থাকে, হতাশ প্রেমিক—চরিত্রে ছিদ্র আছে, এইসব। কিছু একটা অস্বাভাবিক

দেখলেই নানালোকে নানা কাল্পনিক গুজবের সৃষ্টি করে। আপনি এসব মনে স্থান না দিয়ে দাদার সঙ্গে দেখা করে আসল রহস্য জানবার চেষ্টা করুন। পুলিশ এক্ষুনি সে ফটো নিয়ে আপনার কাছে আসবে—আমি চল্লাম। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও রেন-কোট পরিতে আরম্ভ করিলেন, দরজায় পুনরায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল)।

ডাঃ সুবিমল। আপনি যান—আমার দিক থেকে কোন ত্রুটী হবে না।

(ডাক্তার নিজে অগ্রসর হইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। লেডিজ্ রেন-কোট ও টুপি পরিহিতা সবিতা প্রবেশ করিল—চোখে এই বাদলের দিনেও কালো গগল্স —বিশ্বনাথ সরকার তাহার দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার সবিতার অদ্ভূত বেশভূষার দিকে চাহিয়াছিলেন—সে চোখের কালো চশমা খুলিয়া ফেলিল)

ডাঃ সুবিমল। সবিতা দেবী! আপনি এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে আমায় কোন সংবাদ না দিয়ে—(তিনি পুনরায় দরজা বন্ধ করিলেন)

সবিতা। (রেন-কোট খুলিয়া ব্রাকেটে রাখিল) মন স্থির করে আপনার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছি—আপনি বাবাকে রক্ষা করুন। (সে ডাক্তারের কাছে আগাইয়া আসিল)

ডাঃ সুবিমল। আপনি বসুন। আমার কথা আপনি বুঝতে পেরেছেন জেনে সুখী হলাম কিন্তু—

সবিতা। কিন্তু কি ডাক্তার? আপনাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? আমি কি না জানিয়ে এখানে এসে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করে তুললাম?

ডাঃ সুবিমল। বিপদে আমি পড়েছি, তবে আপনার আসার জন্য নয়, অন্য কারণে।

সবিতা। কি বিপদ বলুন। আমি কি আপনাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?

ডাঃ সুবিমল। (তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে সবিতার মুখের দিকে চাহিলেন) হয়তো পারেন।

সবিতা। আপনি কি আমায় সে সুযোগ দিতে চান না ?

ডাঃ সুবিমল। (তিনি আসিয়া সবিতার সামনে বসিলেন) দিতে চাই। আপনি আমায় বলতে পারেন অলঙ্কার বিক্রেতা অরবিন্দ সরকার আপনার ফটো পেলেন কেমন করে ?

সবিতা। আমার ফটো! অরবিন্দ সরকার! আপনি কি বলছেন ডাঃ রায়চৌধুরি ?

ডাঃ সুবিমল। আমি ঠিকই বলছি। অরবিন্দ সরকার আপনার সন্ধানের জন্য এ ফটো পুলিশের হাতে দিয়েছেন। কোথায় কি ভাবে এ ফটো তিনি পেয়েছেন সে কথা আপনি ধরা পড়বার আগে তিনি কিছুতেই বলবেন না। তাঁর সম্পূর্ণ নীরবতায় পুলিশ তাঁকেও সন্দেহ করেছে। পুলিশ এক্ষুনি আমার কাছেও আসবে। আপনি বলুন, আপনার ফটো তিনি কেমন করে পেলেন ?

সবিতা। (কাতরভাবে) আপনি আমায় বিশ্বাস করুন—এ ফটো সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

ডাঃ সুবিমল। আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করবার চেষ্টা করবেন না—সব কথা খুলে বললে আপনারই ভালো হবে।

সবিতা। একবার প্রতারণা করে আমি আপনার বিশ্বাস হারিয়েছি—হয়তো সে বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পারবো না। আপনি আমায় পুলিশের হাতে তুলে দিন—তাতে নিশ্চয় সকল রহস্যের সমাধান হবে। আমি অরবিন্দ বাবুর কাছে সমস্ত অন্যায় স্বীকার করে তাঁর শাস্তি মাথা পেতে তুলে নেবো।

ডাঃ সুবিমল। আপনার ওপর বিশ্বাস আমি হারাইনি। এ ঘটনায় অত্যন্ত

বিচলিত হয়ে পড়েছি। আপনাকে অরবিন্দ বাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু তার পূর্ব্বে প্রঃ তরফদারের সঙ্গে একবার দেখা করা প্রয়োজন।

(এই সময় দরজায় ঘন ঘন কলিং বেল বাজিয়া উঠিল)

ডাঃ সুবিমল। পুলিশ বুঝি এসে পড়লো, আপনি দয়া করে আমার এই পেছনের ঘরটায় গিয়ে বসুন।

সবিতা। (ঈষৎ চাপাগলায় ও বিব্রতভাবে) আমি কি অন্য কোন পথ দিয়ে বাইরে যেতে পারি না?

ডাঃ সুবিমল। (ব্যস্তভাবে) না, না, বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। আপনি দেরী করবেন না। চলে যান পেছনের ঘরে। (তিনি খানিকটা অগ্রসর হইলেন)

সবিতা। (ইতস্ততঃ করিয়া) কিন্তু পুলিশ জানতে পারলে আপনাকেও—

ডাঃ সুবিমল। সে কথা পরে হবে। আপনি যান। (ডাক্তার একরূপ ঠেলিয়াই সবিতাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর বাহিরের দরজা নিজেই খুলিলেন। পুলিশ ইনস্‌পেক্টার প্রবেশ করিলেন। বাহিরে বৃষ্টি প্রায় থামিয়া আসিয়াছে।)

পুলিশ ইনস্‌পেক্টার। জয় হিন্দ, স্যার! আপনাদের কেসটার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেছে।

ডাঃ সুবিমল। হ্যাঁ বিশ্বনাথ বাবু আমায় এই মাত্র সে বিষয়ে কিছু বলে গেলেন।

ইনস্‌পেক্টার। তিনি আপনাকে সে মেয়েটির ফটোর কথা কিছু বলেছেন?

ডাঃ সুবিমল। অরবিন্দ বাবুর কাছ থেকে আপনারা মেয়েটির ফটো পেয়েছেন এবং তিনি কোন কথা বলতে অস্বীকার করায় তাঁকে আপনারা সন্দেহ করেছেন।

ইনস্‌পেক্টার। সন্দেহ না করে আমাদের উপায় নেই। তিনি কিছু না বললে তাঁকে আমরা গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হবো।

ডাঃ সুবিমল। আপনারা তাঁর নীরবতায় কি সন্দেহ করেছেন ?

ইনস্‌পেক্টার। সন্দেহ কি করবো স্যার—আমাদের মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে। এ রকম কেস্ পুলিশ রেকর্ডে আজ পর্য্যন্ত আসেনি। এখন আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের কর্ত্তাও শেষে আপনারই সাহায্য নিতে বাধ্য হবেন।

ডাঃ সুবিমল। (সচকিতভাবে) আমার সাহায্য ? আমি কি করতে পারি ?

ইনস্‌পেক্টার। আপনি হয়তো আপনাদের মনোবিজ্ঞানের কোন রকম প্রণালী প্রয়োগ করে সরকারের মনের কথাটা বার করতেও পারেন। আমরা এসব কাজ অবশ্য মারের চোটেই উদ্ধার করি তবে ইনি একজন বিশিষ্ট লোক তাছাড়া ব্যাপারটাও বড় জটিল। হ্যাঁ, কথায় কথায় আসল জিনিষটাই আপনাকে দেখানো হয়নি। (তিনি পকেট হইতে একটি সোনার ফ্রেমে বাঁধানো পোষ্টকার্ড সাইজের ফটো বাহির করিয়া ডাক্তারের হাতে দিলেন) এই ফটোটাই আমরা পেয়েছি, মেয়েটিকে আপনি ও মিঃ সরকার ছাড়া বোধ করি ভালভাবে কেও দেখেনি,—এখন এটা সত্য কি না বলুন ?

ডাঃ সুবিমল। (ফটো দেখিয়া) হ্যাঁ সেই মেয়েটির ফটো বলেই বোধ হচ্ছে। (তিনি আবার একটু দূরে সরাইয়া দেখিলেন।) তবে চোখের চাহনিতে কেমন যেন একটু পার্থক্য—নাকের ডগাও—ফটো অবশ্য একেবারে নিখুঁত অনেক সময় হয় না।

ইনস্‌পেক্টার। আপনি কি সেদিন মেয়েটির মুখ খুব ভালো করে লক্ষ্য করে ছিলেন ?

ডাঃ সুবিমল। (ফটোর দিকে চোখ রাখিয়া) মানুষের মুখ ভাল করে লক্ষ্য করাই আমাদের ব্যবসা।

ইনস্‌পেক্টার। (হাসিয়া) কেননা মানুষের মুখ তার মনের আয়না। সেদিন যদি আপনি তার মনের কথাটাও জানতে পারতেন স্যার তা'হলে আমাদের আজ এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হোত না।

ডাঃ সুবিমল! ঠিকই। তবে আমরা অন্তর্য্যামী হবার মতো বিদ্যা এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি। ইনস্‌পেক্টার! এ ফটোটা আমার কাছে রেখে যাবেন? আপনাদের কর্ত্তা ডাকবার আগেই আমি একবার সরকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মনের কথাটা জানবার চেষ্টা করবো।

ইনস্‌পেক্টার। আপনি গভর্ণমেন্টের উচ্চপদস্থ ডাক্তার—আপনাকে দিতে কোন আপত্তি নেই। আপনার নামাঙ্কিত কাগজে শুধু একটা লিখে দিন।

ডাঃ সুবিমল। বেশ, (তিনি প্যাড্ লইয়া লিখিতে বসিলেন, ইত্যবসরে ইনস্‌পেক্টারের চোখ পড়িল সবিতার রেন-কোটটির ওপর) এই নিন্।

ইনস্‌পেক্টার। ধন্যবাদ স্যার। কাজ শেষ হলে ফটোটা আফিসে পাঠিয়ে দেবেন। (একটু থামিয়া) আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?

ডাঃ সুবিমল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি জানতে চান বলুন।

ইনস্‌পেক্টার। বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে পথে আমার দেখা হোল, তিনি বললেন কিছুক্ষণ আগে আপনার কাছে একটি তরুণী এসেছিলেন যাঁর মুখের সঙ্গে এই ফটোর অনেকটা মিল আছে।

ডাঃ সুবিমল। মিস্ তরফদারের সঙ্গে এই ফটোর মিল থাকলে আপনারা নিশ্চয় সে সংবাদ পাবেন।

ইনস্‌পেক্টার। ওটা বিশ্বনাথবাবুরই চোখের ভুল: তিনি এখন সকলের মধ্যেই এই ফটোর মিল দেখছেন নইলে আপনারা সকলের মুখ ভাল ভাবে লক্ষ্য

করেন—মিল থাকলে নিশ্চয়ই ধরতে পারতেন। আচ্ছা—নমস্কার, আমি চলি স্যার। আমাদের বিশ্বাস আপনি সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়ই কিছু জানতে পারবেন।

ডাঃ সুবিমল। নমস্কার! আসুন। কিছু জানতে পারলে আপনাদের কর্ত্তাকে জানাব।

(ইনস্‌পেক্টার দোর পর্য্যন্ত গিয়া সহসা ব্রাকেটে বেন-কোটটিব ওপব হাত দিল।)

ইনস্‌পেক্টার। আমায় ক্ষমা করবেন, আমাদের পুলিসের মন বড় সন্দিগ্ধ, এই রেন-কোটটি কোন লেডির বলেই মনে হচ্ছে।

ডাঃ সুবিমল। রেন-কোট! (সেদিকে চাহিয়া) ওঃ, মিস্‌ তরফদার ওটা নিয়ে যেতে হয়তো ভুলে গেছেন।

ইনস্‌পেক্টার। ভুলের জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না স্যার। বৃষ্টিও অনেকক্ষণ থেমে গেছে। আমি একটা মনোবিজ্ঞানের বই-এ পড়েছিলাম মানুষের কোন বস্তুর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেটা সে সাধারণতঃ ভুলেই যায়।

ডাঃ সুবিমল। আপনাদের পুলিশের লোকের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের চর্চ্চা যতই বাড়বে সমাজের ততই মঙ্গল হবে। আপনি মনোবিজ্ঞান পড়বার সুযোগ পান জেনে সুখী হলাম।

ইনস্‌পেক্টার। (হেঃ হেঃ করিয়া খানিকটা হাসিল) আসি স্যার! নমস্কার।

(ইনস্‌পেক্টাব চলিয়া গেল। ডাক্তার দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন সবিতা ঘব হইতে বাহিব হইয়া একটি সোফায় নত মস্তকে বসিয়া আছে।)

সবিতা। (ডাক্তারকে সম্মুখে দেখিয়া) ডাঃ রায়চৌধুরি, আপনি আমার জন্য কেন মিথ্যা কথা বললেন? কেন নিজেকে আপনি এমন করে আমাদের জন্য জড়িয়ে ফেলছেন?

ডাঃ সুবিমল। সবিতা দেবী, আপনার কথার সোজা জবাব আমি সময়

এলে দেবো। আজ শুধু জেনে রাখুন আপনাকে আমি সত্যের সম্মুখীন হতে সাহায্য কচ্ছি মাত্র।

সবিতা। আমি সব কথা দরজার আড়াল থেকে শুনেছি। মিস্ তরফদার মেয়েটির প্রতি পুলিশের সন্দেহ জেগেছে। আমায় তারা ধরবেই এবং সেই সঙ্গে আপনাকেও জড়াবে।

ডাঃ সুবিমল। আমার কথার পর পুলিশের সন্দেহ ঘুচে গেছে। তাছাড়া তারা আপনার খোঁজ করবার আগেই আমি নিজে পুলিশকে সংবাদ দেবো।

সবিতা। তবে দিলেন না কেন ?

ডাঃ সুবিমল। সবিতা দেবী—আমাদের পুলিশ আপনাদের মত মহৎ উদ্দেশ্যবান, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত চোর নিয়ে কারবার করে না। প্রঃ তরফদারকে আপনার সাহায্যে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দেবার আগে পুলিশে সংবাদ দিলে আমার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হবে। আপনাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে—প্রঃ তরফদার বিরত হওয়ার পরিবর্তে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন। তিনি জানবেন আমিই এর জন্য দায়ী। আমায় তিনি কখনও ক্ষমা করবেন না।

সবিতা। কিন্তু পুলিশকে আপনি কি বলে কৈফিয়ৎ দেবেন ?

ডাঃ সুবিমল। পুলিশের কাছে পরে আপনার সন্ধান গোপন করার উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেই তারা আমায় বিশ্বাস করবে।

সবিতা। আমার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও যদি বাবাকে বিরত করতে না পারি ?

ডাঃ সুবিমল। আমার দৃঢ় ধারণা আপনি বাধা দিলে তিনি বিরত হবেন। বিপরীত ক্ষেত্রে আমি তাঁকে পাগল বলতে বাধ্য হবো। যাই হোক্, ভবিষ্যতের ভাবনা আমি ভাববো না। আপনি এই ফটোটা দেখে বলুন, এটা কি সত্যই আপনার ফটো ? (পকেট হইতে ফটো বাহির করিলেন)

সবিতা। (ভাল করিয়া দেখিয়া) হুবহু আমার সঙ্গে মিল, কিন্তু, এ ধরণের শাড়ী, ব্লাউজ, বা ক্রচ তো কোনোদিন আমি ব্যবহার করিনি—এ ভঙ্গীতে ফটোও তোলাই'নি কখনো। (সহসা কি মনে পড়িতে) ডাক্তার, এতক্ষণে একটা কথা আমার মনে পড়েছে। যেদিন অলঙ্কারের জন্য আমি অরবিন্দবাবুর কাছে যাই সেদিন তিনি বহুক্ষণ বিহ্বলভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আপনি আমায় চেনেন'? তিনি লজ্জিত হয়ে বোললেন ওটা তাঁর ভ্রম। আমারই মত দেখতে তাঁর এক নিকট আত্মীয়া বহুদিন আগে মারা গেছেন। আমায় দেখে সেই স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠেছিল।

ডাঃ সুবিমল। বুঝেছি। এটা তাঁর কোন পরিচিত স্ত্রীলোকের ছবিই হবে। আপনাকে ধরবার অন্য কোন পথ না পেয়ে এই ফটোর সাহায্য তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

সবিতা। এতে তাঁর সম্পূর্ণ নীরবতার কোন কারণ পাওয়া যায় না।

ডাঃ সুবিমল। অরবিন্দ সরকার চিরকুমার ব্যক্তি। তাঁর নীরবতার পেছনে অনেক রহস্য থাকতে পারে। আমার মনে হয় তাঁর এ নীরবতা চিরস্থায়ী হবে না।

সবিতা। (উঠিয়া) আপনার কাছে এসে আজকে এমন একটা নূতন রহস্যের সম্মুখীন হবো আমি ভাবতেও পারিনি। আজ আমায় বিদায় দিন, নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে হচ্ছে। আপনার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি কিনা জানি না—যদি পেয়ে থাকি বিশ্বাস করুন, একমাত্র আপনারই সাহায্যের ওপর নির্ভর করে রইলাম।

ডাঃ সুবিমল। (সবিতার দুই হাত ধরিয়া) আমার বিশ্বাস তুমি ফিরে পেয়েছ সবিতা, বল আর তা কোনদিন হারাবে না।

সবিতা। (ডাক্তারের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া) ডাক্তার! আপনি আমায় হারাতে দেবেন না।

(পর্দ্দা নামিয়া আসিল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(দ্বিতীয় অঙ্ক ১ম দৃশ্য বর্ণিত প্রঃ তরফদারের পাঠকক্ষ। সময় সকাল নয়টা। প্রঃ তরফদার টেবিলের সম্মুখে আপন আসনে বসিয়া ঘন ঘন পাইপ টানিতেছেন। তাঁহার পরিধানে একটি ছাইরঙের স্যুট্। মনে হয় কোন একটা সমস্যা সমাধানে তিনি মগ্ন। তাঁহার মুখাবয়বে ক্ষণে ক্ষণে নানাভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কখনও ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইতেছে--কখনও মৃদু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। অত্যাধিক চাঞ্চল্যবশতঃ তিনি আসন ত্যাগ করিয়া কয়েকবার পায়চারি করিলেন। পরক্ষণেই টেবিল হইতে টেলিফোনটী তুলিয়া লইলেন।)

প্রঃ তরফদার। (টলিফোন ধরিয়া) হেলো! হেভ্ মি প্লিজ, পি, কে, টু জিরো সিক্স্ এইট্, ইয়েস।—হেলো! কে? আমি প্রঃ তরফদার কথা বলছি। ডক্টর রায়চৌধুরি আছেন কি?···তাঁকে একবার ফোনে আসতে বলুন দয়া করে।—হ্যাঁ, আমি ধরে আছি। (কিছুক্ষণ তিনি ফোন ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।) হ্যালো, ডাঃ রায়চৌধুরি কথা বলছেন? হ্যালো! সুবিমল, গুড্‌মর্নিং, তুমি একবার সময় করে আমার এখানে আসতে পারবে? একটু প্রয়োজন আছে।—কি বলছো? আজই আসতে পারবে, এখুনি—সে তো আরও ভালো—আই সেল্ বি ভেরি গ্লেড্! ও, এখানে আসবার জন্য তুমি বেরুচ্ছিলে—হোয়াট এ কয়েনসিডেন্স! আমি তোমার জন্য ড্রইংরুমে অপেক্ষা করে রইলাম—এসো। (তিনি টেলিফোন রাখিয়া আসন গ্রহণ করিলেন ও টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া

রিভলভার ও কার্টিজ কেস বাহির করিলেন। কার্টিজ লইয়া রিভলভার লোড্ করিবেন এমন সময় সবিতা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

সবিতা। আসতে পারি বাবা ?

প্রঃ তরফদার। (সেদিকে না চাহিয়া) হোয়াই নট্ ?

(সবিতা নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সে বিস্মিতভাবে রিভলভারের দিকে চাহিল।)

প্রঃ তরফদার। তোমরা কেমন আছ সবিতা ? লোকনাথ কোথায় ?

সবিতা। আজ এখনো তাঁকে দেখিনি। বোধ হয় নিজের ঘরেই আছেন। রিভলভার কি করবেন বাবা ?

প্রঃ তরফদার। কিছু না, (হাসিলেন) অতিথি সৎকারে যদি প্রয়োজন হয় তাই লোড্ করে রেখে দিলাম। হ্যাঁ তোমার সে গয়না বিক্রি করে আমি পঁচাত্তর হাজার টাকা পেয়েছি—এখন এপারেটাস্গুলো এসে পৌছালেই আমি কাজ আরম্ভ করতে পারি। অবশ্য আগে এই ডাঃ স্নবিমলের সমস্যাটা আমাকে সমাধান করতে হবে। তাকে এইমাত্র আসতে বললাম। সে বোধ হয় এখুনি এসে পৌছাবে। (তিনি রিভলভার, কার্টিজ কেস ড্রয়ারে রাখিয়া দিলেন।)

সবিতা। ডাঃ স্নবিমল রায়চৌধুরি আমাদের কথামত কাজ না করলে আপনি কি তাঁকে সত্যই হত্যা করবেন বাবা ?

প্রঃ তরফদার। (সবিতার মুখের দিকে চাহিলেন) অন্ততঃ এই গয়নাচুরির ব্যাপারটা গোপন রাখতে অস্বীকার করলে—I shall rather be compelled. তোমার মুখ বড় শুকনো দেখাচ্ছে, এ'কদিন তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ করেছিল ?

সবিতা। না বাবা।

প্রঃ তরফদার। Do'nt be nervous my girl. (তিনি সবিতার পিঠে

হাত রাখিলেন।) একটা বিরাট কিছু গড়ে তুলতে হ'লে এসব সামান্য দু'একটা theft বা murderকে importance দিলে চলে না। যাই-হোক, সুবিমল বুঝি এসে পড়লো—আমি ড্রইংরুমে যাই। প্রথমে তুমি বা লোকনাথ তাকে দেখা দিও না। লোকনাথকে বলে দিও সে যেন তার নিজের ঘরেই থাকে। সুবিমল তোমাদের কথা গোপন রাখতে চাইলে—আমি তোমাদের ডেকে পাঠাব। (তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রস্থান করিতে করিতে বলিলেন) ভালই হয়েছে সুবিমল একটা appointed hourএ আসছে।

(প্রঃ তরফদার ও সবিতার প্রস্থান। ক্ষণপরেই বিদ্যুৎবেগে সবিতা ঘরে প্রবেশ করিল ও ড্রয়ার হইতে রিভলভার বাহির করিয়া **unload** করিতে সুরু করিল, লোকনাথ খোলা দরজায় একবার উঁকি দিল—সবিতা দেখিতে পাইল না। সে রিভলভার ও কার্টিজ কেস হইতে সমস্ত গুলি বাহির করিয়া আপন বস্ত্রে লুকাইল। খালি কেস ও রিভলভার পুনরায় ড্রয়ারে রাখিয়া চলিয়া গেল। সবিতা যে দ্বার দিয়া পলাইল তাহার বিপরীত দ্বার দিয়া লোকনাথ প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটি মাত্র রিভলভারের কার্ত্তুজ—সে কার্ত্তুজটি হাতে তুলিয়া হাসিতে হাসিতে টেবিলের কাছে আসিল এবং ড্রয়ার হইতে রিভলভার বাহির করিয়া লোড করিতে করিতে বলিল)—"সবিতা। **Poor girl! Don't you know that fate is irresistible!** (সে আবার হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণ রঙ্গমঞ্চ শূন্য রহিল। নেপথ্যে একটা করুণ সুর যেন ভাসিতে ভাসিতে দূরে মিলাইয়া গেল। ডাঃ সুবিমলের পিঠে হাত রাখিয়া প্রঃ তরফদার প্রবেশ করিলেন।)

প্রঃ তরফদার। This is my study. আমার এখানে তোমার এই প্রথম আগমন, কি বল সুবিমল?

ডাঃ সুবিমল। হাঁ, আপনার পাঠকক্ষ দেখবার সুযোগ আমার আগে ঘটেনি।

প্রঃ তরফদার। বসো, সুবিমল বসো—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আলোচনা ক'রবার আছে।

(প্রঃ তরফদার ও ডাক্তার সুবিমল উপবেশন করিলেন। প্রঃ তরফদার ড্রয়ার হইতে সিগারের বাক্স ও সিগারেটের টিন বাহির করিলেন)

প্রঃ তরফদার। Have as you like.

ডাঃ সুবিমল। Excuse me sir. এর কোনটাই আমি ব্যবহার করি না।

প্রঃ তরফদার। How strange. A psychologist without smoke !

(তিনি নিজে একটি সিগার ধরাইলেন ও সুবিমলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন)

প্রঃ তরফদার। সুবিমল ! তোমায় আমি আজ কেন ডেকেছি জান ?

ডাঃ সুবিমল। ঠিক বলতে পারবো না। হয়তো আপনার গবেষণার বিষয়ে কিছু বলবেন।

প্রঃ তরফদার। Really so. আমার গবেষণায় তোমার কতখানি আস্থা আছে তা আমি সত্যি করে জানতে চাই।

ডাঃ সুবিমল। আপনি তো জানেন আমি একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদ নিয়ে কাজ করি। আপনাদের কল্পিত মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য কম। আমি যতদূর জানি আপনি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারা অনুসরণ করে তাদের চেয়েও নূতন কিছুর গবেষণায় মন দিয়েছেন। তাদের theory আপনার গবেষণার ভিত্তিরূপে কতখানি নির্ভরযোগ্য হতে পারে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে। তবে আপনার সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমকে আমি যথাসম্ভব শ্রদ্ধা করতে বাধ্য।

প্রঃ তরফদার। শুনে সুখী হলাম। আমি যদি তোমাকে আমার সঙ্গে যোগ দিতে বলি তাতে তুমি কি আপত্তি করবে ?

ডাঃ সুবিমল। দুটো মতবাদ নিয়ে একসঙ্গে কাজ করা যায় না।

প্রঃ তরফদার। তা যায় না ঠিকই। কিন্তু আমার লেব্রটারীতে মাঝে মাঝে এসে তুমি যদি আমায় সাহায্য কর তাতে এমন কি বিশেষ ক্ষতি হবে? তোমায় অনুরোধ করতাম না। আমার এতদিনের সাধনার ও পরিশ্রমের বস্তুকে যদি এ জীবনে সমাপ্ত করতে না পারি তবে তাকে সমাপ্ত করবার ভার তোমার মত একজন উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। সুবিমল! Will you disappoint me?

ডাঃ সুবিমল। আপনি আমায় ক্ষমা করুন স্যার। যে মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না সে মতবাদের ওপর নির্ভর করে কোন গবেষণা আমার দ্বারা কেমন করে সমাপ্ত হবে?

প্রঃ তরফদার। (চুরুট ফেলিয়া পায়চারি করিতে আরম্ভ করিলেন) আমি তোমার অসুবিধা বুঝতে পেরেছি। দেখো সুবিমল, আমার এই সাধনার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি। একে সফল করে তুলতে হলে অজস্র অর্থ, অপরিমিত সহানুভূতির প্রয়োজন। কিন্তু আমার তেমন অর্থ নেই যা দিয়ে আমার Laboratoryকে equip করতে পারি। এর পর আমার প্রয়োজন তিন চার মাস বয়সের এক ডজন শিশু। এরাই হবে আমার গবেষণার বস্তু—এদেরই ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াকে আমি সংযত করে সুসঙ্গতভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করবো। এরাই হবে আগামী দিনের এক নূতন মানুষ। এই সব শিশুদের কেও হয়তো আমায় স্বেচ্ছায় দিতে চাইবে না। তাই আমি স্থির করেছি এমন একটা বৃহৎ ও মহৎ ব্যাপারের জন্য সমাজ চিহ্নিত অন্যায়ের পথই অবলম্বন করবো। এ ছাড়া আমার অন্য কোন উপায় নেই।

ডাঃ সুবিমল। আপনি কি সঙ্কল্প করেছেন এই এক ডজন শিশু আপনি অপহরণ করবেন?

প্রঃ তরফদার। স্বেচ্ছায় কেউ দিতে না চাইলে আমায় বাধ্য হয়ে অপহরণ করতে হবে।

ডাঃ সুবিমল। এ পথ আপনি ত্যাগ করুন স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ কচ্ছি।

প্রঃ তরফদার। (হাসিলেন) যে ফল লাভের আশায় আমি সারা জীবন তপস্যা করলাম, নিজেকে পার্থিব সুখ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করলাম, স্নেহ, দয়া, মায়া, ধর্ম্ম এ সমস্ত সুকোমল প্রবৃত্তির মুখ গলা টিপে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিলাম—আমার সেই আশা আজ তোমার সামান্য অনুরোধে ত্যাগ করবো ? (তিনি সুবিমলের কাছে গেলেন) তুমি জান সুবিমল, আমার মধ্যে সেই সব মৃত প্রবৃত্তির প্রেতাত্মাগুলো মাঝে মাঝে তাদের ছায়ামূর্ত্তি নিয়ে ভয় দেখাতে আসে, গুমরে গুমরে কাঁদে, দেখে আমার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—আমি মুখ বুজে বসে থাকি, কঠোরভাবে কর্ম্ম করে যাই শুধু ঐ এক আশায়—নূতন মানুষ তৈরি করবো! সে মানুষ হিংসা করবে না, লোভ করবে না শুধু সৃষ্টি করবে অপূর্ব্ব, অভিনব—(তিনি সহসা থামিলেন ও চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন)

ডাঃ সুবিমল। এই নোংরা পৃথিবীতে আপনার সে নবমানবের মৃত্যু ঘটতে বিশেষ বিলম্ব হবে না।

প্রঃ তরফদার। তাদের মৃত্যুর পূর্ব্বেই বেরিয়ে আসবে আর এক দল, পূর্ব্বগামীদের বাঁচিয়ে তুলবে তারা—এমনিভাবে একদিন রাষ্ট্র গ্রহণ করবে আমার মতবাদ আর গ্রহণ করবে দেশের শিশুদের ভার। শিশুরা হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি, পিতা-মাতা তাদের মানুষ করে তোলবার দায় থেকে পাবে অব্যাহতি। আমার স্বপ্ন সেইদিন সফল হবে।

ডাঃ সুবিমল। আপনার স্বপ্নের বাস্তব ছবি আমি কল্পনাও করতে পারি না।

প্রঃ তরফদার। পারনা এইজন্যে যে তুমি আজ নিজেকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ফেলেছ। তুমি চেয়েছ adjustment—সামঞ্জস্য ঘটাতে, আমি চাই সাধারণকে ভেঙ্গে এক অসাধারণ গড়ে তুলতে। এ কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়, সঠিক বাস্তব। মানুষ এসেছিল—বর্ব্বর মানুষ, যার সাথে পশুর বিশেষ প্রভেদ ছিল না, সেই মানুষ একদিন জঙ্গল হতে, পাহাড়ের গুহা হতে বেরিয়ে এসেছিল। আজ পর্য্যন্ত সেই মানুষ আপনার পশুত্বের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে, তার এক একটি লড়াইএ জয়লাভ এক একটি সভ্যতার চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। কিন্তু পশুত্ব পরাজিত হয়নি—মানুষের লোভ, আত্মসাৎ, পাশবিক কলহ, যৌনাকর্ষণ আজও থামেনি। সে তার পশুর সত্বাকে সব কিছু অস্ত্রে যেমন অর্থে, বিলাসে, সুরায়, নারীতে সজ্জিত করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলেছে। এতে তার পরাজয় অনিবার্য্য। কোন দিনই সে তার মনুষ্যত্বকে শক্তিশালী করবার জন্য একতাবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করতে চায় না। সে আজ আনবিক শক্তিকে আয়ত্ত করেছে কিন্তু সেই অনুপাতে লোভ ও ভ্রাতৃহত্যার পশু-প্রলোভনকে সংযত করতে পারেনি—সে বিষয়ে তার কোন আগ্রহও নেই। আমার সৃষ্ট সেই মহামানব নিশ্চয়ই জয়ী হবে। একদিকের গবেষণাগারে বিরাট বাহ্য-শক্তি মানুষের করায়ত্ত হবে অন্য দিকের গবেষণাগারে মানুষ নিজের ব্যবহারকে করবে আয়ত্ত—পৃথিবী হবে স্নিগ্ধ, সুন্দর, হাস্যময়ী। এই নূতন গবেষণাগার গড়ে তুলতে যদি আমি কোন অন্যায় পথ গ্রহণ করি তবে বর্ত্তমানে তা সম্যক অন্যায় বলে প্রচারিত হলেও সুদূর ভবিষ্যতে সর্ব্বোত্তম ন্যায় বলেই কথিত হবে।

ডাঃ সুবিমল। আপনার কল্পনা সত্য হতে পারে, জগতে কাল্পনিক ব্যক্তি মাত্রের মনেই এমন ছবির উদয় স্বাভাবিক, কিন্তু বর্ত্তমান পরিবেশে আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করলে আপনি পাগল বলেই

প্রমাণিত হবেন। আপনি মানুষের ক্রম-বিকাশের ধারাকে অস্বীকার ক'রতে চলেছেন, মানুষ আপনাকে ক্ষমা করবে না। পশু-শক্তিকেই এখন মানুষ শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে মনে করে—আপনি সেই শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে মনুষ্যত্বের বক্তৃতা দিলে কেউ আপনার কথায় কান দেবে না। আপনি প্রবঞ্চক, ভণ্ড ও পরিশেষে পাগল বলেই পরিগণিত হবেন। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আবার অনুরোধ কচ্ছি স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা মুছে ফেলবার চেষ্টা করবেন না। সেদিনের এখনো বিলম্ব আছে।

প্রঃ তরফদার। তুমি বলতে চাও, আমার সারা জীবনের কৃচ্ছ্র-সাধনা—তার কোন মূল্যই জগৎ দেবে না? সামান্য অর্থাভাবে আমার সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে?

ডাঃ সুবিমল। নষ্ট হবে না। আপনার ভাবধারাকে আপনি আগামীকালের মানুষের জন্য প্রকাশ করে যান। সুবিধাজনক পরিবেশে আপনার সাধনাকে তারা কোনদিন বাস্তবে পরিণত করলেও করতে পারে।

প্রঃ তরফদার। না, না, তা হয় না সুবিমল—সে আমি পারবো না, আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত চেষ্টা করতে আমি ভয় পাবো না।

(সহসা সবিতার প্রবেশ)

সবিতা। বাবা! বাবা! আমিও অনুরোধ কচ্ছি এ অন্যায় থেকে আপনি বিরত হো'ন্। ডাঃ রায়চৌধুরির কথা শুনুন।

প্রঃ তরফদার। (পরম বিস্ময় ও ক্রোধে উঠিয়া দাঁড়াইলেন) সবিতা! সবিতা! How dare you!

ডাঃ সুবিমল। আপনি ব্যস্ত হবেন না, সবিতা দেবীর সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়েছে।

প্রঃ তরফদার। ডক্টর সুবিমল! তুমি সমস্তই জেনেছো?

ডাঃ সুবিমল। হ্যাঁ আমি সমস্তই জেনেছি। আপনি নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করুন। আপনার অপবাদ আমাদের দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকেই অপমানিত করবে।

(সবিতা প্রঃ তরফদারের পায়ের কাছে নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল)

সবিতা। এমন করে নিজের সর্ব্বনাশ আমি তোমায় করতে দেবো না বাবা!

প্রঃ তরফদার। বুঝেছি, তোমরা আমার বিরুদ্ধে আগেই ষড়যন্ত্র করেছো। (তিনি সবিতাকে পায়ের নিকট হইতে ছুঁড়িয়া দিলেন) You treacherous woman, তোমায় আমি নিজে হাতে মানুষ করে তুলেছি—আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমার মতবাদে দীক্ষিত করেছি—আজ তুমিই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ? কে তোমায় মন্ত্রণা দিয়েছে? (তিনি ক্ষুব্ধ শার্দ্দূলের মত সবিতার সম্মুখীন হইলেন। সবিতা প্রঃ তরফদারের পদাঘাতে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল—ডাঃ সুবিমল তাহাকে তুলিয়া ধরিলেন।)

সবিতা। (ডাক্তারের হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া দৃপ্ত কণ্ঠে) তোমায় বাধা দেওয়ার অধিকার আমার রয়েছে বাবা, আমি তোমার মেয়ে!

প্রঃ তরফদার। (পাগলের মত হাসিয়া উঠিলেন) মেয়ে? আমার মেয়ে? Wonderful! you demand to be my daughter, a thing of of the slums! ও মুখ আর আমায় দেখিও না, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার সুমুখ থেকে—তোমাদের সাহায্যের প্রত্যাশা আমি করবো না। লোকনাথ! আমার লোকনাথ এখনো রয়েছে—তাকে নিয়েই আমি অগ্রসর হবো।

ডাঃ সুবিমল। আপনি ক্রোধে উন্মত্ত না হয়ে আমার কথা একটু স্থির হয়ে শুনুন।

প্রঃ তরফদার। (চিৎকার করিয়া) I say, you get away from here. Let me be alone.

(ডাঃ সুবিমল সবিতাকে বাহিবে লইয়া গেলেন। প্রঃ তরফদার নিজেকে শান্ত করিবাব চেষ্টা কবিলেন। তাঁহাব মুখাবয়ব বীভৎস দেখাইতেছে, তিনি আপন মনেই বলিতেছেন।)

প্রঃ তরফদার। Treacherous ! আমি ভুল করেছিলাম। Women are always treacherous. কিন্তু লোকনাথ ? সে নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেনি, না না, সে তা পারে না। (তিনি কলিংবেলে চাপ দিলেন, বেয়ারা আসিয়া প্রবেশ করিল) লোকনাথ বাবুকো জলদি বোলাও। (তিনি উঠিয়া পুনরায় পায়চারি আরম্ভ করিলেন।)

(ধীবে ধীবে লোকনাথ প্রবেশ কবিল)

লোকনাথ। আপনি আমায় ডেকেছিলেন ?

প্রঃ তরফদার। (লোকনাথের দিকে চাহিলেন, আপন মনোকল্ চোখে দিলেন। লোকনাথের কাছে আগাইয়া গিয়া অস্ফুটস্বরে) লোকনাথ! লোকনাথ! My boy ! (তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত লোকনাথের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাবাবেগে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। লোকনাথ পরম বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার ভাব-ভঙ্গিটা দেখিতেছে) Don't mind. বোস। (লোকনাথ বসিল) লোকনাথ! Do you know who you are ?

লোকনাথ। (বিস্ময়ে সে উঠিয়া দাঁড়াইল) আপনি কি বলছেন ? আপনাকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন ? আপনি স্থির হয়ে বসুন।

প্রঃ তরফদার। আমি বিচলিত হইনি, ঠিকই বলছি। লোকনাথ তুমি জান তোমার পিতা কে ?

লোকনাথ। আপনার কাছে শুনেছি আমি আপনার বন্ধু পরলোকগত ডাঃ হরিশচন্দ্র সেনের পুত্র। কিন্তু সে কথার আজ কি প্রয়োজন?

প্রঃ তরফদার। আজ সে কথার সত্যিকারের প্রয়োজন আমি অনুভব কচ্ছি। তুমি জান সবিতা ডাঃ সুবিমলের সঙ্গে যোগ দিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে?

লোকনাথ। জানি।

প্রঃ তরফদার। জান? তুমিও জান? কেমন করে জানলে? তুমিও কি তবে?

লোকনাথ। না, আমি বিশ্বাসঘাতক নই। সবিতাদেবী নিজেই আমায় একদিন বলেছিলেন।

প্রঃ তরফদার। আমায় এ কথা বলনি কেন?

লোকনাথ। আপনাকে বলবার সুযোগ পাইনি। কাল রাত্রে আপনি এখানে ফিরেছেন।

প্রঃ তরফদার। লোকনাথ। আমি যদি বলি সবিতা আমার মেয়ে নয় তাতে কি তুমি খুব বিস্মিত হবে?

লোকনাথ। হওয়া স্বাভাবিক। সবিতা দেবী যদি আপনার মেয়ে নন্ তবে তিনি কে?

প্রঃ তরফদার। সে কেউ নয়। তার কোন পরিচয় নেই। একটা সমাজের আবর্জ্জনাকে আমি আমার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে নিখুঁত সুন্দর ভাবে গড়ে তুলেছিলাম। সবিতা সেই মেয়ের দাবী তুলেই আজ আমার সব কিছু ব্যর্থ করে দিতে বসেছে। যাক্, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস বলবার অবসর আমার এখন নেই। তোমাদের দুজনকে আমি আমার সাধনার জন্যই গড়ে তুলেছিলাম—কোনদিন তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা

করতে পারো এ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। সবিতা আমায় ত্যাগ করেছে, লোকনাথ তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।

লোকনাথ। আমার সম্বন্ধে আপনার বিচলিত হবার কোন কারণ নেই, আমি আপনাকে কোনদিন ত্যাগ করবো না।

প্রঃ তরফদার। সে কথা আমি জানি। (তিনি লোকনাথের কাঁধে হাত রাখিলেন।) লোকনাথ, আমি তোমায় আজীবন বঞ্চনা করে এসেছি, নিজেও বঞ্চিত হয়েছি, তাই ভয় হয় একদিন সে কথা কোন প্রকারে জানতে পারলে তুমি আমার ওপর বিশ্বাস হারাবে। সবিতা আজ আমায় ত্যাগ না করলে এ কথা বলার প্রয়োজন হতো না।

লোকনাথ। আপনি আমায় কোনদিন বঞ্চনা করেন নি। আমার দিক দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

প্রঃ তরফদার। তুমি জান না তাই একথা বলছো। তুমি চিরকাল জেনে এসেছো আমার বন্ধু ডাঃ সেন তোমার পিতা কিন্তু—কিন্তু—লোকনাথ—এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

লোকনাথ। সম্পূর্ণ মিথ্যা! তবে আমার পিতৃ-পরিচয় কি ?

প্রঃ তরফদার। পিতা-পুত্রের সম্পর্ক বজায় রেখে তোমায় এমনভাবে গড়ে তুলতে পারতাম না বলেই আমায় এই বঞ্চনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। (লোকনাথ কিছুই বলিতে পারিল না, নীরব বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।) বিশ্বাস করতে পারছো না, ভাবছো বাপ হয়ে কেমন করে নিজের ছেলের কাছে সারাজীবন আত্মগোপন করে রইলাম। শুধু আমার সাধনার জন্য—আমার সাধনা আমার পুত্রের চেয়েও বড়। সেই সাধনাকে সফল করবার প্রয়াসে তোমায় একটি যন্ত্ররূপেই আমি গড়ে তুলেছি। ভেবেছি পরিচয় দিলে তুমি আমার অবাধ্য হবে, তর্ক করবে। তাই পথের আবর্জ্জনাকে নিজের

সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে তোমায় করেছি বঞ্চনা, নিজেকেও করেছি বঞ্চিত। আমার কথা যদি তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হয়, আমি তোমায় প্রমাণ দেখাব। (তিনি চাবি দিয়া আলমারী খুলিয়া একটি এল্‌বাম ও কতকগুলি চিঠি বাহির করিলেন।) আমি যখন জার্ম্মানীতে তখন এদেশে মামার বাড়ীতে তোমার জন্ম হয়। তোমার মা সে সংবাদ আমায় পত্রে জানিয়েছিলেন—এই সেই পত্র আর এই এল্‌বামে তোমার মায়ের সঙ্গে তোলা তোমার ছোটবেলার ছবি। তুমি যখন ছয়'মাসের শিশু তখন তোমার মায়ের মৃত্যু ঘটে। (লোকনাথ চিঠি ও এল্‌বাম নীরবে দেখিতে লাগিল) সাংসারিক-জীবন যাপন করবার ইচ্ছা আমার কোনদিন ছিল না। তোমার মায়ের ওপর আমি বহু অত্যাচার অবিচার করেছি, সে কথা আলোচনা করে আজ কোন লাভ নেই। আজ শুধু এসো তুমি, আমি, আমরা পিতা-পুত্র—সমস্ত বাধা, বিপত্তি অতিক্রম করে জগতে এক নবসৃষ্টির সূচনা করে যাই। (লোকনাথ স্থিরভাবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল) চুপ করে রয়েছ কেন লোকনাথ? তোমায় আমি সাধারণ ছেলের মত শিক্ষা দিইনি যে আজ তুচ্ছ পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ নিয়ে তুমি অভিমান করবে। (তিনি তাহার কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন)

লোকনাথ। (তাহার মুখাবয়ব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে) আমায় আপনি ক্ষমা করুন, এই গবেষণায় আপনাকে আমি সাহায্য করতে পারবো না।

প্রঃ তরফদার। (বিচলিতভাবে) লোকনাথ। Are you going to be really mad! এই কথা শোনবার প্রত্যাশায় কি আজ তোমায় সত্যিকারের পরিচয় দিলাম?

লোকনাথ। (দৃঢ়কণ্ঠে) এ পরিচয় দিয়ে আপনি ভুল করেছেন। আপনি আজ সত্যই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন।

প্রঃ তরফদার। আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়িনি, তোমার সাহায্য ও বিশ্বাস পূর্ণমাত্রায় পাব বলেই আজ বাধ্য হয়ে তোমাকে আমাদের পরিচয় জানিয়েছি।

লোকনাথ। যে মতবাদ পুত্রকে পিতৃ-পরিচয় দিতে ভয় পায়, যে মতবাদ এতখানি দুর্ব্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সে মতবাদের জন্য একটির পর একটি অন্যায়ে আমি আমার পিতাকে সাহায্য করবো না।

প্রঃ তরফদার। (আসন্ন হতাশায় মরিয়া হইয়া) Sentimental dog! আমি যদি সে পরিচয় ফিরিয়ে নি। একটা সামান্য ছবি ও চিঠি থেকে প্রমাণ হয় না যে আমি তোমার পিতা। আমি তোমার ব্যবহারকে পরীক্ষা কচ্ছি মাত্র। Don't be a fool, come! Let us proceed.

লোকনাথ। সে পরিচয় আপনি আর ফিরিয়ে নিতে পারেন না। ছবি ও চিঠিকে অবিশ্বাস করলেও আপনার মুখে যে ভাবটুকু পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাকে তো অবিশ্বাস করতে পারবো না।

প্রঃ তরফদার। (পুনরায় অপ্রকৃতিস্থভাবে) তুমি আমার মুখে পিতৃত্বের ছাপ দেখতে পাচ্ছো?

লোকনাথ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

প্রঃ তরফদার। Lier! You are a damn lier! ডাক্তার সুবিমলের প্ররোচনায় তুমিও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছো। বিশ্বাসঘাতক! Traitor! (তিনি উন্মাদের মত পায়চারি করিতে করিতে লোকনাথের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন) কিন্তু এর পরিণাম কি জান?

লোকনাথ। পরিনাম ভেবে আমি আমার কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো না।

প্রঃ তরফদার। কর্ত্তব্য! কাকে তুমি কর্ত্তব্য বল লোকনাথ?

লোকনাথ। গবেষণার নামে প্রতিদিন আপনি যে জাল, জুয়াচুরি ও হত্যার আশ্রয় নিতে চলেছেন তা থেকে আপনাকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য।

প্রঃ তরফদার। আমি জালিয়াৎ, চোর, হত্যাকারী—এই পরিচয়ই তুমি এতকাল আমার পেয়েছো! কিন্তু এ কর্ত্তব্যজ্ঞান তোমার আগে কোথায় ছিল ?

লোকনাথ। এর আগে আপনাকে বাধা দেবার অধিকার আমার ছিল না।

প্রঃ তরফদার। আজ আমার পুত্র—এই পরিচয়ে সে অধিকার তোমার জন্মাল! তুমি কি জান না আমার সাধনা, আমার মতবাদ পুত্রকেও ক্ষমা করবে না।

লোকনাথ। আমি জানি।

প্রঃ তরফদার। তবু তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে ?

লোকনাথ। আপনাকে যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করবার সুযোগ দেবো না।

প্রঃ তরফদার। এক মুহূর্ত্তে তুমি ভেবেছো আমার সারাজীবনের গতিরোধ করে দেবে। (তিনি ড্রয়ার হইতে রিভলভার বাহির করিলেন) আমি আদেশ কচ্ছি—এই রিভলভার গ্রহণ কর, আমাদের প্রধান শত্রু সুবিমলের হত্যার ভার আমি তোমায় দিলাম।

লোকনাথ। ডাঃ সুবিমল শত্রু নন্। তিনি আপনার একান্ত শুভাকাঙ্খী। আমি তাঁকে বিনা দোষে হত্যা করতে পারবো না।

প্রঃ তরফদার। আমার আদেশ আজ অমান্য করবে ? (তিনি রিভলভার তুলিয়া লোকনাথকে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার মুখ বীভৎস নিষ্ঠুরতায় ও হতাশায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে) তবে প্রস্তুত হও।

লোকনাথ। (দুই পা পিছাইয়া) বাবা! আপনি আমায় হত্যা করবেন ? (তাহার মুখে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।)

প্রঃ তরফদার। (উন্মাদের মত হাসিয়া উঠিলেন) সারাজীবন ধরে যে পিতৃত্বকে আমি গলা টিপে হত্যা করে এসেছি আজ শতবার ডাকলেও তার সাড়া পাবে না। যে জন্য সব কিছু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি আমার সেই আজীবনের সাধনাকেই তুমি বিফল করতে চলেছো—আমার এই ব্যর্থ সাধনার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—পুত্র-কলত্র নিয়ে সাধারণ জীবন আমি যাপন করতে পারবো না।

(লোকনাথ পিছু হটিতে লাগিল ও তিনি উপরোক্ত কথা বলিতে বলিতে রিভলভার লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন)

লোকনাথ। বাবা ! বাবা ! আপনি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন না—আপনি স্থির হো'ন।

প্রঃ তরফদার। Traitor ! Conspirator ! An infamy of the human race. Satan in the kingdom of God ! (বলিতে বলিতে তিনি কক্ষের দরজার নিকট লোকনাথকে পিছু হটাইয়া লইয়া গেলেন। লোকনাথ—"বাবা" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল—প্রঃ তরফদারও ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। নেপথ্যে রিভলভারের প্রবল শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 'বাবা' এই আর্ত্ত চিৎকার শোনা গেল। পরক্ষণেই ঝড়ের বেগে প্রঃ তরফদার সম্পূর্ণ উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রবেশ করিলেন) Lost ! Lost ! Every thing lost ! A great hope for humanity is lost ! যা কিছু গড়লাম সবই ভেঙ্গে গেল, শুধু বাকি আছি আমি। (তিনি পাভ্‌লোভ্‌ ও ওয়াট্‌সনের বাষ্ট্‌ দুইটি সজোরে মেঝেতে নিক্ষেপ করিলেন।) শয়তান ! শয়তানের কাছে সৃষ্টিকর্ত্তা হেরে গেলেন। (তিনি রিভলভার নিজের বুকে স্থাপন করিয়া ট্রিগারে চাপ দিলেন কিন্তু গুলি বাহির হইল না—ড্রয়ার খুলিয়া কার্ত্তুজ কেস বাহির করিলেন কিন্তু তাহা শূন্য দেখিয়া ক্রোধে রিভলভার ছুঁড়িয়া দিলেন ও টেবিল হইতে

ফোন তুলিয়া ধরিলেন।) হেলো, হেলো, লালবাজার। আমি পুলিশ-কমিশনারকে চাই। হ্যাঁ আমি প্রফেসার প্রমথনাথ তরফদার, ২২।১ গড়িয়াহাটা রোডের বাড়ীতে আমার একমাত্র পুত্র শ্রীমান লোকনাথ তরফদারকে এই মাত্র খুন করেছি, আমি আত্মসমর্পণ করতে চাই। (ফোন ফেলিয়া তিনি টেবিলের উপর পড়িয়া গেলেন, ঠিক এই সময় সবিতা ও সুবিমল ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল, সবিতার মাথার চুল এলোমেলোভাবে মুখের ওপর পড়িয়াছে। ডাঃ সুবিমল প্রঃ তরফদারকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইবার চেষ্টা করিলেন।)

সবিতা। (প্রঃ তরফদারের নিকটে গিয়া) বাবা! বাবা! এ তুমি কি করলে বাবা? (তাহার কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল) এ তুমি কেন করলে বাবা? তোমার রিভলভারে কে গুলি দিল? আমি যে সব গুলি বার করে রেখেছিলাম।

ডাঃ সুবিমল। (প্রঃ তরফদারের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া) সবিতাদেবী, একটু জল!

(সবিতা যাইতেছিল—প্রঃ তরফদার ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর উঠিয়া বসিলেন —তাঁহার মুখে অব্যক্ত বেদনা পরিস্ফুট।)

প্রঃ তরফদার। (সবিতা ও ডাঃ সুবিমলের দিকে চাহিয়া) কে সবিতা? সুবিমল? তোমরা জান? তোমরা শুনেছ? ভগবানের সুন্দর সৃষ্টিকে শয়তান এসে বার বার ভেঙ্গে দিয়েছিলো। (তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল)।

ডাঃ সুবিমল। আপনি কেন অমন করে জ্ঞান হারালেন?

প্রঃ তরফদার। (ডাক্তারের দিকে চাহিয়া ম্লান হাসি হাসিলেন) জ্ঞান হারালাম কেন? সে কথা জগৎকে বলে যাব সেইদিন যেদিন প্রকাশ্য আদালতে আমার পুত্রহত্যার বিচার হবে।

ডাঃ সুবিমল। আপনার পুত্র!

প্রঃ তরফদার। হ্যাঁ আমার পুত্র লোকনাথ। (তিনি সহসা সবিতা ও সুবিমলের হাত এক সঙ্গে চাপিয়া ধরিলেন) চিরকাল আমি আদেশ করে এসেছি, আজ তোমাদের দুজনকে অনুরোধ করছি—তোমরা চেষ্টা ক'রো, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রো, আমার যেন—আমার যেন প্রাণদণ্ড হয়।

(সবিতা "বাবা" বলিয়া প্রঃ তরফদারের বুকে মাথা রাখিয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রঃ তরফদার তাহার মাথায় হাত দিয়া নীরবে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ডাঃ সুবিমল নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পর্দা নামিয়া আসিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সেসান জজের আদালত। জজ্ উপবিষ্ট। একপাশে জুরিগণ বসিয়া আছেন। জজের সম্মুখে পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ লাহিড়ি ও আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার মিঃ বোস্ বসিয়া আছেন। আসামীর কাঠগড়ায় প্রঃ তরফদার—তাঁহার কাঁচাপাকা চুল এলোমেলো, পরণে সেই ছাই রঙের সুট্। কোটটি খুলিয়া যে চেয়ার তাঁহাকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে তাহারই হাতলে রাখিয়াছেন। সাদা সার্টের ওপর ধূসর টাইখানি অসংলগ্নভাবে বিকৃত হইয়াছে। তাঁহার মুখাবয়বে একটা নীরব যন্ত্রণা গম্ভীর উদাসীনতায় পর্য্যবসিত। দৃষ্টি দেখিয়া মনে হয় আদালতের বাহিরে কোন অজানা জগতে তিনি বিচরণ করিতেছেন। প্রঃ তরফদারের অনতিদূরে অরবিন্দ সরকার ও সবিতা দাঁড়াইয়া আছে। অরবিন্দ সরকারের মস্তক অবনত, তাঁহার মুখ ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না।

সবিতা এক একবার প্রঃ তরফদারের দিকে চাহিতেছে ও সকলের অসাক্ষাতে গোপনে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেছে। শ্রোতা ও দর্শকদের আসনে যথাক্রমে ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরি, বিশ্বনাথ সরকার, রনেন ও অমলকে দেখা যাইতেছে। প্রঃ তরফদারের বিপরীত ডকের নিকট পুলিশ ইনস্পেক্টার দাঁড়াইয়া আছেন। একজন আগ্নেয়াস্ত্রধারী কনেষ্ট্‌বল আসামীর প্রহরায় নিযুক্ত।)

(সমস্ত আদালতে একটা অস্ফুট কোলাহল উত্থিত হইতেছিল।)

জজ্। (তাঁহার হাতুড়ি পিটিয়া) সাইলেন্স্! সাইলেন্স্! লেট্ আস্ প্রসিড্ মিঃ লাহিড়ি।

(পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ লাহিড়ি উঠিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন)।

মিঃ লাহিড়ি। মাই লর্ড! আমরা আজ যে মকোদ্দমার সম্মুখীন হয়েছি তা অত্যন্ত জটিল ও রহস্যময়। বর্ত্তমানে আমি আমার সত্য ও ন্যায় যুক্তি প্রয়োগে এবং আমার শিক্ষিত বন্ধুবরের সহায়তায় এই রহস্যজাল ছিন্ন করবার চেষ্টা করবো। এই যুক্তির দ্বারা আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবো তাই আপনার ও জুরি মহোদয়গণের সম্মুখে সূক্ষ্ম বিচারের জন্য উপস্থাপিত করবো।

উপস্থিত মামলার বিবরণ সম্বন্ধে পুলিশের সাক্ষ্যে প্রকাশ প্রঃ তরফদার তাঁর কন্যা মিস্ তরফদার ও অধুনামৃত লোকনাথ সেনকে দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে প্রতারণার আশ্রয়ে অরবিন্দ সরকার নামক অলঙ্কার বিক্রেতার নিকট হ'তে প্রায় আশী হাজার টাকা মুল্যের গয়না আত্মসাৎ করেন। কিভাবে মানসিক চিকিৎসক ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরি প্রঃ তরফদারের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে মিস্ তরফদার ও লোকনাথ সেনকে সনাক্ত করেন ও কেমন করে পুলিশের সাহায্য না নিয়েই প্রফেসার তরফদারকে এই অন্যায় থেকে নিরস্ত করবার

চেষ্টা করেন সে কথা আপনারা পূর্ব্ব দিনই ডাক্তার রায়চৌধুরির সাক্ষ্যে অবগত হয়েছেন। ডাঃ রায়চৌধুরির উদ্দেশ্য বিফল হয় এবং তিনি পুলিশের নিকট সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করবার পূর্ব্বেই প্রফেসার তরফদার লোকনাথ সেনকে রিভলভারের গুলীতে হত্যা ক'রে পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পুলিশের নিকট প্রঃ তরফদার লোকনাথ সেনকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু সে বিষয়ে কোন প্রমাণ তিনি উপস্থিত করতে পারেন নি। সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অলঙ্কার আত্মসাতের অব্যবহিত পরে অলঙ্কার-বিক্রীত অর্থ নিয়ে প্রঃ তরফদারের সঙ্গে লোকনাথের কলহ হয় এবং সে কলহ এতই তীব্র আকার ধারণ করে যে প্রঃ তরফদার লোকনাথকে স্বহস্তে খুন করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। মৃত লোকনাথকে পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে তিনি কেবলমাত্র আমাদের অনুমান ও যুক্তিকে বিভ্রান্ত করে তুলতে চেয়েছেন।

জজ্। (প্রঃ তরফদারের প্রতি) প্রঃ তরফদার! আপনি লোকনাথ সেনকে হত্যা করে তাকে নিজের পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছেন কেন?

প্রঃ তরফদার। (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) লোকনাথ আমার পুত্র। তাকে আমি নিজে হাতে খুন ক'রেছি! আপনি আমাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন।

জজ্। লোকনাথ সেন চিরদিন আপনার বন্ধু-পুত্র বলেই পরিচিত, সে আপনার পুত্র তার প্রমাণ কি?

প্রঃ তরফদার। প্রমাণ? (একটা বড় দুঃখের হাসি হাসিলেন) আমি লোকনাথের পিতা, সে প্রমাণ লোকনাথের কাছে দিয়েছিলাম—এই পরিচয় প্রমাণ করার জন্য আমি আমার পুত্র লোকনাথকে হারিয়েছি—পুত্রের চেয়েও বড় অনেক কিছু হারিয়েছি। আমি কোন প্রমাণ দিতে চাই না,

আমি শুধু বলতে চাই—আমি পুত্র-হন্তা। সুবিচারের আশায় আপনার কাছে এসেছি—বিধিমত আমায় শাস্তি দিন। গতানুগতিক ভাবে ভগবানের সৃষ্টি শয়তানের দ্বারা চূর্ণ হোক।

জজ্। (বিস্মিতভাবে) আপনি বলুন, মিঃ লাহিড়ি!

মিঃ লাহিড়ি। ধর্ম্মাবতার! লোকনাথ প্রঃ তরফদারের পুত্র এ বিষয়ে কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।

মিঃ বোস্। মাই লর্ড! অনুমতি পেলে আমি প্রমাণ করতে পারি লোকনাথ সত্যই আমার মক্কেল প্রঃ তরফদারের পুত্র।

জজ। আমি আপনাকে অনুমতি দিচ্ছি।

মিঃ বোস্। (চিঠি ও এল্‌বাম হাতে উঠাইয়া) প্রঃ তরফদারের এল্‌বামে রক্ষিত এই ফটো ও তাঁর স্ত্রী পরোলোকগতা সুলেখা দেবী কর্ত্তৃক প্রঃ তরফদারকে লিখিত এই চিঠি থেকেই বুঝতে পারবেন—লোকনাথ প্রফেসারের পুত্র ছাড়া আর কেও ছিল না। (তিনি জজের হাতে এল্‌বাম ও চিঠি দিলেন।)

প্রঃ তরফদার। (উত্তেজিত ভাবে) আপনি কোথায় পেলেন সে ছবি আর চিঠি?

সবিতা। (প্রঃ তরফদারকে বসাইয়া) আমি, আমি দিয়েছি বাবা।

প্রঃ তরফদার। তুই? তুই জানতে পেরেছিস সবিতা? সবই জেনেছিস?

সবিতা। না বাবা, আমি কিছুই জানতে চাই না, আমি শুধু জানি তুমি আমার বাবা!

প্রঃ তরফদার। ভুল, ভুল, সবই ভুল। আমি তোর বাবা নই, আমি লোকনাথের বাবা—তোকে আমি মেয়ের মতো পালন করেছিলাম নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য—শয়তান এসে সব ভেঙ্গে দিল।

অরবিন্দ সরকার। (উদ্‌ভ্রান্তের মত) কি? কি বল্লেন আপনি? সবিতা দেবী আপনার মেয়ে নন্? তিনি আপনার কে? বলুন, বলুন—তাকে আপনি কোথায় পেলেন?

(আদালতে পুনরায় কোলাহল উঠিল)

ইনস্‌পেক্টার। (অরবিন্দ সরকার ও সবিতাকে প্রঃ তরফদারের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া) চুপ করুন আপনারা কথা বলবেন না।

অরবিন্দ সরকার। না! না! আমি চুপ করবো না—প্রঃ তরফদারের কাছ থেকে আমি জানতে চাই সবিতা দেবীকে তিনি কোথায় পেলেন?

ইনস্‌পেক্টার। চুপ করুন। এটা বিচারালয়। যা জানবার পরে জানবেন।

(কনেষ্টেব্‌ল ইনস্‌পেক্টারের ইঙ্গিতে অরবিন্দ সবকারকে ধরিয়া বসাইল)

জজ্। (চিঠি ও এল্‌বাম হইতে মুখ তুলিয়া) হ্যাঁ, এ থেকে বোঝা যায় লোকনাথ সত্যই প্রঃ তরফদারের পুত্র। মিঃ লাহিড়ি এগুলি আপনি নিন্।

মিঃ লাহিড়ি। (চিঠি পড়িয়া) ধর্ম্মাবতার! এ থেকে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হচ্ছে যে মানুষ অর্থের লালসায় নিজের পুত্রকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না। প্রঃ তরফদার একজন বিজ্ঞ, পণ্ডিত ব্যক্তি বলেই সমাজে পরিচিত কিন্তু সেই পণ্ডিত-মুখোসধারী ব্যক্তি যে একজন অর্থ-পিশাচ, প্রবঞ্চক, নরহত্যাকারী—সে কথা কেউ এতদিন জানতো না। সমাজে এরূপ মানুষের অবস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আপনি আসামীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে সমাজের মঙ্গল বিধান করুন।

প্রঃ তরফদার। আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি সমাজের কলঙ্ক, বিভীষিকা; আমি অর্থ-পিশাচ, প্রবঞ্চক, নরহত্যাকারী—মিঃ জাষ্টিস্ আপনি আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে জগতের মঙ্গল বিধান করুন।

সবিতা। বাবা! তুমি কলঙ্ক নও, বিভীষিকা নও। এঁরা তোমায় জানেন না। কেন তুমি এ কাজ করেছো আজ সকলের সামনে এই প্রকাশ্য আদালতে বলে যাও। তুমি বলেছিলে সব কথা বলবো। বল বাবা। মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা তোমায় মাথা পেতে নিতে দেবো না।

জজ্। প্রফেসার তরফদার! আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে আপনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

প্রঃ তরফদার। আমার বলবার কিছু নেই মিঃ জাষ্টিস্। আমার কথা আপনাদের একটুও সাহায্য করবে না। আমি শয়তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছি। সর্ব্বস্বান্ত আমি—বিচারালয়ে আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি পুত্র-হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে—শয়তান আমার অবস্থা দেখে জয়ের গর্ব্বে অট্টহাসি হাসছে। ভগবানের সৃষ্টিকে যুগে যুগে এমনি করে ভেঙ্গে দিয়ে শয়তান হাসে। আপনারা দ্বিধা করবেন না, সহানুভূতি প্রকাশ করবেন না, কঠোরভাবে কর্ত্তব্য পালন করুন। (তিনি শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিলেন)

সবিতা। বাবা, সব কথা বলে যাও বাবা।

প্রঃ তরফদার। কোন লাভ নেই মা—কোন লাভ নেই। আমার কথা—সে আমার পরাজয়ের ইতিহাস—তা শুনে শয়তান আরও বেশী করে হাসবে।

জজ্। মিঃ বোস্, আপনার মক্কেল সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে?

মিঃ বোস্। ধর্ম্মাবতার বিচারক ও জুরি মহোদয়গণ, আমার মক্কেল প্রঃ প্রমথনাথ তরফদার একজন পৃথিবী-বিখ্যাত দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক। তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানানুরাগ সর্ব্বজনবিদিত। প্রঃ তরফদার আজ

নিজের পুত্রকে প্রথম পুত্র পরিচয় দিয়ে হত্যা করে আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি কি মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে এরূপ কাজ করেছেন সে কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করেন নি। শিক্ষিত বন্ধুবর মিঃ লাহিড়ি এইমাত্র বললেন অর্থলালসায় প্রঃ তরফদার পুত্রকে পর্য্যন্ত হত্যা করতে কুণ্ঠিত হন'নি। প্রঃ তরফদার আজীবন নিজের পুত্রকে কেন সত্যিকার পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছিলেন সে বিষয়ে বন্ধুবর কোন কথা বলতে পারেন নি। অন্যদিকে, প্রঃ তরফদার সবিতা দেবীকে চিরকাল কন্যা বলে প্রচারিত করে আজ সহসা তাঁকে পালিতা কন্যারূপে অভিহিত করতে চান। এ সকল রহস্য ছাড়াও আর একটি রহস্যের সমাধান এখনো হয়নি। অলঙ্কার-বিক্রেতা অরবিন্দ সরকার সবিতা দেবীর একটি ফটো পুলিশের হস্তে প্রদান করেছেন। সবিতা দেবীর ফটো তিনি কোথায় কি ভাবে পেলেন সে কথা প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। এতগুলি জটিল সমস্যার উত্তর না পেয়ে আপনারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হলে সে সিদ্ধান্ত ভুল বলেই পরিগণিত হবে এবং ন্যায় ও সত্য বিচারের অমর্য্যাদা হবে। আমি বলতে চাই—এই সমস্ত রহস্যের মীমাংসা না হলে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে প্রঃ তরফদারের মতো বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি নিশ্চয়ই এমন কোন মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে পুত্রকে হত্যা করে থাকবেন যা আইনের চ'ক্ষে ক্ষমার্হ।

প্রঃ তরফদার। (সহসা চিৎকার করিয়া উঠিলেন) না, না, আইনের চ'ক্ষে আমি ক্ষমার্হ নই। আমি সজ্ঞানে পুত্র-হত্যা করেছি—আমায় শাস্তি দিন—প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন।

ইন্‌স্‌পেক্টার। (প্রফেসারকে ধরিয়া বসাইলেন) আপনি স্থির হো'ন।

মিঃ বোস্‌। আজ যদি আমার মক্কেলের মনোভাব সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ না করে তাঁকে সাধারণ নরহত্যাকারীর পর্য্যায়ে ফেলে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া

হয় তবে সে হবে কঠিন অবিচার। আমার মক্কেলের মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন—আমি আদালতকে তার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করি।

প্রঃ তরফদার। (বিচলিতভাবে) আমায় বিশ্বাস করুন, আমার মনোবিকার ঘটে নি। আমি নিজেই আমার দোষ প্রমাণ করবো—সব কথা বোলব। আপনারা শুনুন আমার কথা।

(আদালত স্তব্ধ)

জজ্। বলুন, আপনার কথা আমরা শুনবো।

প্রঃ তরফদার। (শান্ত ও ধীরকণ্ঠে) আমার যে কথা কাউকে বলিনি—আমার সেই কথা আপনাদের বলে যাব। আমার সব কথা শুনে আপনারা আমায় অসুস্থ, অস্বাভাবিক মানুষ বলে মনে করবেন না। আমি আপনাদের মতই সুস্থ মানুষ, সুস্থ চিত্তেই আমি আমার পুত্রকে হত্যা করেছি। অর্থলালসার বশবর্ত্তী হয়ে এ কাজ না করলেও আমি যে লালসার মোহে লোকনাথকে গুলি করেছি সে অর্থলালসার চেয়েও ভয়াবহ। লোকনাথের জন্ম হয় তার মামার বাড়ীতে—আমি সে সময় জার্ম্মানীতে রিসার্চ্চ কচ্ছি। মানুষের ব্যবহারকে কেমন করে আয়ত্ত করা যায়, কেমন করে সে ব্যবহারকে আয়ত্ত করে এক নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি হতে পারে এই ছিল আমার চিরকালের স্বপ্ন। লোকনাথের জন্ম আমার মনে কোন রেখাপাত করলো না। এর দু'মাস পরেই আমি আমার পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম—আর সেই সঙ্গে পেলাম পুত্রের ভার গ্রহণের নোটীশ। পুত্র-কলত্র নিয়ে সংসার-জীবন যাপন করবার ইচ্ছা আমার কোনদিন ছিলো না তাই যেদিন দেশে ফিরে এলাম সেদিন এক নূতন খেয়াল আমার মন জুড়ে বসলো। লোকনাথকে নিজের পরিচয় জানতে দেবো না—তাকে এক অসহায় অনাথ বন্ধু-পুত্ররূপে প্রচার করে মানুষ

করবো—করবো আপন দীক্ষায় দীক্ষিত। সে আমার স্বপ্নকে সার্থক করে তোলবার জন্য নিজেকে আমার পুত্র না ভেবে—আমার হাতের একটি যন্ত্র-পুত্তলিকা মাত্র মনে করবে। লোকনাথের ওপর দিয়েই আমার প্রথম Experiment আরম্ভ হলো। নার্সের পরিচর্য্যায়, আমার তত্ত্বাবধানে, জগতের সমস্ত কোলাহলের বাইরে অতি নির্জ্জনে সে গড়ে উঠতে লাগলো। এদিকে আমার ছুটি ফুরিয়ে বিদেশে যাবার সময় এগিয়ে এলো। ঠিক রওনা হবার দুদিন পূর্ব্বে আমি সবিতাকে পেলাম।

অরবিন্দ সরকার। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় পেলেন সবিতা দেবীকে ?

প্রঃ তরফদার। কোথায় পেলাম ? সে কথা বলবার কি আজ কোন প্রয়োজন আছে ?

সরকার। আপনি বলুন, আমার প্রয়োজন আছে।

প্রঃ তরফদার। (সরকারের দিকে ফিরিয়া) আপনি ? আপনার কি প্রয়োজন ?

সরকার। বলুন আমায়, কোথায় পেয়েছিলেন আপনি তাকে—আপনার কথা যদি সত্য হয় তবে আমি সমস্ত স্বীকার করে সারাজীবনের মিথ্যা সংস্কারকে পদদলিত করে প্রায়শ্চিত্ত করবো।

ইনস্‌পেক্টার। (সরকারকে) আপনি কেন চিৎকার কচ্ছেন ? আসামীকে তার বক্তব্য বলতে দিন।

জজ্। (হাতুড়ি পিটিয়া) অর্ডার ! অর্ডার ! বলুন প্রঃ তরফদার।

প্রঃ তরফদার। (সবিতার দিকে চাহিলেন) সবিতাকে আমি কোথায় পেয়েছিলাম ? সবিতার ইতিহাস কি ? মাননীয় বিচারপতি ও জুরি-মহোদয়গণ—আপনারা সবিতাকে বাইরে নিয়ে যান—তার সামনে সে নিষ্ঠুর সত্য কেমন করে উদ্ঘাটন করবো ? চিরকাল সে জেনে এসেছে—

সে আমার মেয়ে, অতি আদরের মেয়ে। প্রতিদিন প্রতিটী কাজে ন্যায়, অন্যায় বিচার না করে আমায় সাহায্য করে এসেছে।

জজ্। ইনস্‌পেক্টার। সবিতা দেবীকে বাইরে নিয়ে যাও।

সবিতা। না, আমায় বাইরে নিয়ে যাবেন না; আমি শুনব সে নিষ্ঠুর সত্য, আমি জানবো আমার সত্যিকারের পরিচয়। বল বাবা, আমি সহ্য করতে পারবো।

প্রঃ তরফদার। সবিতা! নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ সবিতা! মানুষের লজ্জা, কাপুরুষতা ও চরম দুর্ব্বলতার গর্ভে যার জন্ম সেই সবিতাকে আমি গ্রহণ করেছিলাম আমার কন্যারূপে। ভেবেছিলাম মানুষের বিকৃত ব্যবহারকে সংশোধন করবার সাধনায় সে আমায় শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করবে। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম তাকে সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে—তাই শেষ মুহূর্ত্তে ও আমার ভবিষ্যৎ ভেবে বিচলিত, দুর্ব্বল হয়ে পড়লো; নিজের ব্যবহারকে সংযত করতে না পেরে আমার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালো—, তারপর, তারপর আমার সারাজীবনের সাধনাসৌধ এক নিমেষে প্রবল সংঘাতে চূর্ণ হয়ে ধূলোয় মিলিয়ে গেল।

অরবিন্দ সরকার। কৈ, আপনি তো বল্লেন না, সবিতা দেবীকে আপনি, কোথায় কেমন ভাবে পেয়েছিলেন?

প্রঃ তরফদার। (সচকিত ভাবে) হ্যাঁ, কোথায় কেমন ভাবে তাকে আমি পেয়েছিলাম। (তিনি মুহূর্ত্তের জন্য চোখ বন্ধ করিয়া কি চিন্তা করিলেন—পরে সবিতার দিকে ফিরিলেন, সবিতা স্থির প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিলেন।) সবিতা আমায় ক্ষমা করিস মা, যাবার দিনে তোর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে যাবো না। এজন্য হয়তো সমাজ তোকে গ্রহণ করবে না—তারা তোকে

পদে পদে করবে লাঞ্ছিত, অপমানিত। তবে সে অপমান, সে লাঞ্ছনা শুধু কাপুরুষ, ভীরু মানুষের লজ্জার হাহাকার—তুই তাদের সে লজ্জা, অপমানের ওপর দিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যাবি—দেখবি তারা ত্রাসে, সঙ্কোচে, তোর পথ ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়িয়েছে।

(তিনি জজের দিকে ফিরিলেন)

মিঃ জাষ্টিস্! ১৯২৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। ভোরবেলা প্রাতর্ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমি আমার কলকাতার ঘর থেকে বার হচ্ছি। তখনো উষার আলো ভালো করে ফোটেনি, পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। ফুটপাথে নাবতেই সহসা আমার চোখ পড়লো পাশের ডাষ্টবিনে। সাদা কাপড় জড়ানো সুন্দর সদ্যোজাত শিশু—বাহুমূল সামান্য কেটে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝ'রছে। শুভ্র, সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ শিশু যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ কচ্ছে—

অরবিন্দ সরকার। (চিৎকার করিয়া) আমি, আমিই সেই কাপুরুষ। সবিতা আমার মেয়ে, আপনারা আমায় শাস্তি দিন।

(আদালতে মৃদু গুঞ্জনধ্বনী উঠিল। সবিতা প্রঃ তরফদারকে দুইহাতে জড়াইয়া তাঁহার কোলে মাথা গুঁজিল।)

জজ্। কি আশ্চর্য্য! সবিতা দেবী আপনার মেয়ে?

অরবিন্দ সরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার মেয়ে—এতে কোন ভুল নেই। সেদিন সমাজের ভয়ে, সংস্কারের লজ্জায় এই পরিচয় স্বীকার করে নিতে পারিনি—সেই কাপুরুষতার পাপে সারাজীবন বেদনায়, অনুশোচনায় জর্জ্জরিত হয়েছি। ভাবিনি কেও কোনদিন তাকে বাঁচিয়ে তুলবে—এমন করে আদরে যত্নে নিজের মেয়ের সম্মান দিয়ে মানুষ করবে।

জজ্। আপনি সেদিন কেন পরিচয় অস্বীকার করেছিলেন?

অরবিন্দ সরকার। আজ আমার বলতে বাধা নেই। প্রথম যৌবনে সবিতার মা অমলা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—আমাদের সেদিনের কুমার-কুমারীর পরিচয় স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। আমরা জানতাম আমাদের বিয়ে হবে—কোন বাধাই একে আটকাতে পারবে না। হঠাৎ অমলার পিতা আমাদের এই অবৈধ প্রণয়ের কথা জানতে পারলেন। তিনি মেয়েকে ঘরে চাবি বন্ধ করে রেখে দিলেন। আমি অন্য জাতি, আমার সঙ্গে অমলার বিবাহ অসম্ভব। সেইদিন আমিও মহা-বিস্ময়ে, ভয়ে, লজ্জায় প্রথম জানতে পারলাম—অমলা সন্তান-সম্ভবা। অমলার কি হবে ভাবতে ভাবতে আমি পাগল হয়ে গেলাম কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারলাম না। এরপর অমলার সঙ্গে আমার মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল—সেই শেষ দেখা। তার মুখে শুনলাম—সন্তানের কথা অমলার পিতা জানতে পেরেছিলেন। সন্তান প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশ্বস্ত লোক দিয়ে সেই সদ্যোজাত শিশুকে অন্ধকারের আড়ালে পথে আবর্জ্জনায় ফেলে দেন। ১৯২৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রাত্রে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যে ব্যক্তি এই নিষ্ঠুর কাজে গিয়েছিল তার কাছে অমলা পরে শুনেছিল ডাষ্ট্‌বিনে লেগে শিশুর বাহুমূল কেটে রক্ত পড়ছিল। এ ঘটনার পর অমলার পিতা অমলাকে এক সপ্তাহের বেশী বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি।

জজ্‌। আপনি সবিতা দেবীর ফটো কোথায় পেলেন—সে কথা বলতে অস্বীকার করেছেন কেন?

অরবিন্দ সরকার। এতদিন প্রয়োজন ছিল। আজ অস্বীকার করবার কোন হেতু নেই। সে ফটো সবিতার নয়।

জজ্‌। (বিস্মিতভাবে) সে ফটো সবিতা দেবীর নয়? (আদালতে ভয়ঙ্কর গোলমাল উঠিল) Order, Order!

অরবিন্দ সরকার। না, সে ফটো অমলার, সবিতার মায়ের যৌবনের ফটো। তার ফটো সে একদিন আমায় উপহার দিয়েছিল। এই ফটো ও তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেই আমি এতগুলি সুদীর্ঘ বৎসর কাটিয়ে এসে সহসা একদিন দেখলাম ফটো জীবন্ত হয়ে আমার দোকানে গয়না খরিদ করতে এসেছে। আমি হতবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। সবিতা সেদিন আমায় বিস্মিত দেখে প্রশ্ন করেছিল—'আপনি আমায় চেনেন?' আমি বিহ্বলভাব কাটিয়ে উঠে বলেছিলাম—'না, না, আমার ভ্রম।' তারপর আমার আশীহাজার টাকার গয়না যখন সে আত্মসাৎ করে বসলো তখন অলঙ্কারের ক্ষতির চাইতে বার বার এই অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথাই অহরহ মনে হতে লাগলো। ভাবলাম এই ফটো যদি পুলিশের হাতে দিয়ে আবার সবিতাকে ফিরে পাই—যদি আমার সন্দেহ সত্য হয় তবেই এই ফটোর রহস্য উদ্ঘাটন করবো। ভগবান আমার মনস্কামনা পূর্ণ করেছেন—আমি আমার সন্তানকে ফিরে পেয়েছি। সে যে কি মহান্ আদর্শের মোহে অজ্ঞাতে তার পিতারই অলঙ্কার আত্মসাৎ করতে এসেছিল এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ডাক্তার রায়চৌধুরীর সাহায্যে প্রঃ তরফদারকে নিরস্ত করতে গিয়েছিল—তাও আমি জেনেছি। সে নির্দ্দোষ—তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

(আদালত স্তব্ধ)

প্রঃ তরফদার। আপনার অলঙ্কার-বিক্রীত পঁচাত্তর হাজার টাকা আদালতে জমা আছে। মিঃ জাষ্টিস্, আমার অর্থের প্রয়োজন ফুরিয়েছে—আপনি মিঃ সরকারকে তাঁর ন্যায্য অর্থ ফিরিয়ে দিন। (সবিতার দিকে ফিরিয়া) তোমার গলার হার কি হোল মা?

সবিতা। তোমায় বাধা দেবার আগে সে হার আমি খুলে রেখেছি বাবা।

জজ্। মিঃ সরকার! সবিতা দেবীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়ে আপনি আপনার অলঙ্কারের মূল্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন?

অরবিন্দ সরকার। সবিতার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই কিন্তু ও টাকা আমি গ্রহণ করবো না। প্রঃ তরফদার যে সাধনায় বিফল হয়ে নিজের পুত্রকেও হত্যা করতে কুণ্ঠিত হননি—তাঁর সেই সাধনাকে জগতে সফল করে তোলবার জন্য আমি আমার সমস্ত অর্থ, বিষয়, সম্পত্তি দান করবো। তিনি মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়ে আমার কন্যাকে সম্মানের সঙ্গে মানুষ করেছেন, আমিও তার প্রতিদানে তাঁর সাধনাকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে যাব। জগতে আমি খুঁজে বেড়াব সেই মানুষকে যে তাঁর সাধনার গুরুভার বহন করতে পারবে।

প্রঃ তরফদার। ভুল! ভুল! আপনার আশা বৃথা হবে। তেমন মানুষ আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। আমার সাধনা আমার সঙ্গেই যাবে—পৃথিবী তাকে চায় না—শয়তান তাকে সার্থক হতে দেবে না।

সবিতা। (প্রঃ তরফদারকে) বাবা, তুমি যদি আমায় অনুপযুক্ত না মনে কর তবে তোমার আজীবনের পরিশ্রমকে সফল করে তোলবার গুরুভার আমায় দাও। তোমার মতবাদে আমি বিশ্বাস হারিয়েছি কিন্তু তোমার সাধনাকে ভুল বুঝিনি। আজ চারিদিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি—কত বড় ব্যথা, কত বড় বেদনা মানুষের জন্য তোমার বুকে লুকিয়েছিল।

প্রঃ তরফদার। আমি তোমায় সে ভার দেবো না মা! তুমি যদি জগতে সত্যিকার মানুষ গড়বার প্রেরণা পেয়ে থাকো তবে স্বেচ্ছায় তোমার

পিতার অঙ্গীকার পালন করো। মিঃ জাষ্টিস—আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরির অনুপ্রেরণায় সবিতা আমায় বাধা দিল—সে তার পিতাকে সাময়িক কলঙ্কের হাত হতে মুক্তি দিতে গিয়ে এক বিরাট সম্ভাবনার মূলে কুঠার হানল। আমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে ভাবলাম—পর কখনও আপনার হয় না—তাই সবিতাকে ত্যাগ করে তার সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে লোকনাথকে নিয়ে অগ্রসর হবার সঙ্কল্প করলাম। লোকনাথকে তার আসল পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আমি সেই দিনই অনুভব করলাম। হয়তো সে তার সত্যিকার পরিচয় জানলে পিতার জন্য সব কিছু করবে। এখানে আমার দুর্ব্বলতা আমায় আক্রমণ করলো। নিজের মতবাদের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ করে দেখতে পেলাম লোকনাথ যন্ত্র-পুত্তলিকা নয়, তারও মন বলে বস্তুটি সম্পূর্ণ বজায় আছে। সে তার পিতৃ-পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত উদ্দেশ্য ভুলে গেল। অভিমানে আমায় সাহায্য করতে অস্বীকার করে বসলো। সমস্ত আশা, কল্পনা, মিথ্যা পরিচয়, সবই আমার বিফল হোল—পারলাম না—যে সাধনার জন্য সমস্ত জীবন নিজেকে সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে এলাম সেই সাধনাকে ব্যর্থ হতে দেখে শেষ সময়ে ব্যবহারকে আয়ত্তে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। সারাজীবনের অবদমিত মনের প্রতিক্রিয়া একসঙ্গে ফেটে পড়ে তার প্রতিশোধ নিলো। আমি পুত্রকে নিজে হাতে হত্যা করে আমার খেলাঘর সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে ফেললাম।

ধর্ম্মাবতার! আমার সব কথা বলা শেষ হয়েছে। আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়নি—আমি সুস্থ চিত্তে পুত্রকে হত্যা করেছি—প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে আমায় এই জগতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন।

জজ্। মিঃ লাহিড়ি?

মিঃ লাহিড়ি। মাই লর্ড! আমার বলবার কিছু নেই। অপরাধী তার আপন অপরাধ বিশদভাবে প্রমাণ করেছে—আপনি জুরিমহোদয়গণের মতামত গ্রহণ করে তার ন্যায় বিচার করুন।

মিঃ বোস্। ধর্ম্মাবতার! আপনার রায় প্রকাশের পূর্ব্বে আমি আপনাকে বলতে চাই আমার মক্কেল প্রঃ তরফদার মানসিক অসুস্থ। আমি এ বিষয়ে আপনাকে গভর্ণমেণ্টের মানসিক চিকিৎসক ডাঃ সুবিমল রায়চৌধুরির বক্তব্য শুনতে অনুরোধ করি।

জজ্। ডাঃ রায়চৌধুরি! অপরাধীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে আপনার সাক্ষ্য আদালত শুনতে চায়।

ডাঃ সুবিমল। (সাক্ষীর ডকে উঠিলেন) ধর্ম্মাবতার! প্রঃ তরফদারের মন সম্পূর্ণ সুস্থ।

সবিতা। ডাক্তার! ডাক্তার!

প্রঃ তরফদার। সুবিমল! তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ করি। তুমি আজ সত্যই মনোবৈজ্ঞানিকের পরিচয় দিলে।

ডাঃ সুবিমল। পূর্ব্বে যেদিন তিনি সবিতা দেবী ও লোকনাথের সাহায্যে আমায় প্রতারণা করে অলঙ্কার আত্মসাৎ করে বসেন সেদিন আমি তাঁকে মানসিক-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি বলেই মনে করেছিলাম। সবিতা দেবীকে তাঁর ভুল বুঝিয়ে দিয়ে প্রঃ তরফদারকে বাধা দিতে সাহায্য করে ভেবেছিলাম এই আঘাতে তিনি সুস্থ মানুষে পরিণত হবেন। কিন্তু তিনি যে মনোবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি নন্ সে কথা প্রমাণ করলেন লোকনাথকে হত্যা করে। প্রঃ তরফদারের ভ্রমাত্মক মতবাদ তাঁর

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলো এবং সেই সঙ্গে জগৎকে জানিয়ে দিল মনের প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে শুধু বাহ্যিক ব্যবহারের দ্বারা কোন সাধনা সম্ভব নয়। তিনি যে অভিনব মানব সৃষ্টির কল্পনা করেছিলেন তাঁর সে স্বপ্নকে অন্যায়ের পথ দিয়ে ও ভুল মতবাদের ওপর নির্ভর করে সফল করবার চেষ্টা না করলে তিনি আজ পুত্র-হত্যার অপরাধে অপরাধী না হয়ে সমস্ত জাতির পূজ্য হতে পারতেন। তিনি যে এক মহান্ আদর্শের জন্য অন্যায়ের পথ গ্রহণ করেছিলেন সে কথা আমি আজও সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কিন্তু তবুও তিনি সত্যের জন্য সত্যকে লঙ্ঘন করে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যায়কে বরণ করেছেন, তিনি দোষী। তাঁর দোষের শাস্তি না দিলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অন্যায় প্রশ্রয় পাবে।
(তিনি ডক্ হইতে নামিয়া গেলেন।)

জজ.। জুরি মহোদয়গণ, আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন।

ফোরমেন। ধর্ম্মাবতার! অপরাধী ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করে নূতন সৃষ্টির মোহে পুরাতনকে ছলনা করে হত্যা করেছে—তার অপরাধ যে সাধারণ হত্যাকারীর চেয়েও ভয়াবহ সে সম্বন্ধে আমরা সকলে একমত।

(সবিতা মূর্চ্ছিতা হইল)

ইনস্‌পেক্টার। জল! জল!

(একজন কনেষ্টবল তাড়াতাড়ি জল লইয়া আসিল। অরবিন্দ সরকার জল লইয়া সবিতার মুখে চোখে দিতেই সে চোখ মেলিয়া চাহিল। দেখিল আদালতের সমস্ত লোক বিচারপতির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে)

জজ.। The accused is sentenced to death.

(আদালতে একটা প্রচণ্ড কোলাহলের সঙ্গে দৃশ্যান্তর ঘটিল।* সবিতা প্রঃ তরফদাবের বুকে মুখ রাখিয়া কাঁদিতেছে, প্রহরী প্রঃ তরফদারকে যাইবার জন্ত তাড়া দিতেছে)

প্রঃ তরফদার। সবিতা, আমায় যেতে দাও মা।

সবিতা। কেমন করে তোমায় যেতে দেবো বাবা, তুমি কি এতই নিষ্ঠুর!

প্রঃ তরফদার। তুমি যে গুরুভার গ্রহণ করেছো মা তাতে এমন করে ভেঙ্গে পড়লে সে ভার কেমন করে বহন করবে?

সবিতা। (চোখ মুছিয়া প্রঃ তরফদারকে প্রণাম করিল) বাবা, বল তুমিই আমার বাবা?

প্রঃ তরফদার। হ্যাঁ মা, আমিই তোমার বাবা।

সবিতা। আমায় আশীর্ব্বাদ করে যাও বাবা, যেন তোমার সাধনাকে আমি সফল করতে পারি।

(ডাঃ সুবিমল আসিয়া প্রঃ তবফদারকে প্রণাম করিল)

ডাঃ সুবিমল। আমাকেও আশীর্ব্বাদ করে যান যেন সবিতার গুরুভার বহনে আমি তাকে সাহায্য করবার যোগ্য হতে পারি।

সবিতা। ডাক্তার! ডাক্তার! আপনি?

ডাঃ সুবিমল। হ্যাঁ সবিতা, আমি। তুমি কি আজ আমার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করো না।

---

* যাঁহাদের পক্ষে রঙ্গমঞ্চে অতি দ্রুত দৃশ্য পরিবর্ত্তন সম্ভব নয় তাঁহারা আদালতের দৃশ্যেই শেষাংশটুকু অভিনয় করিবেন।—নাট্যকার

সবিতা। কিন্তু আপনি আমায় কেন সাহায্য করবেন ডাক্তার? বাবার সাধনার ভার গ্রহণ করে আমি তো আপনার বিশ্বাস রক্ষা করতে পারিনি।

ডাঃ সুবিমল। আমিও পারিনি সবিতা প্রঃ তরফদারকে আমাদের মধ্যে ধরে রাখতে আমি অক্ষম হয়েছি!

প্রঃ তরফদার। তোমরা দুজনেই যখন পরস্পরের বিশ্বাস হারিয়েছ তখন এসো যাবার আগে তোমাদের দুজনকে চিরবিশ্বাসের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়ে যাই। (তিনি সবিতার একটি হাত সুবিমলের হাতের ওপর রাখিলেন।) আমি আশীর্ব্বাদ করি জগতে মনে প্রাণে একাগ্র সাধনায় তোমরা নূতন পথে নব-মানবের সৃষ্টি-কর্ত্তা হবে। সে মানব দ্বেষ করবে না, হিংসা করবে না, লোভ করবে না—সে মানব মানবের অন্তরের কথা সহজভাবে বুঝতে পারবে। (তিনি অগ্রসর হইতে হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন) কাল সূর্য্য উদিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সাঙ্গ হোক আর আরম্ভ হোক সেইক্ষণে তোমাদের নব-জীবন। (তিনি প্রহরীর সঙ্গে দৃঢ় পদক্ষেপে চলিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে উষার আলো প্রস্ফুটিত হইল, পূর্ব্ব গগনে সঙ্গীতের ধ্বনি নেপথ্য হইতে ভাসিয়া আসিল)

রবীন্দ্র সঙ্গীত

জয় যাত্রায় যাও গো।
　　ওঠ জয়রথে তব
মোরা জয়মালা গেঁথে
　　আশা চেয়ে বসে রব॥

ডাঃ সুবিমল। সবিতা! ঐ শোন নব-জীবনের জয় যাত্রার ডাক। সমস্ত দুঃখ-শোক পেছনে ফেলে চল আমরা অগ্রসর হই।

(সবিতা ডাক্তারের হাত ধবিয়া অগ্রসর হইল—অরবিন্দ সরকার তাহাদের পথরোধ করিলেন)

অরবিন্দ সরকার ; আমি এসেছি মা, আজ আমায় কি তোমরা ক্ষমা করতে পারবে না?

(ডাক্তাব সুবিমল ও সবিতা তাঁহাকে প্রণাম করিল। ডাক্তার ও সবিতা আগে আগে চলিল, অববিন্দ সরকার তাহাদের অনুসরণ করিলেন—সকলে ক্রমে ক্রমে যবনিকার অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।)

সমাপ্ত